Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/152
PRESENTED
31346

ভক্তিপ্রসঙ্গ

LIBRARY
No. 7/152
Shri Sh... Ashram

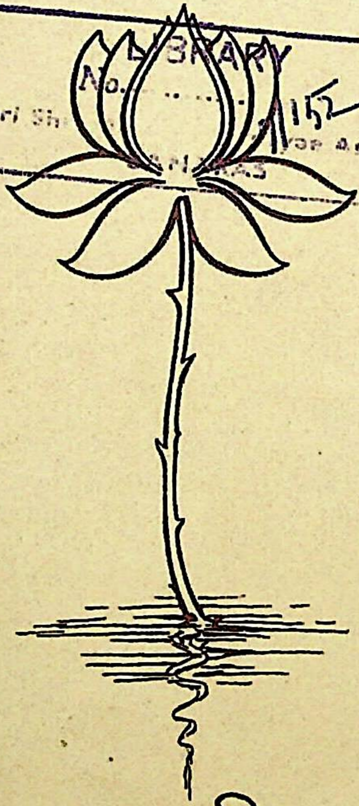

স্বামী বেদান্তানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/5/77

ভক্তিপ্রসঙ্গ

PRESENTED

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে
দেবর্ষি নারদ বিরচিত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

স্বামী বেদান্তানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :

স্বামী বেদান্তানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম

রাঁচি

●

মুদ্রাকর :

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইকনমিক প্রেস

২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

●

প্রাপ্তিস্থান :

মডেল পাবলিশিং হাউস

২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য :

এক টাকা চারি আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 7/152
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARAS.

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলিয়াছেন, 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম। কলিতে নারদীয় ভক্তি।' তাঁহার এই উক্তি আমাকে দেবর্ষি নারদের শিক্ষার সহিত তাঁহার উপদেশের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাসম্বলিত গ্রন্থসমূহ হইতে 'নারদ ভক্তিসূত্রের' সমার্থক উপদেশসমূহ সংগ্রহ করার পর মনে হয়, ঐ সকল উপদেশ অনুসারে সমগ্র ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা রচিত হইলে তাহা ভক্তজনের হৃদয়গ্রাহী হইবে। এইরূপ বিচার হইতে এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়।

যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ দেবর্ষি নারদের রচিত বলিয়া কথিত হয় তাহাদের মধ্যে ভক্তিসূত্র অতি উপাদেয় এবং অসাম্প্রদায়িক। মাত্র চৌরাশিটি সূত্রের মধ্য দিয়া দেবর্ষি ভক্তিযোগের সকল অঙ্গ—উহার অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন—অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য যে সকল আধিকারিক পুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হন দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের অন্যতম। ভারতবাসীর চরিত্রগঠনে স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল মহাপুরুষ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। নারদ চরিত্র কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক—ঐতিহাসিক হইলে নারদ নামধারী একজন ব্যক্তি ছিলেন বা বহু ব্যক্তি ছিলেন, কবে কোথায় তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় লইয়া সনাতন ধর্মাবলম্বিগণ মাথা ঘামান না। তাঁহাদের বিশ্বাস, নারদের ব্যক্তিত্বের বিনাশ নাই; বিশ্বের কল্যাণের জন্য চারি যুগ ধরিয়া তিনি ত্রিভুবনে বিচরণ করেন। মহাপ্রলয়ান্তে নব নব সৃষ্টিকালে স্রষ্টার বিশ্বলীলার সহায়তার জন্য বারবার তাঁহার আবির্ভাব হয়।

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিতে তাঁহার বিচিত্র জীবন ও কর্মের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি মুনিগণের সভায় তিনি বিশেষ বরণীয়। তাঁহার উপদেশে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ এবং ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করেন। তিনি শুকদেবের এবং ধ্রুব ও প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু; দেব দৈত্য মানব, ভিক্ষুক ও সম্রাট্‌ সকলের উপদেষ্টা। তাঁহার জীবনের যে সকল ঘটনায় তাঁহাকে বিরোধপ্রিয় মনে হয় সে সকল গভীরভাবে আলোচনা করিলে লোককল্যাণ-সাধনই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ইহা অনুভূত হয়।

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, 'দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'নারদ দেবর্ষি।....নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসারজালে পড়ে না।....কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে; যেমন জনক নারদাদি।.... নারদাদি আচার্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন.... সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি লয়ে ছিলেন।'

এই ব্যাখ্যা রচনায় যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের নাম পরে প্রদত্ত হইল। এই সকল গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশকদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7|152

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রায় বার বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা পাণ্ডুলিপিখানা দেখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে উৎসাহ দিয়াছেন। কিন্তু নানাকারণে এতদিন ইহার মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই। রাঁচি নিবাসী শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ শীল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রুফ-সংশোধনের ভার না লইলে ইহা আজও প্রকাশিত হইত না। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার অচলা ভক্তি হউক এই প্রার্থনা।

ইকনমিক প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণ শীঘ্র সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। এই সহায়তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

রাঁচিতে বসিয়া কলিকাতায় মুদ্রিত পুস্তকের প্রুফ নির্ভুল-ভাবে দেখা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ সংযোজিত শুদ্ধিপত্র অনুসারে মুদ্রাকরপ্রমাদগুলি অনুগ্রহপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

ঝুলনপূর্ণিমা, সন ১৩৬৩ স্বামী বেদান্তানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	১৩	নৈবদ্বিজে	নৈবোদ্বিজে
১৫	১৫	বিমুখান্	বিমূঢ়ান্
১৫	১৫	আপনা-আপনি	আপনা আপনি
২৬	১০	বিরোধী ইষ্টস্মরণের	বিরোধী, ইষ্টস্মরণের
২৯	৮	···স্বাশরীর	···স্বাশরীর-
৩০	৯	যতক্ষণ থাকে। ততক্ষণ	যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ—
৫৭	১২	যোগহ ইতে শ্রেষ্ঠ।	যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ।
৫৮	১৯	উদ্দেশ্য ভক্তিলাভ	উদ্দেশ্য ভক্তিলাভ।
৬৯	৯	নামগুণশ্রবণ কীর্তনে	নামগুণ শ্রবণ-কীর্তনে
৬৯	১৫	নামশ্রবণ কীর্তন	নাম শ্রবণ ও কীর্তন
৭৩	৮	গ্রাহ্য হয়না	গ্রাহ্য হয় না।
৭৪	১৮	ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যগো	ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো।
৭৫	১৬	লাভ হইলে ও	লাভ হইলে
৭৫	১৮	সাধুপুরুষের সঙ্গে	সাধুপুরুষের সঙ্গের
১২৫	২৩	ভক্তিহ ইতে	ভক্তি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/152

গ্রন্থপঞ্জী

ভক্তি ও ভক্ত : স্বামী কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত।

Narada Bhakti Sutras : By Swami Tyagishananda, Published by Sri Ramakrishna Math, Madras.

প্রেম দর্শন (হিন্দি) : শ্রীহনুমান্ প্রসাদ পোদ্দার লিখিত এবং গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, পাঁচ ভাগ : শ্রীম কথিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসার : শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী কর্তৃক সংকলিত ও ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 'ভক্তিপ্রসঙ্গে' উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশসমূহের অধিকাংশ এই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নারদ-ভক্তিসূত্রের একটি বাঙ্গালা ব্যাখ্যা : এই পুস্তকের প্রথমের ও শেষের অনেকগুলি পাতা ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়ায় গ্রন্থকার বা লেখকের নাম সংগ্রহ করা যায় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিমাকর সরকার

৭।১৫২

ভক্তিপ্রসঙ্গ

প্রথম অনুবাক

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥

অথ (এক্ষণে) অতঃ (এই হেতু—ভক্তিমার্গের অধিকারীকে ভক্তিতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক বুঝিয়া) ভক্তিং (ভক্তিতত্ত্ব) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব) ॥১

এক্ষণে ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী জিজ্ঞাসুকে উপদেশ দানের জন্য ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব ॥১

যাহার যে বিষয় জানিবার জন্য শ্রদ্ধা বা আগ্রহ নাই, কিংবা শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ থাকিলেও যে বিষয় ধারণা করার সামর্থ্য নাই তাহাকে সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। ঈশ্বরের কথা শুনিতেও সকলের ভাল লাগে না, আবার সময় না হইলে শুনিলেও কোন কাজে লাগে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়।'

'যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, যাও, বেশ বিল্ডিং (দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর মন্দির সকল) দেখগে।'

'আবার দেখেছি যে ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি ; ওরা হয়তো অনেকক্ষণ ধরে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বার বার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে, 'কখন যাবে, কখন যাবে।' তারা হয়তো বললে, 'দাঁড়াওনা হে, আর একটু পরে যাব। তখন তারা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।'

'হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়। পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তলোয়ারের চোট মারলে কুমীরের কি হবে ?'

'হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হলে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে, 'মা আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা বল্লেন, 'বাবা হাগাই তোমাকে ওঠাবে, এজন্য কিছু ভেবো না।' সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হলে হয়।'

কি গুণ থাকিলে মানুষ ভক্তির কথা শুনিবার, ভক্তিলাভের অধিকারী হয় ? জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধনপথের অধিকারীকে শারীরিক মানসিক বিবিধ গুণসম্পন্ন হইতে হয় ; কিন্তু ভক্তি-লাভের জন্য শুধু আন্তরিক ব্যাকুলতা, ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলেই হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সমবেত তরুণ ভক্ত-দিগকে বলিতেছেন, 'এখানে আর কেউ নাই ; তাই তোমাদের বলছি, আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে, তারই হবে, হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় ন' তারই হবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No.........
Sri Sri Ma Anandamayee Ashram
VARANASI

'যতক্ষণ ভোগবাসনা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, 'মা যাব'; আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোন কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয়, মার কাছে নিয়ে যাই,—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যায়।

সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে' তাঁকে পাব, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।'

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিতেছেন—'আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে'। ভক্তিতে জাতি বর্ণ বিদ্যা বয়স নির্বিচারে সকলের অধিকার। শাস্ত্রে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কিরূপ ব্যক্তি ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া সাধনা করিবে তাহার লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(ভাগবত, ১১।২০।৮)

কোনরূপ সৌভাগ্যবশে যে ব্যক্তির আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যাহার তীব্র বৈরাগ্য জন্মে নাই, আবার বিষয়েও তেমন আসক্তি নাই, ভক্তিযোগ আশ্রয় করিলে তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এই ভক্তি সাধনার জন্য সময়ের, বয়সের অপেক্ষা করিতে নাই। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ সঙ্গী দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

(ভাগবত, ৭।৬।১)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই ভক্তিধর্মের অনুশীলন করিবেন। মানুষ জন্মই তো একে দুর্লভ; তাহাতে সার্থক জীবন আরও দুর্লভ।

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা ॥২॥

সা (সেই ভক্তি) তু (কিন্তু) অস্মিন্ (এই পরমেশ্বরে) পরমপ্রেমরূপা (ঐকান্তিক প্রেমস্বরূপা) ॥২

আর কোন বস্তুর উপর নহে কিন্তু একমাত্র পরমেশ্বরের উপর ঐকান্তিক প্রেমকে ভক্তি বলা হয় ॥২

মানুষে মানুষে যত প্রকার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে সকলের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসা সর্বাপেক্ষা নিবিড় ও গভীর। উহাকে সাধারণতঃ প্রেম আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ভগবৎ প্রেমের সহিত উহার তুলনাই হয় না। তাই ভক্তির সংজ্ঞানির্দেশের জন্য দেবর্ষি উহার সহিত পরম বিশেষণ যোগ করিলেন। আর উহা অনুভবগম্য। বাক্যের দ্বারা উহার স্বরূপ ঠিক ঠিক প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাই প্রেমের সহিত 'রূপ' কথা যোগ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধনা আশ্রয় করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।১৫

PRESENTED

ঈশ্বরানুগ্রহে সাধকের অন্তরে এই শুদ্ধা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। 'প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে, জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তাও ভুল হয়ে যাবে।' 'প্রেম রজ্জুস্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না।'

আত্মার আত্মা অন্তর্যামীই জীবের ভক্তির আস্পদ। নারদ তাঁহার সম্বন্ধে শুধু 'অস্মিন্'—ইহাতে বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন;—নাম বা সংজ্ঞা দিলেন না, সাকার বা নিরাকার সগুণ বা নির্গুণ কিছুই বলিলেন না। সাধকের রুচি, সংস্কার প্রভৃতি অনুসারে প্রেমাস্পদের স্বরূপ তাঁহার অন্তরে স্বতঃ প্রকাশিত হইবে। প্রেমের সঙ্গে আছে তিন বস্তু। প্রেমিক, প্রেমাস্পদ ও প্রেমের বন্ধন। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে অনুভূত সকল ব্যবধানের নাশে—অভেদজ্ঞানে হয় প্রেমের পরিসমাপ্তি।

'ভগবানের প্রেম দুর্লভ জিনিষ। প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবে ভক্তি হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণমন ঈশ্বরেতে লীন হয়।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাইরের জিনিষ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায়।'

ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটা নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হ'লে ভগবান্ লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।'

'ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয় ; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমা-ভক্তি, রাগ ভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।....গানে আছে, 'প্রভু, বিনে অনুরাগ করে' যজ্ঞযাগ তোমারে কি যায় জানা ?' এই অনুরাগ এই প্রেম এই পাকা ভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা' হ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎ হয়।'

এই প্রেমাভক্তি লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। 'আর একরকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধীভক্তি। এতো জপ করতে উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা করতে হবে,—এসব বৈধী ভক্তি। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই।'

'কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে, ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ।....'

'ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, ভাব-সমাধিতে রূপ দর্শন হয় আর নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়—তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না। সে ভক্তি এলেই মা যেমন ছেলেকে, ছেলে যেমন মাকে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে, ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসা আসে। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয়দের উপর সে মায়ার টান থাকে না ; দয়া থাকে। সংসার একটা কর্মভূমি ব'লে বোধ হয়, যেন বিদেশ। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারে আসক্তি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে।'

'ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না এলে প্রেমাভক্তি হয় না। প্রেমা-ভক্তির লক্ষণ আপনা-আপনি ভক্তি আসা, সংস্কার না থাকলে হয় না। জ্ঞানভক্তি বিচার করা ভক্তি। তিন বন্ধু বন দিয়ে যেতে যেতে একটা বাঘ দেখতে পেলে। একজন বললে, 'ভাই, এই আবার আমরা মলুম।' আর একজন বললে, 'ম'রব কেন, ঈশ্বরকে ডাকি এস।' আর একজন বললে, 'এস আমরা এই গাছে উঠে পড়ি, মিছামিছি ভগবান্‌কে কষ্ট দেবার কি আবশ্যক ?" যে বললে, 'এইবার আমরা মলুম', সে জানে না যে ঈশ্বরই আমাদের রক্ষা করেন। যে বললে, 'ঈশ্বরকে ডাকি এস,' সে হ'ল জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে, 'এস আমরা গাছে উঠে পড়ি, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে' তার ভিতর প্রেম জন্মেছে। প্রেমের স্বভাবই এই যে আপনাকে বড় মনে করা আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করা। পাছে তার কষ্ট হয়। যাকে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে কেবল এই ইচ্ছা।'

এই প্রকার প্রেমাভক্তিলাভ উত্তম ভক্তের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—সকল প্রাণীর মধ্যে যিনি নিজেকে ও ভগবান্‌কে দর্শন করেন এবং সকল প্রাণীকে ঈশ্বরের মধ্যে ও নিজের মধ্যে দর্শন করেন তিনি উত্তম ভক্ত। ঈশ্বরের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার প্রেম এবং ভক্তগণের সঙ্গে যাঁহার মৈত্রীভাব আছে, অজ্ঞানকে যিনি কৃপা এবং ঈশ্বরবিদ্বেষীকে যিনি উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমা প্রভৃতিতে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, কিন্তু ভক্তগণের ও অন্য প্রাণীর সেবা করেন না তিনি সাধারণ ভক্ত। ১১।২।৪৫-৪৭

মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য সাধ্যভক্তির গৌণীভক্তির বিধান। গৌণীভক্তির লক্ষণ ও সাধন পরে বর্ণিত হইবে।

অমৃতস্বরূপা চ ॥ ৩ ॥

চ (এবং) [উহা] অমৃতস্বরূপা ॥ ৩

এই ভক্তি কেবল পরমাপ্রেমরূপা নহে উহা অমৃতস্বরূপাও বটে ॥ ৩

জাগতিক প্রেমে প্রতিক্রিয়া আছে, উহার শেষ আছে, বিকারের সম্ভাবনা আছে। ঐ প্রেম 'আমি আমার' এই অজ্ঞান আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় ও বৃদ্ধি পায়। অজ্ঞানের ফল দুঃখ— অজ্ঞান থাকিতে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার নাই। ভক্তি পরমপ্রেমরূপা হইলেও উহাতে কি জাগতিক প্রেমের ন্যায় দুঃখ ও মরণের সংস্রব আছে? এই আশঙ্কার সম্ভাবনায় দেবর্ষি বলিতেছেন—না, ভক্তি অমৃতস্বরূপ—ভয়মৃত্যুসংস্রবহীন পরমানন্দই ইহার স্বরূপ। যতক্ষণ দেহে এবং দেহকে আশ্রয় করিয়া জাগতিক পদার্থসমূহে 'আমি আমার' জ্ঞান বর্তমান থাকে ততক্ষণ মুক্তি নাই। কিন্তু পরাভক্তি লাভ হইলে এই 'আমি আমার' বোধরূপ অজ্ঞান চলিয়া যায় এবং পরমানন্দ লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BA...

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'আমি নরেন্দ্রকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) বলেছিলুম, দেখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে এই রসের সাগরে ডুব দিই? মনে কর্ একখুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্, তা কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বললুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই! এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড হয় না।....যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্তে নাই। তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হও।'

ভগবান্‌লাভের যে আনন্দ তাহার আর ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, নাশ নাই। কোন কাজের ফলস্বরূপ যাহা পাওয়া যায়, সেই ফলেরই নাশ হয়। এই প্রেমাভক্তি তো কাজের ফলে উৎপন্ন কোন বস্তু নয়—ইহা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সেই আনন্দস্বরূপকে পাইলে আর ভয় নাই, মৃত্যু নাই।

'আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।' ব্রহ্মানন্দ লাভের ফলে সাধক অভয় হইয়া যান। সেই ব্রহ্মের আনন্দের এক কণা পাইয়া যে জগৎ আনন্দময় হইয়া আছে।

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

যৎ (যাহা) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) পুমান্ (পুরুষ) সিদ্ধঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবতি (সিদ্ধ হয়) অমৃতঃ ভবতি (মরণের ভয় হইতে মুক্ত হয়) তৃপ্তঃ ভবতি (পরমা তৃপ্তি লাভ করে) ॥ ৪

যে প্রেমাভক্তি লাভ করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়, মরণভয় অতিক্রম করে এবং পরমা তৃপ্তি লাভ করে ॥ ৪

ভক্তিলাভে মানুষ পূর্ণ হয়, দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, পরমা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

'সিদ্ধ হয়' বলিতে ভক্ত অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন ইহা বুঝিলে ভুল হইবে। ভক্ত মুক্তিই চায় না, এ সকল সিদ্ধি তো অতি তুচ্ছ। 'হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া, আগুনের উপর দিয়ে যাওয়া, আর একদেশে একজন কি বলেছে তাই বলতে পারা, এইসব। আবার স্বস্ত্যয়ন করে রোগ ভাল করা, —সিদ্ধাই। যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে, তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এইসব হয়। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না। সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল।' 'ও সকলে আছে কি? ওসব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ওসকলে মন দিতে নাই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে পড়ে, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয় সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে এগুতে পারে না।'

ভক্ত চায় শুধু ইষ্টকে মনপ্রাণ ঢালিয়া সেবা করিতে। ভক্তের আর কোন কামনা নাই। কিন্তু তিনি যে ভক্তবৎসল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তাধীন। ভক্ত দূরে থাকিতে চাহিলেও তিনি যে তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লন। তাঁহার প্রেমের এক কণা লাভ হইলে ভক্ত কৃতকৃত্য হইয়া যায়। কোন কামনাই থাকে না। তাঁহাকে লাভ করিলে যে সকল অভাব বোধের পরিসমাপ্তি ঘটে, মুক্তি কামনাই বা আর থাকিবে কিরূপে? আগেই বলা হইয়াছে —ভক্তিই অমৃতরূপা। সুতরাং ভক্তিলাভে ভক্ত অমৃত হইয়া যান, মরণের ভয় আর থাকে না। দেহের সুখ-দুঃখ তাঁহার নয়— আর সুখ-দুঃখ যাহা ঘটে সব কিছুই সেই প্রেমময়ের লীলা—এই বোধ পাকা হওয়ার ফলে ভক্ত নিত্য অমৃতসাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকেন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য বস্তুতে কখনও যথার্থ তৃপ্তি মেলে না। ভোগ্যবস্তু মাত্র সসীম, আবার ভোগের সঙ্গে আসে অবসাদ। আর জগতে কতটুকুই বা ভোগ করিতে পার? 'সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হ'লে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ-মান-সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না। বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে তা হ'লে আর অন্ধকারে যায় না।

'তাঁর জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বলে বোধ হবে, পশুভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।'

সাধনার চরম অবস্থায় সাধক তৃপ্ত হয়। যতক্ষণ বস্তু লাভ না হয় ততক্ষণ চাই ব্যাকুলতা। সাধন-ভজনের ফলে একটু আনন্দলাভ হইলেই 'যথেষ্ট হইয়াছে' মনে করিলে ভুল হইবে। 'সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন করতে করতে আরও এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।....আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।'

'একবার তাঁর আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করে বেড়ায়। তখন সংসার থাকে আর যায়। ভগবানের আনন্দলাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। শাল পেলে বনাত আর ভাল লাগে না। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! তাঁর রূপ চিন্তা করলে অপ্সরাদের রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।....'

সন্তোষই বস্তুলাভের মাপকাঠি নয়। আর এখানে যে তৃপ্তির কথা বলা হইতেছে তাহা বস্তুলাভের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। ভক্ত কখনও তৃপ্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু অন্যে দেখে ভক্ত ইষ্টবস্তু লাভের সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। ভক্ত সাংসারিক দুঃখকেও ভয় করে না, যে অবস্থায় তিনি রাখুন না কেন, শুধু তাঁহাকে না ভুলিলেই ভক্ত পরম আনন্দিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম লাভ হইলে ভক্ত আর কিছুই চান না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ॥

১১।১৪।১৪

আমার যে ভক্ত আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে সে আমাকে ছাড়া ব্রহ্মার অধিকার, ইন্দ্রত্ব, সমগ্র পৃথিবীর বা পাতালের আধিপত্য, অষ্টযোগসিদ্ধি বা বিদেহ মুক্তি কিছুরই কামনা করে না।

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি নদ্বেষ্টি,
ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫॥

যৎ (যাহা) প্রাপ্য (পাইলে পর) কিঞ্চিৎ (কিছুই) ন বাঞ্ছতি (বাঞ্ছা করেন না) ন শোচতি (শোক করেন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন রমতে (অনুরক্ত হন না) ন উৎসাহী ভবতি (কোন বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন না)॥ ৫

যে ভক্তিলাভ হইলে পর ভক্ত আর কিছু বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করেন না, কোন বস্তুর নাশে শোক করেন না, কোন কিছু পাইয়া আহ্লাদিত হন না বা কোন বস্তু পাইবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন না॥ ৫

যতক্ষণ বিবেক-বৈরাগ্য না আসে, বিষয়-বাসনা, রাগদ্বেষ থাকে ততক্ষণ যথার্থ সাধনার আরম্ভ হয় না। ভক্তিলাভের জন্য সাধকের এসব ত্যাগ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধাবস্থায় বাসনার নিঃশেষে নাশ হয়—মুক্তি কামনাও থাকে না। ভক্তের অভাব বোধ থাকে না, সুতরাং কি আর চাহিবেন? কিসের জন্যই বা শোক করিবেন? দুঃখবোধও নাই কাজেই কিই বা ত্যাগ করিবেন? ভক্তের থাকে শুধু ভক্তি-কামনা, দাস্যযোগের প্রার্থনা। কাঁচা আমি থাকিতেই ভোগের বাসনা। ভক্তের পাকা আমি। ভক্ত চান শুধু তাঁর সেবায় তাঁর নামগুণগানে মগ্ন থাকিতে।

তাঁহাকে লাভ করিলে 'তিনি লাউ-কুমড়ো ফল দেন না,—তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান-প্রেম বিবেক-বৈরাগ্য।' তাঁহাকে লাভের ফলে চিরশান্তিলাভ। 'ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।'

ভক্ত শুধু তাঁকেই জানে, তাঁকেই চায়। 'হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, এক রামচিন্তা করি।'

ভক্ত জানেন সবই তাঁর প্রিয়তমের ইচ্ছায় হয়, যায়। তাই তিনি কিছুর জন্য এমন কি মানুষের পরম প্রিয় যে শরীর তার নাশের জন্যও দুঃখ করেন না। 'দেহের সুখদুঃখ আছেই। যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। 'পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণস্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই। আমরা তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চীৎকার করো।' ভেক বললে, 'রাম। যখন সাপে ধরে, তখন আমি এই বলে চীৎকার করি, রাম রক্ষা কর, রাম রক্ষা কর।' এখন দেখি রামই আমায় মারছেন, তাই চুপ করে' আছি।'

'ঈশ্বরলাভ হ'লে····দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখদুঃখে তার সুখদুঃখ বোধ হয় না, সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়।'

ভক্তের শোক থাকিবে না বলিয়া ভক্ত হৃদয়হীন পাষাণ হইয়া যাইবেন না। তাঁহার সহানুভূতি থাকিবে কিন্তু অহং বোধ থাকিবে না। দয়া থাকিবে—মায়া থাকিবে না। প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে শোকপ্রকাশ করিতেছেন ঈশ্বরবিমুখ ইন্দ্রিয়সুখে মুগ্ধ বদ্ধজীবের জন্য—তাঁহার নিজের জন্য কোন ভাবনা নাই।

নৈবদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাস্তদ্বীর্যগায়ন মহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমুখান্॥
৭।৯।৪৩

কামনা না থাকিলে দ্বেষও আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। কামনা পূরণের পথে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেই তো তবে দ্বেষের উৎপত্তি হয়।

ভক্ত কোন্ ব্যক্তির, কোন্ বস্তুর প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করিবেন! প্রেমময়কেই যে তিনি জগতে বহুরূপে প্রত্যক্ষ করেন—জগতের সকল সৃষ্টি, সকল ব্যাপার যে তাঁহার লীলাবিলাস বলিয়া ভক্তের নিত্য অনুভব হয়। সকল অশুভের মধ্যেও তিনি মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্তের প্রীতির স্পর্শ অনুভব করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য লোকব্যবহারে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিতে ফোঁস করিতে তিনি পারেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্তরের সাম্য নষ্ট হয় না।

ঐহিক কামনার পূরণে হর্ষের উদ্ভব হয়—কিন্তু ভক্তের অবিদ্যাজনিত বাসনাতো থাকে না। 'পাকা ভক্তি রাগ ভক্তি প্রেমাভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ, একটি কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কলকাতা কর্ম্মভূমি ; কলকাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে।

ভক্ত কোন ব্যাপারে উৎসাহী হন না। বাসনা পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় কর্মে উদ্যমের। বাসনানাশের ফলে ভক্তের ত্যাগের বা গ্রহণের কোন চেষ্টা থাকে না। ভক্ত সর্বারম্ভপরিত্যাগী, ভক্ত গুণাতীত।

ভক্তের 'আমি' 'বালকের আমি'। তাঁহার কর্ম চেষ্টার মধ্যে অহংজ্ঞানের, কোন গুণের বন্ধনের লেশ থাকে না।

যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি ॥ ৬॥

যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [ভক্ত] মত্তঃ ভবতি (উন্মাদ হয়), স্তব্ধঃ ভবতি (স্পন্দনহীন জড়বৎ হয়) আত্মারামঃ ভবতি (আত্মারাম হয়) ॥ ৬

যে প্রেমলাভ করিলে ভক্ত উন্মাদ হয়, জড়বৎ হয়, নিজের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে। ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূত্রে 'জ্ঞাত্বা' শব্দ ব্যবহার করিলেও উহার দ্বারা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা অজানা কোন বস্তুকে জানা বুঝাইতেছে না। এখানে জানার অর্থ পাওয়া।

ভক্ত বিধিনিষেধের অতীত হইয়া যান। নিজের ইচ্ছা বুদ্ধি বিচার সব কিছু ইষ্টের পায়ে সমর্পণ করিয়া তিনি যে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। হিসাব করিয়া কাজ করিবার তাঁহার আর অবসর কই! লোকে কি বলে, কি ভাবে, সে সব ভাবিতে গেলে তো তাঁহার আর চলে না। কাজেই অনেক সময় লোকদৃষ্টিতে তাঁহার আচরণ দুর্বোধ্য কখনও বা নিন্দনীয়।

'যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে তাঁর সঙ্গে কথা কচ্ছে, তার স্বভাব কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ, কখনও পিশাচবৎ। পাঁচ বছর বালকের মত স্বভাব হয়। লজ্জা ঘৃণা সঙ্কোচ প্রভৃতি কোন পাশ নাই—ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নেই। জড়বৎ—সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যশূন্য হয়—জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে থাকে। তারা কর্ম করতে পারে না, কর্মত্যাগ হয়। আবার কখনও পাগলের মত ব্যবহার করে, কভু হাসে, কভু কাঁদে। এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা। বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে, তাই উন্মাদবৎ। আবার শুচি-অশুচি তার কাছে দুই সমান।··· ঈশ্বর দর্শনের পর এই অবস্থা। যেমন চুম্বুকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ গেলে জাহাজের স্ক্রু পেরেক আলাদা হয়ে খুলে যায়।····'

'সচ্চিদানন্দে যতদিন মন না লয় হয়, ততদিন তাঁকে ডাকা আর সংসারের কাজ করা দুইই থাকে। তারপর তাঁতে মন লয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লে আর কোন কাজ করবার দরকার থাকে না। যেমন ধর, কীর্তন গাইছে—'নিতাই আমার মাতা (মত্ত) হাতী।' যখন প্রথম গান ধরছে তখন গানের কথা, সুর, তাল, মান, লয়—সকল দিকে মন রেখে ঠিক গাইছে। তারপর যেই গানের ভাবে মন একটু লয় হয়েছে, তখন কেবল বলছে,—'মাতা হাতী, মাতা হাতী'। পরে যখন মন ভাবে আরও লয় হ'ল, অমনি খালি বলছে—'হাতী হাতী'। আর যেই মন ভাবে আরও লয় হ'ল অমনি হাতী বলতে গিয়ে 'হা' বলেই হাঁ করে' রইল।

তাঁকে দেখলে তাঁর বাইরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়। হনুমান্‌কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আজ কি তিথি ?' হনুমান্ বললে, 'বার তিথি এসব কিছু জানি না, আমি এক রাম চিন্তা করি।' আর কূটস্থ বুদ্ধি—হাজার দুঃখকষ্ট আপদ বিপদ আসুক—সে নির্বিকার।

সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়।....ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায় না। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের বেশি নেশা হ'লে বলে 'আমিই কালী'। তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে কিছুক্ষণ পরে চারিদিক শিখাই দেখা যায়।'

জ্ঞানে যেমন অদ্বৈতবুদ্ধি, ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অভেদ বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে, প্রেমেও সেইরূপ অদ্বৈতবুদ্ধি আসিয়া থাকে। প্রেমের আতিশয্যে ভক্ত ইষ্টের সঙ্গে এক হইয়া যান।

উপরের তিনটি সূত্রে ভক্তিলাভের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করা হইল তাহাদের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে।

ভক্তিলাভের যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইল, সেগুলির জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না; সাধনার পরিসমাপ্তিতে ভক্তিলাভের ফলে আপনিই আসিয়া পড়ে।

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥

নিরোধরূপত্বাৎ (ত্যাগরূপা বলিয়া) সা (সেইভক্তি) ন কাময়মানা (কোন বাসনা পূরণের উপযোগিনী নহে) ॥ ৭

প্রেমাভক্তিতে কোন বাসনা পূরণের সম্ভাবনা নাই; কেন না ভক্তির উদয়ে সকল বাসনা আপনি দূরে চলিয়া যায় ॥ ৭

লৌকিক যে প্রেম তাহাতো কাম বই আর কিছু নয়। কামের উদয়ে মন বিষয়চিন্তায় মগ্ন হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কাহারও অন্তরে ভগবৎ প্রেমের উদয় হইলে তাহার পক্ষে আর বিষয়ভোগে মন দেওয়া সম্ভব হয় না। তখন আর বিষয়ত্যাগের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না—বিষয় আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া যায়।

'যার ঠিক ঠিক ঈশ্বর ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এসব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য আবার তপ জপ কি! এসব অনিত্য, দিন দুই তিনের জন্য।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভক্তিপথে অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয় আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনি লাগবে।'

'বাঘ যেমন কপকপ করে' জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি অনুরাগ বাঘ কাম ক্রোধ এইসব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।'

'প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন-ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।'

'দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, এর উপরও মমতা থাকবে না; দেহাত্মবোধ একেবারে চ'লে যাবে।'

প্রেমের উদয়ে দেহ ভুল জগৎ ভুল যদি হইয়া গেল তো কোন্ ভোগবাসনা আর কিরূপে মনে উদয় হইবে? তখন সকল বাসনার নিরোধ হইয়া যায়। এই নিরোধ কিরূপ?

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

তু (কিন্তু) নিরোধঃ (ত্যাগ) [বলিতে বুঝিতে হইবে] লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ (লৌকিক ও বৈদিক কর্মসমূহের পরিত্যাগ) ॥ ৮

নিরোধ বলিতে বুঝায় লৌকিক ও বৈদিক কর্মসমূহের ত্যাগ বা ঐ সকল কর্মে আসক্তির ত্যাগ ॥ ৮

ভক্ত জোর করিয়া কর্মত্যাগ করেন না, কিন্তু 'ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্ম আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। সমাধি হ'লে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। প্রথমে কর্মের বড় হৈচৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম গুণগান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়।'

যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!

তীর্থ, গলায় মালা, আচার—এসব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তুলাভ হ'লে ভগবান্ দর্শন হ'লে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে কমে যায়। তখন তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন।

যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর দ্বারা আর ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়া, সৃষ্টির কাজ হয় না। ধান পুত্‌লে গাছ হয়, কিন্তু ধান সিদ্ধ করে' পুত্‌লে আর গাছ হয় না।

কর্তব্য—কোনরকমে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দুই পথ আছে,—কর্মযোগ আর মনোযোগ।

পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোক শিক্ষার জন্য।

সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হয়ে যায়, চেষ্টা করলেও সে আর কর্ম করতে পারে না। যেমন গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে বেশি কর্ম করতে পারে না। যতদিন না গর্ভ হয় ততদিন শ্বাশুড়ী তাকে সকল জিনিষ খেতে ও সব কাজ করতে দেয়। পেটে ছেলে হ'লেই শ্বাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে ছেলের অনিষ্ট হবে বলে আর কোন কাজ করতে দেয় না। পরে যখন তার ছেলে হয়, ঐ ছেলেটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেই দিন কাটায়। আর কর্ম করতে হয় না, ঘরকন্নার কাজ শ্বাশুড়ী, ননদ, জা এরা সব করে। ঈশ্বরলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লে কর্ম করতে হয় না। মনও লাগে না। তখন কেবল তাঁকেই দর্শন ও সেবা করে' আনন্দ হয়। প্রথম কর্মের বড় হৈচৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে আসবে। এমন কি তাঁর নাম গুণগান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। যেমন দেখনি, ব্রাহ্মণভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ। যত পেট ভরে আসে, ততই হৈ চৈ কমে যায়। শেষে নিদ্রা—সমাধি।

'যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহ'লে হোম যাগযজ্ঞ পূজা এসব কর্মের বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি হাওয়া আপনি আসে, তা হ'লে আর পাখার কোন আবশ্যক হয় না।

যা কিছু কর্ম আছে শেষ হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ীর কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সেরে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে যায়, তখন আর হেসেল ঘরে ফেরে না—ডাকাডাকি করলেও আসে না।'

প্রেমের উদয়ে সকল কর্ম কিরূপে আপনিই ক্ষয় হইয়া যায় তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের একটি বাক্যে চমৎকাররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবান্ যখন গোপীগণকে যমুনাকুল ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিতে উপদেশ দিলেন তখন তাঁহারা বলিতেছেন—

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥

ভাগবত ১০।২৯।২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হে প্রিয়, আমাদের মন তো পরমানন্দে গৃহকর্মে আসক্ত ছিল, সে মন তুমি চুরি করে' নিয়েছ। আমাদের হাত সাংসারিক কাজে লিপ্ত ছিল, সে হাত এখন অবশ। আর তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় ত্যাগ করে' আমাদের পা এক পা-ও চল্‌তে রাজি নয়। এখন আমরা কেমন করে' ঘরে যাই ; আর সেখানে গিয়ে করিই বা কি ?'

তস্মিন্নন্যতা তদ্‌বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

[নিরোধ শব্দের দ্বারা] চ (আরও) তস্মিন্ (ঈশ্বরে) অনন্যতা (ভেদবোধের অভাব) তদ্বিরোধিষু (ঈশ্বরের বিরোধী বিষয়ের প্রতি) উদাসীনতা (উদাসীনভাব) [বুঝিতে হইবে] ॥ ৯

অষ্টমসূত্রে নিরোধ বলিতে বিশেষভাবে ত্যাগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে কি ভক্তিতে নিষেধটাই বড় কথা ? না, তাহা নয়। প্রেমের আতিশয্যে একমাত্র প্রিয়তমকে লইয়া ব্যাপৃত থাকা এবং ইষ্টবিরোধী সকল বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্যকে বলে নিরোধ ॥ ৯

ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া যায়, ফলে ভক্ত তদ্‌গত হইয়া যান। ইষ্ট এবং তাঁহার সেবা, তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করা ভিন্ন আর কিছু ভক্তের জ্ঞানগোচর হয় না বলিয়া তিনি ইষ্টময় হইয়া পড়েন। ভক্তিতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের জন্য সাধনা করিতে হয় না—সে সকল স্বতঃই ইষ্টের সেবায় নিয়োজিত হয়।

এই অনন্যতার লক্ষণ—'ঈশ্বরীয় কথা বৈ আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। ঈশ্বরীয় কথা বৈ আর কিছু বলতে ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা যমুনা নদী, সব তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবে না।'

ভক্তির উদয়ে বিরোধী বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য আসা সহজ হইয়া পড়ে। কতই বা প্রতিকার করা যায় আর প্রতিকার করিতে গেলে ইষ্টবিস্মৃতি ঘটে—'কাঁচা আমি'র, রাগদ্বেষাদির প্রভাবে পড়িয়া কর্ম করিতে হয়। তাই ভক্ত ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া বাহিরের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থাকেন।

ভক্তের নিজের সুখদুঃখ বলিতে কিছু থাকে না। আবার ভক্তের স্বাধীন ইচ্ছা বলিতেও কিছু থাকে না—ইষ্টের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁহার ইচ্ছা এক হইয়া যায়।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও এই অনন্যতা ও উদাসীনতা লাভ সম্ভব।

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগঃ অনন্যতা ॥ ১০ ॥

অন্যাশ্রয়াণাং (ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল আশ্রয়ের) ত্যাগঃ (ত্যাগ) অনন্যতা (একনিষ্ঠা ভক্তি) [বলিয়া কথিত হয়] ॥ ১০

ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল আশ্রয়ের ত্যাগকে বলা হয়—অনন্যতা একনিষ্ঠা ভক্তি ॥ ১০

'ত্যাগীরা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বৈ তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হ'লে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা ঈশ্বর কথা বৈ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

আর অন্য কথা মুখে আনে না। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু খাবে ব'লে। অন্য কোন জিনিষ মৌমাছির ভাল লাগে না।'

যখন কোন এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে তাহার নিকট হইতে সকল বাসনার পূরণ হয় না—আরও চাহিবার, আরও পাইবার অনেক কিছু থাকিয়া যায় তখন মানুষ অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে। কিন্তু ভক্ত দেখেন ইষ্টই তাঁহার একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ গীতা ৯।১৮

কাজেই ভক্তের দেহমনের সকল চেষ্টা ইষ্টকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ভক্ত দেখেন—তাঁহার ইষ্টই সকল রাজার রাজা, সকল দেবতারও দেবতা। তাই তিনি কিসের আশায় আর কোন্ বস্তুর, কোন্ ব্যক্তির, কোন্ দেবতার পশ্চাতে ছুটিবেন? এই একনিষ্ঠা ভক্তির উদয়ে ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ হইয়া যায়। ভক্ত সব কিছু দেখেন ইষ্টময়।

লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা॥ ১১॥

লোকে (সাংসারিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে) [এবং] বেদেষু (বৈদিক-শাস্ত্রীয় কর্মসমূহের মধ্যে) তদনুকূলাচরণং (যে সকল কর্ম ইষ্টসেবার অনুকূল সেই সকল কর্মের আচরণ) তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা (ঈশ্বরের প্রতিকূল বিষয়ে উদাসীনতা) [বলিয়া কথিত হয়]॥ ১১

সাংসারিক ও শাস্ত্রীয় কর্মসমূহের মধ্যে যেগুলি ইষ্টচিন্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহায়ক সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরের প্রতিকূল বিষয়সমূহের প্রতি উদাসীনতা আসিয়া থাকে। ১১

নবম সূত্রে নিরোধের যে দুটি লক্ষণ বলিয়াছেন তাহার একটি হইল—ইষ্টস্মরণের বিরোধী বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা। কিন্তু এই উদাসীনতা বলিতে কোন নিষেধ বুঝাইতেছে না, একটি বিধান দিতেছেন। বিধানটি হইল—লৌকিক ও বৈদিক যে সকল কর্মের অনুষ্ঠানে নিত্য তাঁহাকে স্মরণ করার সুযোগ থাকে, প্রেমভক্তি বৃদ্ধি পায় সেই সকল কর্ম ভক্তের করণীয়। ভক্ত লোক প্রচলিত বা বেদবিহিত কোন কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিবেন না। সেরূপ কর্ম প্রেমভক্তি লাভের বিরোধী ইষ্টস্মরণের প্রতিকূল। কিন্তু যে সকল কর্মের দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি পায় ভক্ত সে সকল কর্মের আচরণ করিবেন।

লৌকিক কোন প্রীতির সম্পর্ক যদি তাঁহাকে ভুলাইয়া দেয় তবে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে।

ভবনাথ বলিলেন, 'লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মন কেমন করে। তা'হ'লে সকলকে তো ভালবাসতে পারলুম না।' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'প্রথমে একবার কথাবার্তা কইতে,—তাদের সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করবে। চেষ্টা করে' যদি না হয়, তারপর আর ওসব ভাববে না। তাঁর শরণাগত হও,—তাঁকে চিন্তা কর,—তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নাই।....কি করা যায়? যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি ভাবতে হবে? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক ওদিক বাজে খরচ করব? আমি বলি, মা, কেবল তোমায় চাই। মানুষ নিয়ে কি করব?'....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri ...

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

নিশ্চয়দার্ঢ্যাৎ ঊর্দ্ধং (ইষ্ট নিষ্ঠা দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত) শাস্ত্ররক্ষণং (শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলা) ভবতু (হউক) ॥ ১২

যতদিন না ভাব-ভক্তি পাকা হইতেছে ততদিন শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতে হয়—শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় ; জোর করিয়া কর্মত্যাগ করিতে নাই। আশ্রমভেদে কর্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। গৃহী ভক্তকে গৃহাস্থাশ্রমোচিত এবং সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়া যাইতে হয়।

'সকলে কেন ত্যাগ করবে ? সময় না হ'লে ত্যাগ হয় না। জোর করে কি কেউ ত্যাগ করতে পারে ? ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না।....'

ভক্তি পাকা হইলেও ভক্ত অনেক সময় লোকশিক্ষার্থ কর্ম করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে একদিন বলিতেছেন, 'সন্ধ্যা কি হয়েছে ? তা হ'লে আর তামাকটা খাইনা। সন্ধ্যা হ'লে সব কর্ম ছেড়ে হরিস্মরণ করবে। গায়ের লোম যদি গোণা না যায় তা হ'লে বুঝতে হবে সন্ধ্যা হয়েছে।'

যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুধু ওঁকার জপলেই হ'ল। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কর্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। ভক্তি লাভ কর্‌লে বিষয়কর্ম আপনা-আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?'

'কর্ম কত দিন? যতদিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হ'লে সব হ'য়ে যায়। তখন পাপ পুণ্যের পার হয়ে যায়।'

'ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্মত্যাগ করতে পারে না।....ফল হ'লেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম—ফুল।'

শাস্ত্রের প্রয়োজন সম্পর্কে ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাগতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্মকর্তুমিহার্হসি॥ ১৬।২৩-২৪

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া॥ ১৩॥

অন্যথা (অন্যথা করিলে) পাতিত্যাশঙ্কয়া (পতিত হইবার আশঙ্কা আছে)॥ ১৩

ঈশ্বরলাভের পূর্বে জোর করিয়া কর্ম ত্যাগ করিলে সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে॥ ১৩

জোর করিয়া কর্মত্যাগ করিলে যথার্থ ত্যাগ হয় না। হৃদয় আসনে ইষ্টকে বসাইতে না পারিলে বিষয়বাসনা সে আসন জোর করিয়া দখল করিবে—বাহিরে যতই ত্যাগের ভাণ করি না কেন। তাই ভক্তি পাকা না হওয়া পর্যন্ত ভক্তিলাভের অনুকূল কর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া যাইতে হয়। ঘা শুকাইবার আগে জোর করিয়া মামড়ি তুলিয়া ফেলিলে ঘা তো সারে না অধিকন্তু যন্ত্রণার ভোগ বাড়িয়া যায়।

'কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। ভগবান্ অর্জুনকে বলছেন—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'তে পারবে না; তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর।'

লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপার স্ত্বাশরীর ধারণাবধি ॥ ১৪ ॥

লোকঃ অপি (লৌকিক কর্মসমূহও) তাবৎ এব (সেই পর্যন্ত—যতক্ষণ না ভক্তি পাকা সেই পর্যন্ত), তু (কিন্তু) ভোজনাদিব্যাপারঃ (আহারাদি দৈহিক কর্মসমূহ) আশরীরধারণাবধি (যতদিন শরীর থাকে ততদিন থাকিবে) ॥ ১৪

যতদিন না নিশ্চয়দার্ঢ্য, ভক্তি পাকা না হয়—ততদিন লৌকিক কর্মসমূহ করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু দেহরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় ভোজনাদি কর্ম যতদিন শরীর থাকে ততদিন থাকিবে ॥ ১৪

দ্বাদশ সূত্রে ভক্তি পাকা না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। এই সূত্রে লৌকিক আচারাদিও যে জোর করিয়া ত্যাগ করা কর্তব্য নয়, তাহা বলিতেছেন। সাজপোষাক চালচলন প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদিগকে সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়, না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলে নিন্দনীয় হইতে হয়। কিন্তু ভক্তি যাঁহার পাকা হইয়াছে তাঁহার পক্ষে আর এইসব সামাজিক ও লৌকিক আচার ব্যবহার খুঁটিনাটি মানিয়া চলা সম্ভব নয়; নিষ্প্রয়োজন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইষ্টচিন্তার ব্যাঘাতজনক বলিয়া তিনি ঐ সকল মানিয়া চলেন না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত ভাবনা চিন্তা করিবার মত তাঁহার মানসিক অবস্থা বা অবসরই থাকে না।

জ্ঞানী বা ভক্তের আহারাদিরও কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপ এক প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসনার্থ বলিতেছেন যে শরীর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পান আহার মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি স্বাভাবিক শরীর চেষ্টাসমূহ থাকে। কিন্তু কোন কামনা বাসনা লইয়া দৈহিক ভোগাকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য তিনি ঐ সকল কার্যে প্রবৃত্ত হন না। যদি তাঁহার শরীর ধারণের জন্য কোন চেষ্টা দেখা যায় তো তাহার উদ্দেশ্য থাকে ইষ্টকে লইয়া বিলাস বা জগতের সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাপড়খানা সব সময় কোমরে রাখিতে পারতেন না। কখন কখন খুলিয়া পড়িয়া যাইত। কখনও বা কাপড়খানা বগলে লইয়া বেড়াইতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া যখন তাঁহাকে একটা জামা পরিয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন তখন তিনি বলিলেন, 'আমি বাবু সেজে যেতে পার্‌ব না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অনুবাক

ভক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ ॥ ১৫ ॥

মতভেদাৎ (বিভিন্ন মতানুসারে) তল্লক্ষণানি (ভক্তির লক্ষণ সমুহ) নানা (ভিন্ন ভিন্নরূপে) বাচ্যন্তে (কথিত হইতেছে) ॥ ১৫

বিভিন্ন মতানুসারে ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণসমূহ কথিত হইতেছে ॥ ১৫

প্রেম ও ভক্তি এই কথা দুইটি আমরা নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। সাংসারিক সম্বন্ধ সম্পর্কেও কথা দুইটির ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রকৃত ভক্তি যে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি সম্ভব তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আবার সেই কথাই-বিশেষভাবে বলিবার জন্য আলোচ্য এবং পরবর্তী কয়েকটি সূত্রের অবতারণা। সাধক ভক্তগণও কথা দুইটি নানা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; যিনি যে বিশেষ ভাবের ভাবুক সেই ভাবের উপযোগী ভাষায় তাঁহার অনুভূতিসমূহ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন।

পুজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ ॥ ১৬ ॥

পূজাদিষু (ভগবানের পূজা প্রভৃতি) অনুরাগঃ (অনুরাগ) [হইতেছে ভক্তি], ইতি (ইহা) পারাশর্যঃ (পরাশর নন্দন বেদব্যাসের মত) ॥ ১৬

পূজা এবং উপাসনামূলক বিবিধ কর্মে অনুরাগ মহর্ষি বেদ-ব্যাসের মতে ভক্তি বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত চান—কায়মনোবাক্যদ্বারা নিজের যথাসর্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্বদা ভগবানের পূজা ও সেবা করিতে। এই পূজা তিনি বিশেষ কোন মূর্তিকে আশ্রয় করিয়া করিতে পারেন বা নিখিল বিশ্বে তিনি বিরাজমান আছেন ভাবিয়া সকল ভূতের মধ্যে তাঁহার সেবা করিতে পারেন। তাঁহার পূজায় মন লাগাইয়া রাখিতে পারিলে মন আর চঞ্চল বিষয়মুখী হইতে অবসর পায় না। দুজন ভক্ত-বধূকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন। 'দেখ, তোমরা শিবপূজা ক'রো। কি ক'রে পূজা করতে হয় 'নিত্যকর্ম' ব'লে বই আছে, সেই বই প'ড়ে দেখে লবে। ঠাকুর পূজা করতে হ'লে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পারবে। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজান, এই সকল করতে হ'লে ঐ দিকেই মন থাকবে। হীনবুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ, হিংসা এসব চলে যাবে। দুই জায়ে যখন কথা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্তা কইবে।

কোনরকম করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা। একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়। যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই। একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তিভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হ'তে পারে।

আগে যা বল্লুম—শিবপূজা এই সব করতে হয়। তার পর পাকা হ'য়ে গেলে বেশিদিন পূজা করতে হয় না। তখন সর্বদাই মনের যোগ হয়ে থাকে; সর্বদা স্মরণ মনন থাকে।'

'নানারকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন, অধিকারীভেদে।'

বাহ্য ও মানস দুইপ্রকার পূজারই প্রয়োজন। বাহ্যপূজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ সব সময় হয় না ; কিন্তু মানসপূজা সর্বদা হইতে পারে। জপও পূজার এক বিশেষ অঙ্গ। এই সূত্রে বিশেষভাবে কায়িক সর্ববিধ সেবা, পূজা উপাসনার কথা লক্ষ্য করা হইল।

'ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়। পূজা, জপ, ধ্যান এসব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।'

কথাদিষু ইতি গর্গঃ ॥ ১৭ ॥

কথাদিষু (ভগবানের কথায়—নামশ্রবণ ও কীর্তনে) [অনুরাগ ভক্তির লক্ষণ], ইতি (ইহা) গর্গঃ (ঋষি গর্গ) [বলিয়া থাকেন]॥ ১৭

মহর্ষি গর্গের মতে ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তনে অনুরাগ হইতেছে ভক্তির লক্ষণ॥ ১৭

এই সূত্রে বিশেষভাবে বাচিক উপাসনার কথা বলা হইল। 'কথা' বলিতে সর্বপ্রকার বাচিক উপাসনা বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ বিষয়ক সঙ্গীত, গ্রন্থাদি রচনাও এই বাচিক উপাসনার অন্তর্গত।

একদিন সংকীর্তনের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'এই কাজ হ'লো, আর সব মিথ্যা। প্রেমভক্তি বস্তু আর সব অবস্তু।'

'ভক্তিই সার। তাঁর নামগুণ কীর্তন সর্বদা করতে করতে ভক্তি লাভ হয়।' 'হাজরা বলিলেন, 'তাঁকে পূজা ক'রে কি হয়! তাঁরই জিনিষ তাঁকে দেওয়া! ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে।' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'তুমি যা বল্‌ছ, ঐটুকুর জন্য সাধন ভজন, তাঁর নাম-গুণগান। আপনার ভিতর আপনাকে দেখ্‌তে পেলে সব হ'য়ে গেল। ঐটি দেখ্‌তে পাবার জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্য শরীর।....তিনি শুধু অন্তরে নয়, অন্তরে বাহিরে। কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন, সবই চিন্ময়! মা-ই সব হয়েছেন। প্রতিমা, কোশা-কুশী, চুমকী, চৌকাট, মার্বেল পাথর—সব চিন্ময়।'

এইটি সাক্ষাৎ করার জন্যই তাঁকে ডাকা—সাধন ভজন—তাঁর নামগুণকীর্তন। এইটির জন্যই তাঁকে ভক্তি করা।'

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা॥

ভাগবত ১০।১।১৬

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিত যদুত্তমশ্লোক-গুণানুবর্ণনম্॥

ভাগবত ১।৫।২২

শ্রীভগবানের পাদনিঃসৃত গঙ্গাবারি যেমন সকলকে পবিত্র করে, সেইপ্রকার তাঁহার কথা বিষয়ক প্রশ্ন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকে, বক্তা প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতাকে পবিত্র করে।

পণ্ডিতগণ বলেন, শ্রীভগবানের গুণ ও লীলা বর্ণনায় মানুষের সকল তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, জ্ঞান ও দানের সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

আত্মরত্যবিরোধেন ইতি শাণ্ডিল্যঃ॥ ১৮

আত্মরত্যবিরোধেন (আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ের প্রতি) [অনুরাগের নাম ভক্তি]; ইতি শাণ্ডিল্যঃ (ইহা শাণ্ডিল্যের মত)॥ ১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ের প্রতি অনুরাগের নাম ভক্তি ॥ ১৮

বিষয়বাসনার একেবারে নাশ হইলে তবে আত্মরতি—একমাত্র আত্মাতেই প্রীতি হওয়া সম্ভব। আর বাসনার নাশ সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। চব্বিশঘণ্টা আমি পূজায়, কীর্তনে, স্তবে দিন কাটাইয়া দিতে পারি ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমার অন্তরে যথার্থ ভক্তি নাও থাকিতে পারে। তাই শাণ্ডিল্য বলেন, তাহাকেই যথার্থ ভক্তি বলিব, যাহাতে আত্মরতির বিরোধী বিষয়ের লেশমাত্র নাই। সে অবস্থায় নিজেকে দেহাতীত আত্মা বলিয়া যথার্থ অনুভব সর্বদা থাকিবে আর ভগবানও আত্মরূপে সর্বভূতে বর্তমান—এ বোধও পাকা হইবে। ভক্তি যে বিশেষভাবে মানস ব্যাপার, এই সূত্রে তাহাই বলা হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সাধনাবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছেন ; 'দেখ আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ ক'রে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি। ঠিক ধ্যান হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখবে। আবার কখনও কখনও মনে হ'ত আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।....

'কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি, আবার কখনও 'তুমিই তুমি' হয়ে যায়, তখন আমি খুঁজে পাই না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি ॥ ১৯

তু (কিন্তু) নারদঃ (নারদ) [বলেন] তদর্পিতাখিলাচারতা (ভগবানে আত্মসমর্পণ ও সমস্ত কর্মের ফল সমর্পণ) [এবং] তদ্‌বিস্মরণে (তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে) পরমব্যাকুলতা (একান্ত ব্যাকুলতা) ইতি (ইহা হইতেছে ভক্তির লক্ষণ) ॥ ১৯

দেবর্ষি নারদের মতে কায়মনোবাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সে সকল সর্বদা ইষ্টপদে সমর্পণ করা এবং ক্ষণিকের জন্যও ইষ্টবিস্মরণ ঘটিলে একান্ত ব্যাকুল হওয়া হইতেছে ভক্তির লক্ষণ ॥ ১৯

পূর্ববর্তী তিনটি সূত্রে ভক্তির এক একটি ভাবের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছিল। এই সূত্রে নারদ সে সকলগুলি গ্রহণ করিয়া ভক্তির সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। জীবনের সকল কর্ম—পূজা জপ কীর্তনাদি যে সকল কর্মকে আমরা সাধারণতঃ সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করি কেবল সেই সকল কর্ম নয়—ঈশ্বরে সমর্পণ হইতেছে ভক্তির লক্ষণ। ভক্ত সর্ব কর্মের মধ্যে নিত্য তাঁহাকে স্মরণ করিবেন, আর ক্ষণিকের জন্য তাঁহাকে ভুলিলে অন্তরে তীব্র যাতনা অনুভব করিবেন। তাঁহাকে ভুলিলেই যে মন তুচ্ছ বিষয়ে রত হয়।

'ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে, তার কথা শুন্‌তে ও বলতে তার ভাল লাগে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শুদ্ধ ভক্ত আর কিছু চায় না, তার আর কিছু ভাল লাগে না। তাদের গতি কেবল ঈশ্বরের দিকে। এক রকম বাদলে পোকা আছে, তারা আলো দেখ্‌লে ছুটে যায়, তারা তাতে প্রাণ দেয়, তবু অন্ধকারে আর যায় না, তেমনি যারা ভগবানের ভক্ত, তারা যেখানে সাধু থাকে ও ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেখানে ছুটে যায়, সাধন ভজন ছাড়া সংসারের অসার পদার্থে আর বদ্ধ হয় না।'

'যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা দেন। কর্ম গেলে কেরাণীর যেমন ব্যাকুলতা হয়। সে যেমন রোজ অফিসে অফিসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁগা, কোনও কর্ম খালি হয়েছে? ব্যাকুলতা হ'লে ছটফট করে; কিসে ঈশ্বরকে পাব।'

'গোঁফে চাড়া দিয়ে পা'র উপর পা তুলে বসে আছেন, পান চিবুচ্চেন, কোন ভাবনা নাই, এরূপ অবস্থা হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না।'

'প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে।'

ভক্ত চান সকল কর্মের মধ্যে তাঁহাকেই দেখিতে, তাঁহারই সেবা করিতে। 'কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা রাধিকার কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন। তারপর যশোদাকে বললেন, 'কৃষ্ণ চিদাত্মা আর আমি চিৎশক্তি। তুমি কিছু বর লও।' যশোদা বললেন, 'আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না, তবে এই বর দাও যেন কায়মনোবাক্যে তাঁরই সেবা করতে পারি, যেন এই চক্ষে তাঁর ভক্তের দর্শন হয়, এই মনে তাঁর ধ্যান চিন্তা আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যের দ্বারা তাঁর নাম গুণগান যেন হয়। আর কৃষ্ণভক্তসঙ্গ যেন সর্বদা হয়।'

ভক্তি পাকা হইলে সকল অবস্থায় ইষ্টদর্শন হয়। 'চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়, কথা কইতে কইতেও ধ্যান হয়। যেমন এক জনের যদি দাঁতের ব্যামো থাকে সে সর্ব কর্ম করছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার দিকে মনটা রয়েছে। আমিও আগে চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন আর চক্ষু খুললে ঈশ্বর নাই? চক্ষু খুলেও দেখছি তিনি সর্বভূতে রয়েছেন।'

অস্ত্যেবমেবম্ ॥ ২০

এবম্ এবম্ (এইরূপই) অস্তি (হয় বটে) ॥ ২০

ভক্তির যে লক্ষণ দেওয়া হইল তাহা শুধু কথার কথা নয়। ভক্তজীবনে এইরূপ ভক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। ২০

ভক্ত শুধু তাঁকেই চায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'আমি তাঁর কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মা'র পাদপদ্মে দিয়ে বলেছিলাম, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

ভগবান্ কপিল স্বীয় জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন,—

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদ্ধিষ্ণ্য-দর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্‌ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নাম সংকীর্তনাচ্চ মে।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥

ভাগবত—৩।২৯।১৫-১৯

শ্রদ্ধাপূর্বক নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের এবং হিংসারহিত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান, আমার প্রতিমার দর্শন স্পর্শন পূজা স্তুতি ও বন্দনা, প্রাণিসমূহের মধ্যে আমাকে দর্শন, ধৈর্য ও বৈরাগ্য অবলম্বন, মহাপুরুষকে মানদান, দীনের প্রতি দয়া এবং সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত মিত্রতুল্য ব্যবহার, যম ও নিয়ম পালন, অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ ও অহঙ্কার ত্যাগ,—এই সকল সাধনের দ্বারা ভাগবতধর্মপালনকারী ভক্তের চিত্ত অত্যন্ত শুদ্ধ হয়। ফলে, আমার গুণের কথা শ্রবণমাত্র তাহার চিত্ত আমাতে লীন হয়।

যথা ব্রজগোপিকানাম্॥ ২১

যথা (যেমন) ব্রজগোপিকানাম্ (ব্রজগোপীগণের); [প্রেম ইহার দৃষ্টান্ত]॥ ২১

ঈশ্বরের প্রতি যে ঐরূপ প্রেম হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ব্রজগোপীগণ॥ ২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আহা গোপীদের কি ভালবাসা! রাসমধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, গোপীরা একেবারে উন্মাদিনী। বৃক্ষ দেখে বলে, তুমি বুঝি তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয় দেখেছ! তা না হ'লে নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছাদিত পৃথিবী দেখে বলে, হে পৃথিবী, তুমি নিশ্চিত তাঁকে দর্শন করেছ; না হ'লে তুমি রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছ কেন? অবশ্য তুমি তাঁর স্পর্শসুখ সম্ভোগ করেছ! আবার মাধবীকে দেখে বলে, 'ও মাধবী, আমায় মাধব দে।' গোপীদের প্রেমোন্মাদ।

'যখন অক্রুর এলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মথুরা যাবার জন্য তাঁর রথে উঠলেন, তখন গোপীরা রথের চাকা ধরে রইলেন, যেতে দেবেন না।'

'শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল। ঠাকুর তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কি না! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ান, পরান ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট ব'লে দেখ্‌ত। তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে সেও এক কথা।

'উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন গোপীগণ, রাখালগণ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এল। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে, শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন, তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? এই ব'লে কেউ কাঁদতে লাগলেন। কেহ কেহ তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনে তাঁর লীলার নানাস্থান দেখাতে লাগলেন। উদ্ধব তখন বললেন, তোমরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে অত কাতর হচ্চ কেন? জান ত, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্, সর্বত্র আছেন। তিনি মথুরায় আছেন, আর বৃন্দাবনে নাই—এটা তো হ'তে পারে না।' গোপীরা বল্‌লে, 'আমরা ওসব বুঝতে পারি না, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এসব কি কথা বল্‌ছ? আমরা কি ধ্যানী না জ্ঞানী, না ঋষি মুনির মত জপ তপ ক'রে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাঁকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি গুজিয়েছি, খাইয়েছি পরিয়েছি, ধ্যান ক'রে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা কি তা আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে ত তা দিয়ে ঐ সব কর্‌ব। সে মন যে অনেক দিন হ'ল কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি। আমাদের বল্‌তে আমাদের কি আর কিছু আছে যে তাইতে অহং বুদ্ধি ক'রে জপ করব?'

'উদ্ধব তো শুনে অবাক্! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু তা বুঝতে পেরে তাদের প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।'

'বৃন্দাবন লীলার ভিতর তোরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্‌না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না। কামগন্ধহীন না হ'লে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। ছ্যাখ্ দেখি, গোপীরা স্বামীপুত্র কুলশীল মান অপমান লজ্জা ঘৃণা লোকভয় সমাজভয়,—সব ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কতদূর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।—ঐরূপ করতে পারলে তবে ভগবান লাভ হয়। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণের অধিক আনন্দ উপস্থিত হ'য়ে দেহবুদ্ধির লোপ হ'ত। তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হ'তে পারে রে?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না।.... যদি বল, তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন ক'রে গোপীদের মত টান হবে? তা শুনলেও সে টান হয়—না জেনে নাম শুনে কানে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল।'

গোপীদের প্রেমের গভীরতা কিরূপ, তাহা তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের একটি বাক্য হইতে অনুমান করিতে পারা যায়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃংখলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভাগবত—১০।৩২।২২

তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি যে নির্মল প্রেম দেখাইলে, দেবতাদের ন্যায় আয়ু লাভ করিলেও আমি সেই সুদীর্ঘ জীবন ভরিয়া তোমাদের ভালবাসার শোধ দিতে পারিব না। তোমরা তোমাদের ঔদার্যগুণে আমাকে অঋণী করিতে পার।

গোপীগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উদ্ধবকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে পাঠাইবার সময় ভগবান্ বলিলেন :—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥
ময়ি তা প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায় প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥ ১০।৪৬।৪-৬

গোপীদের মন প্রাণ দেহ সব কিছু আমাতে সমর্পিত। আমার জন্য যাহারা লৌকিক সকল ধর্ম সকল আচার ত্যাগ করে তাহাদিগকে আমি পালন করি। আমি গোপীদের পরম প্রিয়। আমি দূরে চলিয়া আসার ফলে তাহারা আমার বিরহে আমার জন্য উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আছে, আমাকে স্মরণ করিয়া বারবার মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে। আমার প্রত্যাগমন সংবাদের আশায় তাহারা অতিকষ্টে কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া আছে।

কংসের রাজসভায় চানুর মুষ্টিকের সহিত যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরাবাসিনীগণ গোপীদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ—
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণ মার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ॥

ভাগবত—১০।৪৪।১৫

ব্রজগোপীরা ধন্য। তাহাদের চিত্ত সর্বক্ষণ কৃষ্ণময় হইয়াছে। তাহারা গাই দোহা, দধি মন্থন, ধানকোটা, ঘরলেপা, শিশুদের দোল দেওয়া ও তাহাদিগকে স্নান করান ইত্যাদি সকল কাজ করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে নিত্য মত্ত রহিয়াছে। প্রেমের বশে সর্বদা তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে, তাহাদের কণ্ঠ গদগদ হইয়া রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীদের প্রেম সম্বন্ধে ভগবান্ অন্যত্র উদ্ধবকে বলিতেছেন—

তা নাবিদন্ ময্যনুসঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধি তোয়ো নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥

ভাগবত—১১।১২।১২

মুনিগণ সমাধিকালে যেমন নামরূপ বিস্মৃত হন, নদনদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইয়া যেমন নিজেদের সত্তা হারাইয়া ফেলে, গোপীরাও সেইরূপ পরমপ্রেমের বশে আমাতে এমন তন্ময় হইয়াছিল যে তাহাদের নিজেদের শরীর, প্রিয় পতি-পুত্রাদি ও সংসারের সকল কিছু বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ॥ ২২

তত্র অপি (গোপীগণের অন্তরেও) মাহাত্ম্যজ্ঞান বিস্মৃত্য-পবাদঃ (ভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞানের বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল এই অপবাদ) ন (যথার্থ নহে)॥ ২২

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইলেও তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যজ্ঞান—তিনি যে লীলায় মনুষ্যদেহধারী স্বয়ং ভগবান্—বিস্মৃত হইয়াছিলেন এরূপ অপবাদ দেওয়া চলে না। ২২

কাম যে প্রেম হইতে ভিন্ন তাহা ২২ হইতে ২৫ সূত্রে দেখাইতেছেন। ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকিলে ভয়-সংকোচ আসে। তাই লৌকিক প্রেমে অর্থাৎ কামে, প্রেমিকের ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রবল থাকিলে প্রেমিকা প্রেমিকের সহিত আন্তরিকভাবে মিলিত হইতে পারে না। গোপীগণ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জানিলেও আস্বাদনের জন্য মাধুর্য লইয়া থাকিতেন। "গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে, ঈশ্বরকে সম্ভোগ কর্‌তে চাইত।”

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া জানিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদের নিজেদের মুখের বাক্য।

> ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্‌
> অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্‌।
> বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
> সখ উদেয়িবান্‌ সাত্বতাং কুলে॥

ভাগবত ১০।৩১।৪

হে প্রিয়, তুমি কেবল যশোদার দুলাল নও, কিন্তু তুমি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। বিশ্বের পালনের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছ।

তদ্বিহীনং জারাণামিব॥ ২৩

তদ্বিহীনং (মাহাত্ম্যজ্ঞান বর্জিত যে প্রেম তাহা) জারানাম্‌ ইব (বেশ্যাদিগের প্রেমের ন্যায়)॥ ২৩

মাহাত্ম্যজ্ঞান বর্জিত যে প্রেম তাহা ভ্রষ্টানারীদিগের উপপতির প্রতি আসক্তির সমান বলিয়া গণ্য॥ ২৩

মাহাত্ম্যজ্ঞান না থাকিলে গোপীদের প্রেম ভ্রষ্টানারীর পর-পুরুষের প্রতি আসক্তির ন্যায় কামে পর্যবসিত হইত।

তবে স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে কি ভগবানকে ভালবাসা. তাঁহাকে পূজা করা আদৌ সম্ভব হইবে না? তাহা হইলে সাধারণ অজ্ঞজীবের উপায়? না, তাহা নহে; তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক ডাকিলে, ভালবাসিতে পারিলে তাহার ফল হইবেই হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে জ্ঞানপূর্বক যে প্রেম তাহার বিশেষ ফল। কামে ও প্রেমে প্রভেদ, জীবদিগের প্রেমের সহিত গোপীগণের, প্রকৃত ভক্তগণের প্রেমের পার্থক্য পরবর্তী সূত্রে দেখাইতেছেন।

জাগতিক ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে শাণ্ডিল্য বলিতেছেন—

হেয়া রাগত্বাৎ ইতি চেৎ, ন; উত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ ॥ ২১ সূত্র

ভক্তি অনুরাগাত্মিকা, আর অনুরাগ দুঃখের কারণ। তবে ভক্তি কি হেয়, ত্যাজ্য? না, তাহা নয়। সৎসঙ্গে যেমন দুঃখ নাই, ভক্তির দ্বারা তেমন পুরুষোত্তমের সঙ্গলাভ হয় বলিয়া ভক্তি আশ্রয়ণীয়।

নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎ সুখ সুখিত্বম্ ॥ ২৪

তস্মিন্ (কামে, নায়ক নায়িকার অনুরাগে) তৎসুখ সুখিত্বম্ (প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হওয়া) নাস্তি (নাই) ॥ ২৪

কামে কেবল আত্মসুখের বাসনা—উহাতে প্রিয়তমের সুখে সুখী হওয়ার প্রতি লক্ষ্য থাকে না ॥ ২৪

কাম ও প্রেমের প্রধান পার্থক্য এইখানে—কামে কেবল আত্মসুখের প্রয়াস, প্রেমে স্বার্থপরতার নামগন্ধ নাই। কাম ও প্রেমের পার্থক্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য প্রেমতো প্রবল ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসুখদুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥
লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম॥
সর্বত্যাগ করয়ে করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্র জৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ-হেতুমাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥

'কৃষ্ণসুখে সুখী, আমার যাই হ'ক তুমি সুখে থাক। এইটি সকলের উচ্চ অবস্থা। গোপীদের এই বড় উচ্চ ভাব।'

'গোপীদের প্রেমাভক্তি। অহংতা আর মমতা এই দুইটি জিনিষ প্রেমাভক্তিতে থাকে। অহংতা কিনা, আমি যদি কৃষ্ণের সেবা না করি তবে তাঁর অসুখ হবে। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না। আর মমতা কিনা, 'আমার আমার' করা। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পাছে কাঁটা ফোটে সেইজন্য গোপীদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণতলে থাকৃত, গোপীদের এত মমতা।'

প্রতিক্ষণে ঈশ্বরবোধ প্রবল থাকিলে আর আত্মবৎ সেবা চলে না—বিশেষতঃ বাৎসল্য ও মধুরভাবের সেবা চলে না। তাই বলিতেছেন, 'এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অনুবাক

ভক্তি নিজেই ফলরূপা

সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥ ২৫

সা (পরাভক্তি) তু (কিন্তু) কর্মজ্ঞানযোগেভ্যঃ (কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতে) অধিকতরা (শ্রেষ্ঠা) ॥ ২৫

এই পরাভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫

পরাভক্তি কর্ম জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ তাহা পরের সূত্রে বিশেষভাবে বলিতেছেন। এক আছে সাধন ভক্তি আর আছে সাধ্যভক্তি। এখানে সাধ্যভক্তির কথা বলা হইতেছে। সকল সাধনপথের সাধ্যবস্তু হইতেছে পরমানন্দ প্রাপ্তি। ভক্তি হইতেছে পরমানন্দস্বরূপা সাধ্যবস্তু। যে প্রেম সাধ্যবস্তুর পরিপূর্ণ অনুভূতিস্বরূপ তাহার সহিত কোন সাধন-পথের তুলনা হইতে পারে না।

আবার সাধনা হিসাবেও ভক্তি কর্ম, যোগ ও জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ।

'জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়; কিন্তু ভক্তিপথ দিয়ে তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধরে' যান তা হ'লেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তার এ মানে নয় যে ভক্ত এক যায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্মী আর এক যায়গায় যাবে। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ঈশ্বর যদি খুসী হন, তা হ'লে ভক্তিও দেন জ্ঞানও দেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে সাধনজ্ঞানের সঙ্গে শুদ্ধাভক্তির তুলনা হইতেছে। নচেৎ, 'শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে, শুদ্ধাভক্তিও সেখানে নিয়ে যায়।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার পর বলিতেছেন—

নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

গীতা ১১।৫৩-৫৪

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়। হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারা আমাকে জানিতে, আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে এবং আমাতে অবস্থিতিরূপ মুক্তিলাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হয়।

উদ্ধবকে তিনি বলিতেছেন—

যৎ কর্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

ভাগবত—১১।২০।৩২-৩৩

কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, দান এবং অন্যবিধ শ্রেয়ঃ সাধনসমূহের দ্বারা যে কিছু ফল পাওয়া যায় আমার ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগ সহায়ে সে সকল অনায়াসে লাভ করে। যদি চান তো স্বর্গ, মুক্তি বা আমার ধামও প্রাপ্ত হন ; কিন্তু ভক্ত এ সকলের অভিলাষী নন।

ফলরূপত্বাৎ ॥ ২৬

[ভক্তি স্বয়ং] ফলরূপত্বাৎ (ফলরূপা বলিয়া) [অন্য সকল সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ] ॥ ২৬

ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা বলিয়া অন্য সকল সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ২৬

আনন্দলাভের জন্য জীব নিত্য ছুটাছুটি করিতেছে। এই আনন্দপ্রাপ্তির জন্য যত কর্ম, যত সাধনভজন। কিন্তু কর্মের দ্বারা যে ফলের উদ্ভব হয়, ভোগে সে ফলের অবসান ঘটে। অহংকে আশ্রয় করিয়া যত কর্ম সকলই পরিণামী ও বিনাশশীল। কামিনী-কাঞ্চন যখন ত্যাগ হইয়া যায়, অহং-এর যখন নাশ ঘটে তখন জীবের পরমানন্দ লাভ হয়! এই আনন্দস্বরূপ ভুলিয়া যাওয়ার জন্য যত দুঃখ। কর্ম জ্ঞান যোগ প্রভৃতি এই আনন্দ-স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার বিভিন্ন উপায় মাত্র—বস্তুলাভের পর আর সেগুলির প্রয়োজন থাকে না। পরাভক্তি হইতেছে এই আনন্দস্বরূপে নিত্য অবস্থিতি। কোন উপায়ের দ্বারা লভ্য পদার্থ নহে।

নারদ যে পরাভক্তিকে 'ফল' মাত্র না বলিয়া 'ফলরূপা' বলিলেন তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে। কর্ম বা সাধনসাপেক্ষ ফলমাত্র অনিত্য, কিন্তু ভক্তি নিত্য। জীবের নিজ আনন্দস্বরূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাযথ উপলব্ধি হইলে আর প্রচ্যুতির আশঙ্কা নাই। এই হেতু ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

গীতাতে ভগবান্ বলিতেছেন, বিচার ও সাধনার ফলে যখন চিত্তশুদ্ধি ঘটে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ শান্ত হইয়া যায়, তখন জীবের ভক্তি লাভ হয়। ইহাদ্বারা ভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ফল বলা হইল।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্‌বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫১-৫৫

যে সাধকের বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে, যিনি ধৈর্য্যসহায়ে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়াছেন, যিনি শব্দাদি বিষয় এবং রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নির্জনবাসী, মিতাহারী, যাহার বাক্য, দেহ ও মন নিজের বশীভূত, যিনি বৈরাগ্যবান্ ও ধ্যাননিরত, যিনি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া নির্মম ও শান্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মভাবলাভে সমর্থ হন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ও প্রশান্তচিত্ত সাধক কিছুর জন্য শোক করেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন বস্তুর কামনা করেন না; তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। এই ভক্তিসহায়ে তিনি আমার স্বরূপ অবগত হন এবং আমাতে প্রবেশ করেন।

'ঈশ্বরকে ভালবাসা এই সার। ভক্তিই সার।'

'ভক্তিই সার। ঠিক ভক্তের কোন ভয় ভাবনা নাই।'

ঈশ্বরস্যাপি অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ চ ॥ ২৭

চ (এবং) ঈশ্বরস্য অপি (ঈশ্বরেরও) অভিমানদ্বেষিত্বাৎ (অভিমানের উপর দ্বেষভাব থাকার জন্য) [এবং] দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ (দীনতার প্রতি প্রীতি থাকার জন্য) [কর্ম যোগ ও জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ] ॥ ২৭

ঈশ্বরেরও অভিমানের প্রতি দ্বেষ এবং দৈন্যের প্রতি প্রীতি থাকার জন্য কর্ম যোগ জ্ঞানাদি হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ ॥ ২৭

অন্যান্য সাধনপথে অহঙ্কার অভিমান আসার সম্ভাবনা আছে; আর অহঙ্কার আসিলেই হয় পতন; তাই অন্যান্য সাধনা হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ অহংবোধ আছে ততক্ষণ অন্তরে ভক্তির প্রকাশ হয় না; অহং বোধের নিঃশেষে বিলোপ না হইলে ইষ্টলাভ হয় না। অভিমানীর নিকট হইতে তিনি বহুদূরে; দর্পহারী দীনবন্ধু তিনি। সব ছাড়িয়া যে ষোল আনা তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে তাহাকেই তিনি কোলে তুলিয়া লন।

ভগবানের কাহারও উপর বিদ্বেষ, কাহারও উপর অনুরাগ আছে, এমন কথা নয়। তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহার যে প্রাকৃত জনের ন্যায় হইল। তিনি স্বয়ং গীতায় বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯।২৯

সকল প্রাণীর উপর আমার সম ভাব, আমার বিরাগভাজনও কেহ নয়, প্রিয় পাত্রও কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করে আমি তাহাদের অন্তরে থাকি, তাহারাও আমার সঙ্গে থাকে।

তবে গীতায় অন্যত্র যে আবার তিনি বলিতেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥
১৬।১৯-২০

দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর নরাধমদিগকে তিনি নরকে নিক্ষেপ করেন। সেই মূঢ়গণ তাঁহাকে না পাইয়া জন্মে জন্মে অধোগতি প্রাপ্ত হয়—ইহার অর্থ কি? তাঁহার কথা কি স্ববিরোধী নয়? না। তাঁহার করুণার স্রোত যে শতধারে বহিতেছে। কিন্তু আমি যে আমার অহঙ্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া মরিতেছি—তাঁহার করুণার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারিতেছি কই! এ যে গুটি-পোকার ন্যায় আপনার নালে বদ্ধ হইয়া মরার অবস্থা। অভিমানে বদ্ধ থাকার জন্য তাঁহার করুণার অনুভব যে হইতেছে না। তাই যত দুঃখ যত জ্বালা যে হৃদয়কে নরক যন্ত্রণায় ভরিয়া তুলিয়াছে। এ নরক তো তাঁহার দেওয়া নয়—এ যে আমার নিজের অভিমানের সৃষ্টি। নিজের দোষে মরি, আর ভাবি ভগবান্ কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠুর। সব ছাড়িয়া যে দীনভাবে তাঁহাকেই শুধু চায় সেই ভক্তের হৃদয় যে ভগবানের বৈঠকখানা। অভিমানী তাঁহার করুণা অনুভব করিতে না পারিয়া ভাবে, ভগবান্ বুঝি তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ।

'তাঁর সেবা বন্দনা ও অধীনতা—কিনা দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে' পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই।'

'অহঙ্কার অভিমান থাকতে ভক্তি হয় না, 'আমি'রূপ ঢিবিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না।'

'একদিন কোন বড়লোকের একটি দ্বারবান্ একটি আতা কাপড় ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসে বাবুর কাছারিতে একধারে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দ্বারবান্, হাতে কি আছে?' দ্বারবান্ অতি সঙ্কুচিতভাবে একটি আতা বা'র করে' বাবুর সামনে রাখলে—ইচ্ছা বাবু ওটি খান। বাবু তার ভক্তিভাব দেখে সেটি আদর ক'রে নিয়ে বললেন, 'এটি তো বেশ আতা, তুমি কোথা থেকে এটি নিয়ে এলে?'

'শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধন কত যত্ন দেখিয়ে তাঁর বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন। ঠাকুর কিন্তু বিদুরের কুটীরে শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন। কখনও ঈশ্বর চুম্বক হন', ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনও ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয়—তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন।'

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮

তস্যা (সেই পরাভক্তির) জ্ঞানম্ এব (কেবলমাত্র জ্ঞান)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[হইতেছে] সাধনম্ (প্রাপ্তির উপায়) ইতি (এইরূপ) একে (কেহ কেহ) [বলিয়া থাকেন]॥ ২৮

'শুদ্ধা ভক্তি শুদ্ধা জ্ঞান এক।' শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমে চাই ইষ্টের পরিচয়—পথের পরিচয়। সকল সাধনার আরম্ভ জিজ্ঞাসায়—কি চাই, কেন চাই, কি উপায়ে পাই। না জানিলে কাহাকে ডাকি ? তিনি সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান্, আর্তবন্ধু, ডাকিলে সাড়া দেন—এইরূপ বোধ কিয়ৎ পরিমাণেও না থাকিলে ভজনার প্রবৃত্তি আসিবে কেন ? আর্ত বা অর্থার্থী ভক্ত যখন ডাকে তখন তাহার ভগবানের সম্বন্ধে আর কোন জ্ঞান নাই থাকুক, অন্ততঃ এই জ্ঞানটুকুও থাকে যে ঈশ্বর তাহার আর্তিনাশ বা অভিলাষ সিদ্ধ করিবেন। তাই কাহারও কাহারও মতে জ্ঞান ভক্তির সাধন।

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে ॥ ২৯

অন্যে (আবার কেহ কেহ) অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্ (জ্ঞান এবং ভক্তি পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়) ইতি (এইরূপ বলিয়া থাকেন) ॥ ২৯

আবার কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৯

যাহারা বলেন জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হয় না, আবার ভক্তি ছাড়' জ্ঞান থাকিতে পারে না তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ।—

জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই তিনটি মনের বৃত্তি। মন কিছু করিতে চায়, কিছু জানিতে চায় এবং কাহাকেও ভালবাসিতে চায়। এই তিন বৃত্তির সমভাবে অনুশীলনে হয় জীবনের পরিপূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ। কর্ম ও প্রেমকে বাদ দিয়া শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে মন হইয়া যায় কঠোর, নীরস। বিচার ও কর্মকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে অর্থহীন ভাবুকতা বৃদ্ধি পায়। আবার জ্ঞান ও প্রেম বর্জিত হইলে কর্ম হইয়া পড়ে লক্ষ্যহীন উন্মাদ চেষ্টায় পর্যবসিত। জ্ঞান ছাড়া ভক্তি নাই, আবার ভক্তি ছাড়া জ্ঞানও হয় না। সচ্চিদানন্দঘন বস্তুকে অন্তরাত্মারূপে অনুভব করিতে হইলেও তো প্রথমে প্রীতির সাধনা চাই। ভালবাসিলে তবে তো জানার ইচ্ছা, জানিবার জন্য কষ্ট স্বীকারের প্রবৃত্তি জাগে। চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া সত্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাই অদ্বৈতবাদী সাধকগণও উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

'জ্ঞানীরা সব স্বপ্নবৎ দেখে। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। উত্তম ভক্ত নিত্য লীলা দুইই লয় ; তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করিতে পারে। জ্ঞানী ছিড়িক ছিড়িক করে' দুধ দেয়, উত্তম ভক্ত হুড়হুড় করে' দুধ দেয়। যে গরুগুলো বেছে বেছে খায় তারা ছিড়িক ছিড়িক দুধ দেয়, আর যেগুলো অত বাছে না, সব খায়, তারা হুড়হুড় করে' দুধ দেয়। যেগুলো হুড়হুড় করে' দুধ দেয় তাদের দুধে একটু গন্ধ হয় বটে, তবে আগুনে একটু আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর দুধটা একটু চড়িয়ে দিলে আর গন্ধ থাকে না।'

স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারঃ ॥ ৩০

[ভক্তির] স্বয়ং ফলরূপতা (নিজের ফলস্বরূপতা আছে) ইতি (ইহা) ব্রহ্মকুমারঃ (নারদ) [বলেন] ॥ ৩০

নারদের মতে ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা ॥ ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি কোন সাধনা নয়; ইহার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকারও প্রয়োজন নাই। ইহা সাধ্যবস্তু—স্বয়ং ফলস্বরূপ। ভক্তি কোন কর্মের, কোন সাধনার ফলস্বরূপে উৎপন্ন হয় না। নারদের মতে ঘষিয়া মাজিয়া প্রেম হয় না; ভাগ্যবান্ সাধকের অদৃষ্টে ইহা আপনিই আসিয়া জোটে। ইহা যে নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সাধনা করিয়া আবার ইহাকে পাইবে কি প্রকারে? সাধনার দ্বারা অহং-নাশ হয়, চিত্তশুদ্ধি ঘটে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিই তো ইষ্টলাভ নহে। প্রেমস্বরূপ তিনি নিজে কৃপা করিয়া ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হন; সাধনার সামর্থ্য নাই ইষ্টলাভ ঘটাইতে। তবে সাধনা থাকিলে তাঁহার কৃপা-অনুভবের সামর্থ্য হয়। তাঁহার কৃপা শতধারে নিত্য প্রবাহিত হইতেছে—আমাদের শুধু উহা গ্রহণ করার অপেক্ষা।

আগেই বলিয়াছেন, ভক্তি, কর্ম জ্ঞান ও যোগহ ইতে শ্রেষ্ঠ। সেখানে সাধনার উপায়স্বরূপ জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে—বস্তুর স্বরূপজ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয় নাই। বস্তুর স্বরূপ যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আর পরাভক্তি একই বস্তু। যে সত্যবস্তুকে পাইবার জন্য কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনপথ অবলম্বন, পরাভক্তি হইতেছে সেই বস্তু।

রাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ॥ ৩১

রাজগৃহ-ভোজনাদিষু (রাজগৃহ এবং ভোজনাদির ব্যাপারে) তথা এব (এইরূপই) দৃষ্টত্বাৎ (দৃষ্ট হয় বলিয়া) ॥ ৩১

রাজগৃহ এবং ভোজনাদি ব্যাপারের জ্ঞানেও এইরূপ দৃষ্ট হয় ॥ ৩১

রাজগৃহ ও ভোজনাদি ব্যাপারের জ্ঞানে কি দেখা যায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা ॥ ৩২

[কেবলমাত্র] তেন (রাজপ্রাসাদ বা ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্বারা) রাজপরিতোষঃ (রাজার সন্তোষ বিধান) বা (অথবা) ক্ষুধাশান্তিঃ (ক্ষুধা নিবারণ সম্ভব হয় না) ॥ ৩২

এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে তাহাতে শুধু পথের সন্ধান আছে। কাশী যাওয়ার পথের খুঁটিনাটি খবর জানিলেও তাহার দ্বারা বিশ্বনাথ দর্শন ঘটে না, রাজপ্রাসাদের বা রাজার ঐশ্বর্য্যের সব তথ্য নিখুঁতভাবে জানিলেও তাহার দ্বারা রাজার সন্তোষ বিধান করা যায় না, রান্নাঘরে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং গুণাগুণ জানিলেও ক্ষুধাশান্তি হয় না। সেইরূপ শুধু জ্ঞানের দ্বারা ইষ্টপ্রাপ্তিজনিত পরমানন্দ লাভ সম্ভব হয় না। তাই জ্ঞান হইতে পরাভক্তি শ্রেষ্ঠ।

'ভক্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জান্‌তে পারবে ? আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য ; অত জানবার আমার কি দরকার ? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই, শুড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে সে খবরে আমার কি দরকার ? এক ঘটি জলে আমার তৃষ্ণার শান্তি হ'তে পারে ; পৃথিবীতে কত জল আছে সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।'

'মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ভক্তিলাভ আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি ; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটি পাতা, এসব বসে বসে হিসাব করবার আমার কি দরকার। আমি আম খাই, গাছ পাতার হিসাবে আমার দরকার নাই।'

'যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পার যো সো করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা'হলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ীতে ঢুক্‌তে গেলে দারোয়ান যদি ঢুকতে না দেয়, তা হ'লে কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এসব ঠিক খবর কেমন করে' জানবে? তাঁকে জান্‌লে সব জানা যায়; কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাংক্ষা থাকে না।....আগে ঈশ্বরলাভ তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।'

তস্মাৎ সা এব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩

তস্মাৎ (সেই হেতু) মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষকামিগণের দ্বারা) সা এব (একমাত্র সেই পরাভক্তিই) গ্রাহ্যা (গ্রহণীয়) ॥ ৩৩

এই হেতু মুক্তি যাঁহারা চান তাঁহারা ভক্তি আশ্রয় করিবেন ॥ ৩৩

প্রেমাভক্তির উদয়ে সংসারবন্ধন আপনিই খসিয়া পড়ে—মুক্তির জন্য ভক্তকে চেষ্টা করিতে হয় না। আবার এই ভক্তি লাভ কত সহজ। ভালবাসা তো জীবের স্বভাবসিদ্ধ বস্তু। সে তো দিনরাত ভালবাসিয়াই চলিতেছে—কিন্তু এই ভালবাসা অপাত্রে পড়ার জন্য তাহার যত দুঃখ। যথার্থ প্রেমাস্পদের সন্ধান পাইলে সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়। ভক্তির উদয়ে প্রেমাস্পদ ভক্তের সঙ্গে নিত্য নানা লীলা করেন। তাই ভক্তি আশ্রয় করিতে পারিলেই জীবন হয় সার্থক।

'ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক্—কেমন গাছ, কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ছবি এইসব দেখে অবাক্। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন ? বাবুকে খোঁজে দু'এক জনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্চি। সত্য বলছি, দর্শন হয়।

এ কথা কারেই বা বলছি—কে বা বিশ্বাস করে !'

পঞ্চম অনুবাক

প্রেমাভক্তির সাধন এবং সৎসঙ্গমাহাত্ম্য

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৩৪

আচার্যাঃ (আচার্যগণ) তস্যাঃ (সেই প্রেমাভক্তির) সাধনানি (সাধনসমূহ প্রাপ্তির উপায়সমূহ) গায়ন্তি (গান করেন—বর্ণনা করিয়া থাকেন) ॥ ৩৪

আচার্যগণ প্রেমাভক্তি লাভের উপায়সমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ৩৪

ভক্তি হইতেছে সাধ্য বস্তু। তাহা পাইবার বিবিধ উপায়। উপায়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিধি আবার কতকগুলি নিষেধ। লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে পথের বাধা সরাইতে বা এড়াইতে হয়, আবার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। যথোপযুক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করিলে ইষ্টসাক্ষাৎকার সুগম হয়। অপরা ভক্তির-বৈধী ভক্তির সাধনা হইতেছে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মাইবার ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল বিধিনিষেধমূলক উপায়। বৈধী ভক্তির সাধন দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে।

ইষ্টলাভে যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন—বস্তুলাভের পরও যাঁহারা সংসারী জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া লোকশিক্ষার জন্য জগতে বিচরণ করেন তাঁহারাই যথার্থ আচার্য। তাঁহারা পাত্রভেদে বস্তু প্রাপ্তির বিবিধ উপায়ের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

'যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, তাঁর কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়।....শুধু যারা পণ্ডিত তাদের কথা গোলমেলে।

লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তিনি যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন, তবে হতে পারে। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? নারদ, শুকদেব, শঙ্করাদির আদেশ হয়েছিল।.... ভগবান্ লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বুঝতে পারা যায়, তখন ঠিক ঠিক উপদেশ দেওয়া যায়।

বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরায় না।'

'একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে যেতে যেতে শুন্‌তে পেলুম, একটা কোলাব্যাঙ খুব ডাকছে। মনে হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখন শুনি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। উঁকি মেরে দেখলুম, একটা ঢোঁড়া সাপে ব্যাঙটাকে ধরেছে—গিলতেও পারে না, ছাড়তেও পারে না। তখন ভাবলাম, ওকে যদি জাতসাপে ধরত তো তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো। ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই দুজনেরই যন্ত্রণা। যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরু হয় তো জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার ঘোচে না, সংসারবন্ধন কাটে না।'

তৎ তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ॥ ৩৫

তৎ (সেই প্রেমলাভ) তু (কিন্তু) বিষয়ত্যাগাৎ (বিষয় ত্যাগ হইতে) চ (এবং) সঙ্গত্যাগাৎ (আসক্তি ত্যাগ হইতে) [হয়]॥ ৩৫

'বিষয়ত্যাগ ও আসক্তিত্যাগ হইতে সেই প্রেম লাভ হয়॥ ৩৫

যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় পাইবার জন্য লোলুপ হইয়া মন ইষ্টবিমুখ হয়, সেগুলি হইতেছে সাধনপথের প্রবল বাধা। সেগুলিকে হয় দূরে সরাইতে হয়, না হয় সেগুলি হইতে নিজেকে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বিষয় হইতে দূরে সরিয়া গেলেই তো মন হইতে বিষয় চলিয়া যায় না—সকল ভুলিয়া মন ইষ্টের প্রেমে মগ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে সত্য, নিত্য ও সুখপ্রদ বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা আছে সেই ধারণার নাশ চাই। বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া জানিলে তবে ইষ্টবিস্মৃতির কারণ যে বিষয়াসক্তি তাহা আপনি ত্যাগ হইয়া যায়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় ত্যাগ চাই—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। আর এই ত্যাগ সহজ হওয়া চাই। জোর করিয়া বিষয়ত্যাগ করা যাইতে পারে কিন্তু তুচ্ছ বিষয়ানন্দের প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ না আসিলে আসক্তি ত্যাগ হয় না। সাধনার সময় বিষয় হইতে সরিয়া থাকার প্রয়োজন আছে।

'ত্যাগ দরকার। একটা জিনিষের পর যদি আর একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিনিষ থাকে, তবে প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে, ও জিনিষটা সরাতে হবে। একটা না সরালে আর একটা পাওয়া যাবে কেন ? তাঁকে সর্বময় দেখলে সংসার-ফংসার আর কিছু দেখা যায় না। ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ত্যাগ করতে হলে পুরুষকারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। ঋষিদের এই পুরুষকার ছিল। তাঁরা এই পুরুষকারের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁদ করে দেয়, চারখানা করে' কাটলেও হাত-পা বার করবে না। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অবিদ্যা অজ্ঞান নাশ হয়।

একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না। মন যখন বাসনা রহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনীকাঞ্চনে ভালবাসা থাকে ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। যখন দেখবে, ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয় তখন জানবে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বরলাভ হয়েছে। যেমন শুক্‌নো দেশলাই—একবার ঘষলে দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে। আর ভিজে হ'লে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না, কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্‌লে তাঁকে দর্শন হয় না, ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাক্‌লেই আবার জ্বালা। ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা।'....

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥

ভাগবত, ১১।১৪।২৭-২৮

বিষয় চিন্তা করিলে মন বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, আর আমাকে চিন্তা করার ফলে মন আমাতে লীন হয়। আমার প্রতি ভক্তি ব্যতিরিক্ত আর সকল সাধন ও তাহাদের ফল স্বপ্ন বা মনঃকল্পিত বিষয়ের ন্যায় মিথ্যা। ঐ সকল অসৎ বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমার ভাবে ভাবিত হও এবং মন আমাতে সমাহিত কর।

'মন মুখ এক করাই হচ্চে সাধন। নতুবা মুখে বলছি, হে ভগবান্, তুমি আমার সর্বস্ব ধন, আর মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ত্যাগীর শিরোমণি। তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া ত্যাগের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা চিরকাল সাধকগণের অনুসরণীয় হইয়া থাকিবে। ত্যাগ তাঁহার জীবনে এমন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে বিষয়ের সংস্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার বিছানার তলায় গোপনে একটা টাকা রাখিয়া দিলেন। তিনি শুইতে গিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, যেন তাঁহার গায়ে শিঙ্গি মাছে কাঁটা মারিল। তাঁহার পেটের অসুখের জন্য একটু একটু আফিঙ খাওয়ার উপদেশ দিয়া শম্ভু মল্লিক তাঁহাকে একটু আফিঙ দিলেন। উহা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া কালীবাড়ীতে ফিরিবার সময় পথ আর খুঁজিয়া পান না। আফিঙটুকু ফিরাইয়া দিয়া তবে কালী-বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার বিছানার চাদর ময়লা দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নামে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা জমা রাখিতে চাহিলেন। কথাটা শুনিয়া তাঁহার মাথায় যেন বাজ পড়িল। মথুরবাবু তাঁহার নামে একটা জমিদারী লিখিয়া দেওয়ার পরামর্শ গোপনে কাহার সহিত করিলে তিনি মথুরবাবুকে যা-তা বলিয়া গালাগালি করিলেন।

শুধু বাহিরে বিষয়ত্যাগ করিলে—বিষয় হইতে দূরে থাকিলেই যথেষ্ট হইল না; মনে বিষয়বাসনার যদি উদয় না হয় তবেই হইবে যথার্থ ত্যাগ।

ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুনঃ॥
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৩।৬-৭

বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে থাকে সেই মূঢ় ব্যক্তি কপটাচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তিনি শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু ইহা তো হইল নিষেধমূলক বিধান। বিষয়ে আসক্ত হইব না, কেবল এই চিন্তা করিলে তো বিষয়চিন্তাই করা হয়। তাই আসক্তিনাশের উপায়ের সঙ্গে প্রেমভক্তি-লাভের প্রত্যক্ষ উপায় পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন।

অব্যাবৃত ভজনাৎ ॥ ৩৬

অব্যাবৃত ভজনাৎ (সর্বদা ভগবানের ভজনের দ্বারা) [ভক্তি লাভ হয়]॥ ৩৬

সর্বদা ভগবানের ভজনের ফলে পরাভক্তি লাভ হয় ॥ ৩৬

পূর্ব সূত্রে কেবল ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে ; এই সূত্রে নিত্য যোগের কথা বলা হইতেছে। মন একদণ্ডও চুপ করিয়া থাকে না—ইষ্টচিন্তা না থাকিলে বিষয়চিন্তা আসিয়া মন জুড়িয়া বসিবে। কিন্তু মনকে যদি অহর্নিশ ভজনানন্দে ডুবাইয়া রাখিতে পারি তো বিষয়চিন্তার অবকাশ আর কোথায় থাকে ? ভজনের আনন্দ যতই বাড়ে আসক্তির তত ক্ষয় হয়, ততই অন্তরে ইষ্ট-স্ফূর্তি ঘটে। মনকে বিষয়চিন্তার অবসর দিলে সাধনার ফল নষ্ট হইবে—সাধনার উপর অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি আসিবে। অন্য পক্ষে তাঁর নামে তাঁর রূপে মন মজাইতে পারিলে বিঘ্নের ক্ষয় হয়, পরমানন্দে স্থিতিলাভ ঘটে।

গীতায় ভগবান বলিতেছেন, আর সব ভুলিয়া যে সর্বক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ করে, নিত্যযুক্ত সেই ভক্তের কাছে তিনি সহজে ধরা দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যচেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪

অভ্যাস হইয়া গেলে ভজন বিবিধপ্রকারে সর্বদা হইতে পারে, এমন কি দৈহিক সকল ব্যাপারও তাঁহার সেবার অঙ্গ বলিয়া অনুভব হইতে পারে।

ভজনের বিবিধ অঙ্গ। নারদ যুধিষ্ঠিরকে নবলক্ষণা ভক্তির কথা বলিতেছেন :—

শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥

ভাগবত ৭।১১।১১

প্রহ্লাদ সখাগণকে অনুরূপ কথা বলিতেছেন :—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভাগবত ৭।৫।২৩

শ্রীভগবানের লীলাশ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, সেবা, পূজা, দাস্য বা কর্মার্পণ, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই সকল ভজনের অঙ্গ। যখন যেটি ভাল লাগে সেই ভাব আশ্রয় করিয়া মন তদ্গত করিয়া রাখা ভক্তিলাভের উপায়।

'যারা ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদা 'রাম' 'ওঁ রাম' জপ করে। কারও কারও জিহ্বা সর্বদা নড়ে। জ্ঞানপথের লোকেরাও 'সোঽহং' জপ করে। জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত। জপ থেকে ঈশ্বরলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। গঙ্গার গর্ভে ডুবান বাহাদুরী কাঠ থাকে ডাঙ্গায় শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক এক পাব্ ধরে' ধরে' গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে' যেতে যেতে সেই কাঠ স্পর্শ করা যায়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে তাঁর কৃপা হয়, তার পর দর্শন।

'....নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম করতে হয়। যেই নাম, সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সহিত দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম ব'লে ঈশ্বরকে ডাক না কেন। নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণমাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন, তখন হ'ল না। যখন রুক্মিণী একদিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ওজন হ'ল। যদি নাম করতে করতে দিন দিন অনুরাগ বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহ'লে আর কোন ভয় নাই। বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা হবেই হবে।'

লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণ কীর্তনাৎ ॥ ৩৭

লোকে অপি (সংসারের মধ্যে থাকিয়াও, অন্যলোকের সঙ্গেও) ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্তনাৎ (ভগবানের গুণ শ্রবণ ও কীর্তন হইতে) [ভক্তিলাভ সম্ভব হয়] ॥ ৩৭

সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বা অন্যলোকের সঙ্গে থাকিয়াও ভগবানের গুণ শ্রবণ ও কীর্তন হইতে ভক্তিলাভ হয় ॥ ৩৭

পূর্বের সূত্রে অব্যাবৃত ভজনের কথা বলিয়াছেন। তাহাতে মনে হইতে পারে যে, সেরূপ অখণ্ডভজন সংসারত্যাগ এবং জনসঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিলে তবে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু নিঃশেষে বিষয়-ত্যাগ ও জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অহর্নিশ ভজনে মগ্ন থাকাতো মুখের কথা নয়। তাই বলিতেছেন, অন্যের নিকট ভগবানের লীলাকীর্তন শ্রবণ, অন্যের নিকট ভগবানের নামগুণকীর্তনের দ্বারাও তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মে। কথাটা হইল, মনকে বিষয় হইতে সরাইয়া সর্বদা তাঁহার চিন্তায় ডুবাইয়া রাখিতে হইবে—শ্রবণ ও কীর্তন ইহার বিশেষ সহায়। বিষয়ীর সঙ্গে বাস করিলে বিষয়ের কথা বলিতে হয়, শুনিতে হয়; ফলে চিত্ত ইষ্টবিমুখ হয়। তাই দরকার, ভক্তসঙ্গে নামগুণশ্রবণ কীর্তনে কালক্ষেপ করা। শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শাস্ত্রশ্রবণ, সমবেত ভজন কীর্তন ভক্তি-বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক।

ভগবান গীতায় বলিতেছেন :—

মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯

ভক্তগণ তাঁহার নামশ্রবণ কীর্তন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

তাঁহার কথা না বলিলে না শুনিলে জিহ্বা ও কর্ণের কোন সার্থকতা থাকে না।

বিলে বতোরুক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দাদুর্রিকেব সূত ন চোপাগয়ত্যুরুগায় কথাঃ॥

যে কর্ণে ভগবানের নামগুণ শ্রবণ না হয়, সে কর্ণ সর্পের গর্ত তুল্য; যে জিহ্বায় তাঁহার নামগুণ কীর্তন না হয়, সে জিহ্বা ভেকের জিহ্বার সঙ্গে তুলনীয়। তাঁহার নামগুণ শ্রবণে রত না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে সর্পতুল্য অসৎ বিষয়কথাসমূহ সর্বদা কর্ণে প্রবেশ করে ; তাঁহার নামগুণ কীর্তনে রত না থাকিলে জিহ্বা কেবল ভেকের শব্দের ন্যায় অর্থশূন্য কর্কশ দুঃখদায়ক বাক্যসমূহই উচ্চারণ করে।

সংসার সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতির্ষো—
নান্য প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধ দুঃখদবার্দিতস্য॥

ভাগবত ১২।৪।৪০

বিবিধ দুঃখদাবাগ্নিতে দগ্ধ জীব যদি অতি দুস্তর সংসারসিন্ধু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে তো তাহাকে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারসাস্বাদনকেই আশ্রয় করিতে হইবে ; এ ভবসমুদ্র অতিক্রমণের অন্য কোন তরী নাই।

'আগে লোক যোগ-যাগ তপস্যা করত ; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হয়ে করলে সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও কর —যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যেসব জিনিষ দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহসুখ,—তাদের উপর ভালবাসা যাতে কমে যায়। টাকার জন্য যেমন ঘাম বার কর, তেমনি হরিনাম ক'রে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।'

কিরূপভাবে কীর্তন করিতে হইবে ?—

'যখন যে কোন দেবদেবীর গান গাইবি, আগে চোখের সামনে তাঁকে দাঁড় করাবি, তাঁকে শুনাচ্ছিস মনে ক'রে তন্ময় হ'য়ে গাইবি। লোককে শুনাচ্ছিস কখনও ভাববিনা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তনেই চক্ষুকর্ণের সার্থকতা, তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই শান্তি।

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদু হৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্ মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥

ভাগবত ১২।১২।৪৮-৪৯

যে বাক্যদ্বারা ভূতে ভূতে বিরাজমান ভগবান্ নারায়ণের গুণকীর্তন না হয়, সে বাক্য বিবিধ ভাবপূর্ণ হইলেও নিরর্থক ও সারহীন, সুন্দর হইলেও অসুন্দর। যে বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের গুণকীর্তন হয়, সেই বাণীই পরম রমণীয়, রুচিকর, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গলময়, তাহাই পরম পবিত্র ; সেই বাণীর দ্বারা সুচির-কাল ব্যাপিয়া পরমানন্দের অনুভূতি হয়।

যে কোনরূপে হউক না কেন, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিলে জীবের অশেষ কল্যাণ হয়—শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও উচ্চারণ করিলে তো কথাই নাই।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা॥ ৩৮

তু (কিন্তু) মুখ্যতঃ (প্রধানতঃ) মহৎকৃপয়া (মহাপুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপায়) বা অথবা ভগবৎকৃপালেশাৎ (ভগবানের কৃপার কণা পাইলেও) [ভক্তিলাভ হয়]॥ ৩৮

প্রধানতঃ মহাপুরুষের কৃপা হইতে অথবা ভগবানের কৃপালেশ হইতে ভক্তিলাভ হয় ॥ ৩৮

ভক্তিলাভের বিধিনিষেধমূলক যে উপায়গুলি এতক্ষণ বর্ণনা করিলেন দেবর্ষির মতে সে সকল গৌণ। প্রধান উপায় হইতেছে, মহাপুরুষের কৃপালাভ বা ভগবানের কৃপার এক কণা।

'অথবা ভগবানের কৃপায় হয়' ইহা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, দুটির যে কোনটি হইলে হয়। মহাপুরুষের—সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভও তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মহাপুরুষের আশ্রয়লাভের পূর্বেও অতি দুরাচার ব্যক্তি ভগবানের কৃপালাভে ধন্য হইয়া গেল। এই সকল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া 'বা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

'সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। সাধুসঙ্গ কর্‌লে আর একটি উপকার হয়, সদসৎ বিচার। অসৎ পথে মন গেলে বিচার করতে হয়।....সাধুসঙ্গ কেমন জান ? যেন চালধোয়ানি জল। সৎকথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চালধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়। তা হ'লে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে। সেইরূপ সংসারমদে যারা মত্ত হ'য়ে রয়েছে তাদের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদের নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন। দাসীপুত্র হইলেও কেবল সৎসঙ্গ প্রভাবে তিনি প্রেম-ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

'তাঁর দয়া হ'লেই মুক্তি। 'তিনি ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী'। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে। যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা এনে দেন। সাধুসঙ্গ করিয়ে দেন।

বিবেক উদয় হ'লে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। বিবেক না হ'লে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না বিষয়বুদ্ধি থাকৃতে তাঁকে পাওয়া যায় না। বিবেক বৈরাগ্য হ'লে তবে মন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, তবে না ভগবান্ কৃপা করেন।....সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরাগ—তাঁর উপর টান ভালবাসা; আর সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি।

যতক্ষণ না তাঁর কৃপা হয় ততক্ষণ দর্শন হয় না। হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না। অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ না হ'লে কৃপা হয় না।'

মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত দুষ্টবুদ্ধি যায় না। প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাংঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

৭।৫।৩২

মানুষ যতদিন না শ্রদ্ধাসহকারে বিষয়ত্যাগী মহাপুরুষগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত হয়, ততদিন শত শাস্ত্রপাঠ এবং শ্রবণ সত্ত্বেও তাহার বুদ্ধি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহতের লক্ষণ কি ?

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥

ভাগবত ৫।৫।২

যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সর্বপ্রাণীর উপকারক এবং সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা মহাপুরুষ।

সৎসঙ্গের ফলে হৃদয়ে কিরূপে ক্রমশঃ ভক্তির বিকাশ হয় তাহা নারায়ণের অবতার কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন।—

সতাং প্রসঙ্গান্ মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

৩।২৫।২৫

সাধুসঙ্গ করিলে হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়িনী আমার লীলাকাহিনী শ্রবণের সুযোগ হয়। সাধুসেবার ফলে অজ্ঞান নিবৃত্তির, মোক্ষলাভের পথ উন্মুক্ত হয় ; হৃদয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির ক্রমে আবির্ভাব হয়।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতেছেন।—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥

ভাগবত ১১।১২।১-২

সৎসঙ্গের ফলে মানুষের সর্ববিধ জাগতিক আসক্তি অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। সৎসঙ্গের দ্বারা সাধক যত সহজে আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশ করিতে পারেন, সাংখ্য, যোগ, স্বধর্মাচরণ, স্বাধ্যায়, ত্যাগ, তপস্যা, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা প্রভৃতি কোন উপায়ের দ্বারা তত সহজে প্রাপ্ত হন না।

'যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। তিনি কামিনী কাঞ্চনের কোনরূপ সংস্রবে থাকবেন না। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিকের চক্ষে দেখেন না। যদি স্ত্রীলোক কাছে আসেন তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু অর্থ মান যশ কিছুই চায় না। সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।'

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥ ৩৯

তু (কিন্তু) মহৎসঙ্গ (মহাপুরুষের সঙ্গলাভ) দুর্লভঃ (দুর্লভ) অগম্যঃ (অবোধ্য) চ (এবং) অমোঘঃ (অব্যর্থ ফলপ্রদ) ॥ ৩৯

কিন্তু সাধুসঙ্গ দুর্লভ, সাধু চিনিতে পারাও শক্ত এবং সাধুসঙ্গ লাভ হইলেও তাহার ফল অব্যর্থ ॥ ৩৯

প্রকৃত সাধুব্যক্তির সঙ্গলাভ সহজে মেলে না। অদৃষ্টক্রমে কোন সাধুপুরুষের সঙ্গে সুযোগ ঘটিলেও তাঁহার ভাব, চালচলন সাধনা, নিজের মনের মত না হওয়ায় তাঁহাকে হয়তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না; নিজের মনের মলিনতার জন্য তাঁহাকে না ও চিনিতে পারি; শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁহার উপর অশ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে। তাঁহারা সহজে ধরা দেন না। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় যদি সাধুসঙ্গ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ হয় ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে তো সে সঙ্গের ফল অব্যর্থ। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সে প্রভাবের অনুভব নাও হইতে পারে—কিন্তু একদিন না একদিন তাহার সুফল ফলিবেই ফলিবে—অন্তরের সকল মলিনতা দূর হইবে—হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইবে।

'যেমন কোন অচেনা জায়গায় যেতে হ'লে যে জানে এমন একজনের কথা মত চলতে হয়, অনেককে জিজ্ঞাসা করলে পথ গোল হয়ে যায়, সেই রকম ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে গুরুর কথা মত চলতে হয়। এইজন্যই একজন গুরুর দরকার। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য অবলম্বন; তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে সংসারে কাজ করা।'

'সচ্চিদানন্দই গুরু। তিনিই শিক্ষা দিবেন। সকলেই গুরু হতে চায়; শিষ্য কেউ হতে চায় না। লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তিনি যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন, তবে হতে পারে।....ভগবান্ লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বুঝতে পারা যায়, তখন ঠিক ঠিক উপদেশ দেওয়া যায়। আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়।'

'সদ্‌গুরুর কাছে উপদেশ নিতে হয়। সদ্‌গুরুর লক্ষণ আছে। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, তার কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়।....'

'গুরুর উপদেশ অনুসারে চললে সকলেরই মুক্তি হবে। যদি কেউ বাঁকা পথে যায়, তাকে আবার ফিরে আসতে কষ্ট হবে, তার মুক্তি অনেক দেরীতে হয়। হয়ত অনেক জন্মের পর হল। গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

'যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। কাঁচা গুরু হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসার-বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য আর মুক্ত হয় না।'

লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ॥ ৪০

তৎকৃপয়া এব (ভগবানের কৃপা হইতেই) [মহাপুরুষের সঙ্গ] লভ্যতে অপি (লাভও হইয়া থাকে)॥ ৪০

ভগবানের কৃপা হইতেই সাধুসঙ্গ লাভও হইয়া থাকে ॥ ৪০

সৎসঙ্গলাভও ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত মেলে না। গুরুকে আশ্রয় করিয়া তিনিই কৃপা করেন।

'যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধনভজনের প্রয়োজন মনে করে, তা'হলে নিশ্চয়ই তিনি তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন।'

তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥ ৪১

তস্মিন্ (ভগবানে) তজ্জনে (তাঁহার অনুগত ভক্তের মধ্যে) ভেদাভাবাৎ (ভেদ নাই বলিয়া)॥ ৪১

ভক্ত ও ভগবানে ভেদ নাই বলিয়া ভক্তের অনুগ্রহলাভ হইলে তাঁহারই অনুগ্রহ পাওয়া গেল। ৪১

ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্—তিনে এক, একে তিন। ভক্তের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া তো তবে তাঁহাকে পাওয়ার আকর্ষণ আসে। অজানা অচেনা প্রেমাস্পদের আভাস ভক্তহৃদয়েই পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভক্তের ভগবানকে চাই, আবার ভগবানের ভক্তকে চাই। ভক্ত যেমন ভগবান্ না হ'লে থাক্‌তে পারে না, ভগবান্‌ও ভক্ত না হ'লে থাক্‌তে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হ'ন রসিক। সেই রস পান করেন। ভক্ত হ'ন পদ্ম, আর ভগবান্ হন অলি। ভক্ত-পদ্মের মধু পান করেন। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা। ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্—তিন এক, এক তিন। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষভাবে আছেন, ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাস স্থান।....এমনি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়,—কেন না, ভক্ত ভগবান্‌কে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

'ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। পাকা ভক্তি যখন হয়, তখন এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমে' যখন ন্যাবা লাগে তখন সবই হল্‌দে দেখে। আরশুলা কুমরে পোকা ভেবে ভেবে নিশ্চল হয়ে যায়, শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। সীসেকে যদি পারার মধ্যে অনেকদিন ফেলে রাখ, তা হ'লে সেটাও পারা হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে, 'তিনিই আমি, আমিই তিনি।' যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্ত্বা পায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্‌কে ছাড়িয়া ভক্ত থাকিতে পারেন না, ভগবান্‌ও ভক্তকে ছাড়িয়া থাকেন না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবান্ ঋষি দুর্বাসাকে বলিতেছেন,—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈ ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ৯।৪।৬৩
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৯।৪।৬৮

আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং পরাধীন। আমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সাধুভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তের প্রিয়; ভক্ত আমার প্রিয়।····আমার প্রেমী ভক্ত আমার হৃদয়, আবার আমি সাধুভক্তের হৃদয়। আমাকে ছাড়া আর কিছু তাহারা জানে না, আবার আমিও তাহাদের অতিরিক্ত আর কিছু জানি না।

তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্॥ ৪২

[অতএব] তৎ এব (এই সৎসঙ্গেরই) সাধ্যতাম্ (সাধনা কর), তৎ এব (এই সাধুসঙ্গেরই) সাধ্যতাম্ (সাধনা কর)॥ ৪২

সাধুসঙ্গের যখন এইরূপ অশেষ মাহাত্ম্য তখন সাধুসঙ্গেরই সাধনা কর॥ ৪২

পূর্বের কয়েকটি সূত্রে সৎসঙ্গের অসাধারণ প্রভাবের কথা বলিয়া ভক্তে ও ভগবানে ভেদ নাই একথাও বলিলেন; এক্ষণে সৎসঙ্গের জন্য সর্বদা চেষ্টা করা উচিত বলিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের অপার করুণা, তাঁহার অপরূপ লীলামাধুরীর প্রকাশ আমরা প্রেমী ভক্তের মধ্যেই পাই। যথার্থ সাধুসঙ্গ মিলিলে সংসারের সকল দুঃখজ্বালা কোথায় চলিয়া যায়, প্রেমের বিমল জ্যোতিতে অন্তরের সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়।....তাই বলিতেছেন, যথার্থ সাধুসঙ্গ লাভের জন্য চেষ্টা কর। সাধুসঙ্গ হইতেছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যোগসূত্র।

'গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন হয় ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইজন্য যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই। শেষে শিষ্যকে ইষ্টমূর্তির সামনে এনে বলে, 'ও শিষ্য, ঐ দেখ',—বলিয়াই অদৃশ্য হ'ন। শেষে মনই গুরু হয় বা গুরুর কাজ করে।'

যদি মানুষ, গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে, সচ্চিদানন্দই ঐরূপ ধারণ করেছেন। গুরু সেথোর মত হাত ধ'রে নিয়ে যান।'

এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থও হয়। ভক্তির-ই সাধনা কর, ভক্তিরই সাধনা কর। 'ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি যদি না হয় তা হ'লে কোন গতি নাই।' ভক্তিতে যখন সহজে ইষ্টলাভ হয়—পরাভক্তি লাভ আর তাঁহাকে পাওয়া যখন একই কথা—তখন আর সব ছাড়িয়া ভক্তিরই সাধনা কর। প্রেমের আস্বাদ যতই মিলিবে ততই আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে—এ আনন্দের ইতি নাই। তাই বলিতেছেন, সর্বদা সাধনায় লাগিয়া থাক। অল্পে তৃপ্ত হইও না। 'এগিয়ে চল'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি একবার মিউজিয়ামে গিছলুম; তা দেখালে—ইট পাথর হয়ে গিয়েছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।'

ষষ্ঠ অনুবাক

অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও মায়ামুক্তি

দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥ ৪৩

দুঃসঙ্গ (অসৎসঙ্গ) সর্বথা এব (সর্বপ্রকারে) ত্যাজ্যঃ (পরিত্যাগ করা কর্তব্য) ॥ ৪৩

অসৎসঙ্গ সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ৪৩

সৎসঙ্গ যে ভক্তিলাভের অপরিহার্য সহায় তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রতিবন্ধকসমূহের উল্লেখ করিয়া সাধককে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে।

সঙ্গত্যাগ করিয়া থাকা বড় শক্ত, বিশেষতঃ সাধনার প্রথম অবস্থায়। কিন্তু সৎসঙ্গ সর্বদা সর্বত্র সুলভ নয়। সংসারে মনের মানুষ বড় মেলে না। কয়জনেই বা ভগবানের প্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করে? অধিকাংশ লোকই তো তুচ্ছ বিষয়ভোগ লইয়া মজিয়া আছে। নির্বিচারে সকলের সঙ্গে মিশিলে মহা অকল্যাণ। ভক্তিবৃদ্ধির জন্য, নিজের ভাব বজায় রাখার জন্য দেখিয়া শুনিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হইবে। অসৎসঙ্গে শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির হানি হয় না; জীবনের সমূহ সর্বনাশ ডাকিয়া আনে এই অসৎসঙ্গ। তাই দুর্জনকে সর্বদা দূরে পরিহার করিতে হইবে।

সঙ্গ বলিতে আবার শুধু মানুষের সঙ্গ নয়। যে সকল বস্তু বা স্থান বা কাল অন্তরে ভোগবাসনার উদ্রেক করে, মনকে নিম্নগামী করে, সে সকলকে সাবধানে দূরে পরিহার করিতে হইবে। তাই ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংস স্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

চক্ষু দিয়া অসৎ দৃশ্য দেখিব না, কর্ণে অসৎ আলাপ শুনিব না, অসৎ গ্রন্থ পাঠ করিব না, ভোগলালসাবৃদ্ধিকর বস্তু আস্বাদ বা স্পর্শ করিব না—এইরূপ মনোভাব লইয়া যাহাকিছু মনকে বিষয়মুখী ও ঈশ্বরবিমুখ করে সে সকল ছাড়িলে তবে দুঃসঙ্গ সর্বপ্রকারে ত্যাগ করা হইবে।

অসৎসঙ্গ কেন ত্যাজ্য, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে কপিলদেব বলিতেছেন—

যদ্যসদ্‌ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

৩৷৩১৷৩২-৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ (কামিনীকাঞ্চনাসক্ত) পুরুষের সঙ্গে বাস করিয়া তাহারই আচরণের অনুসরণ করে তাহার অন্ধকারময় নরকে গতি হয়। এইরূপ অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে বাস করিলে সত্য শৌচ দয়া মৌন বুদ্ধি শ্রী হ্রী যশঃ ক্ষমা শম দম প্রভৃতি সকল কিছু ক্ষয় হয়। সুতরাং এইরূপ মূঢ়, অশান্ত, দেহাত্মবাদী, স্ত্রীজিত, করুণার পাত্র অসাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে বাস করিবে না।

'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। সাধু অসাধু ভক্ত অভক্ত সকলেরই হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত করা চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকদের কাছ থেকে তফাতে থাক্‌তে হয়। তাদের দূর থেকে প্রণাম করবে।....বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না।

শাস্ত্রে আছে জল নারায়ণ। কিন্তু সকল জল খাওয়া যায় না। কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে, আবার কোন জলে পা ধোওয়া কাপড়কাচা বাসনমাজা চলে, কিন্তু মুখ ধোওয়া খাওয়া ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু কোন জায়গায় যাওয়া যায়, আবার কোন জায়গায় দূর থেকে গড় ক'রে পালাতে হয়।

যে সকল লোক নিজে কখন ধর্মচর্চা করে না, অন্যকেও ধ্যানপূজা করতে দেখলে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে, ধর্ম ও ধার্মিকের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনও ওরূপ লোকের সঙ্গ করবে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে সেইরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ।

অসতের সঙ্গ ভাল নয়। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়, গা বাঁচিয়ে চলতে হয়।'

কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকারণত্বাৎ ॥ ৪৪

কাম ক্রোধ মোহ স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ বলিয়া দুঃসঙ্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য ॥ ৪৪

অসৎসঙ্গের ফলে কি সর্বনাশ ঘটে তাহা বলিতেছেন। অসৎ সঙ্গ হইতে সকল অকল্যাণ, সর্বনাশ ঘটা সম্ভব। কুসঙ্গপ্রভাবে ভোগবাসনার বৃদ্ধি হয়; অসৎ ব্যক্তির কথাবার্তা ও আচরণ মনকে বিষয়লোলুপ করিয়া অধঃপতনের গভীর গহ্বরে ক্রমশঃ টানিয়া লইয়া যায়। বিষয়ের ও বিষয়ীর সংস্রবে থাকিলে মন কিরূপ ধাপে ধাপে নামিয়া যায় তাহা ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২।৬২-৬৩

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামের উদ্ভব; কামনাপূরণের পথে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে; মোহ আসিলে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে; গুরুবাক্য, শাস্ত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ আর স্মরণ হয় না। স্মৃতিভ্রংশ হইতে হয় বুদ্ধিনাশ, আর বুদ্ধিনাশ ঘটিলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকে না।

তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি॥ ৪৫

ইমে (এই সকল কাম ক্রোধাদি) তরঙ্গায়িতাঃ অপি (প্রথমে তরঙ্গের ন্যায় সামান্য থাকিলেও) সঙ্গাৎ (অসৎ সঙ্গের ফলে) সমুদ্রায়ন্তি (সমুদ্রের ন্যায় প্রবল হয়)॥ ৪৫

কামক্রোধাদি যে সকল রিপু অন্তরে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে বর্তমান থাকে সেগুলি অসৎসঙ্গের ফলে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল আকার ধারণ করে॥ ৪৫

যখন বাতাস থাকে না তখন নদীবক্ষের ছোট ছোট তরঙ্গ অন্তরে কোন ভয়ের সঞ্চার করে না। কিন্তু প্রবল ঝড় প্রবাহিত হইয়া যখন নদীবক্ষ তোলপাড় করিয়া ফেলে তখন সেই উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে অতি নিপুণ কর্ণধারও দিশাহারা হইয়া পড়ে। কাম-ক্রোধের তরঙ্গ অল্পবিস্তর সকলের অন্তরে থাকে। রিপুর বেগ অন্তরে দোলা দেয় বলিয়াই তো প্রেমাস্পদকে ভুলি, বিষয়ভোগের পিছনে ছুটি। জীবনের লক্ষ্য হইল এই তরঙ্গগুলির প্রভাবমুক্ত হইয়া চিত্তকে শান্ত, প্রসন্ন করা। নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে যেমন পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে, শান্ত হৃদয়ে প্রেমেরও সেইরূপ প্রকাশ হয়। অসৎসঙ্গ আমাকে লক্ষ্য হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায়, কোথায় লইয়া যায় তাহাও বুঝিতে দেয় না। সুকৃতিবশে বা সাধনভজনের ফলে হয়তো কোন সময়ে রিপুর তাড়না বিশেষভাবে অনুভব করি না; কিন্তু তাই বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি ভাবি, অসৎ সংসর্গে আমার আর কোন ক্ষতি হইবে না। তো বড় ভুল করিয়া বসিব। প্রেমরূপ পরশমণির স্পর্শে হৃদয় যতক্ষণ না সোনা হইতেছে ততক্ষণ অসৎসঙ্গে মলিন হওয়ার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে।

কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্? যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি, যো
মহানুভবং সেবতে, যো নির্মমো ভবতি॥ ৪৬

কঃ (কে) মায়াং (মায়াকে) তরতি (অতিক্রম করিতে পারেন), কঃ (কে) তরতি (অতিক্রম করিতে পারেন)? যঃ (যিনি) সঙ্গান্ (সঙ্গসমূহ) ত্যজতি (ত্যাগ করেন) যঃ (যিনি) মহানুভবং (মহৎ ব্যক্তিগণকে) সেবতে (সেবা করেন), যঃ (যিনি) নির্মমঃ (নির্মম) ভবতি (হ'ন)॥ ৪৬

মায়াকে কে অতিক্রম করিতে পারেন? তিনি কিরূপ ব্যক্তি? যিনি আসক্তি ত্যাগ করেন, মহাপুরুষগণের সেবা করেন, মমতা ত্যাগ করেন তিনিই পারেন॥ ৪৬

এখন হইতে পর পর কয়েকটি সূত্রে ভক্তি সাধনার উপায় বর্ণনা করিতেছেন। ইষ্টের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিলাভ সকল সাধনার লক্ষ্য। তাই ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধকগুলি যাহাতে চলিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, ভাব যাহাতে জমাট বাঁধে তাহার উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে।

মায়ার বন্ধন এড়ান বড় সহজ কথা নয়। তাহার জন্য চাই প্রবল দৃঢ়তা। একনিষ্ঠ সাধনার উপর জোর দিবার জন্য পুনরাবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বলিতেছেন, কে এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করে? কে এই দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

মায়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, ভক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমে চাই চিত্তশুদ্ধি। অন্তরে বিষয়াসক্তি প্রবল থাকিলে ভক্তিলাভ সম্ভব নয়। 'সঙ্গ' বলিতে বিষয়াসক্তিও বোঝায় অসৎসঙ্গও বোঝায়। অসৎসঙ্গ যে ত্যাজ্য তাহা পূর্বে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। এখন বলিতেছেন বিষয়াসক্তি ত্যাগ না করিলে মায়ার হাত এড়াইতে পারা যায় না। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতেও দূরে থাকিতে হইবে।

সৎসঙ্গ, সাধুকৃপা যে ভক্তিলাভের প্রধান অবলম্বন তাহা বলিয়াছেন। এখন বলিতেছেন শুধু সৎসঙ্গ করিলে যথেষ্ট হইল না; শ্রদ্ধাসহকারে সাধুর ও গুরুর সেবা করা চাই।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। গীতা ৪।৩৪

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া তত্ত্বদর্শী পুরুষের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥

ভাগবত ১১।২৬।৩২

এই ঘোর সংসার সাগরে পড়িয়া যাহারা হাবুডুবু খাইতেছে—কর্মের বিপাকে কখনও উচ্চ কখনও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে—ব্রহ্মবিদ্, শান্ত, সাধুগণই তাহাদের উদ্ধারলাভের নৌকাস্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥

ভাগবত ১১।২৬।৩১

অগ্নিকে আশ্রয় করিলে শীত, ভয় ও অন্ধকার তিন-ই এককালে যেমন দূরে চলিয়া যায়, সাধুসেবার ফলে তেমনই সাধনভজনে জড়তারূপ শীত, পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াতের ভয় এবং সংসার বন্ধনের মূল কারণ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ হইয়া যায়।

আর শুধু কায়িক সেবাও যথেষ্ট নয়। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে সাধনভজন, নিজের জীবন গঠন না করিলে কিছুই হইল না।

সাংসারিক বস্তুতে মমত্ববোধ সঙ্গত্যাগের, সাধুসেবার পথে এক প্রবল বাধা—ভক্তিলাভের এক বিষম অন্তরায়। তাই বলিতেছেন—যিনি নির্মম হন, তিনি মায়ানদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। নির্মম বলিতে নিষ্ঠুর নয়; জগতের যত অনিত্য বস্তুতে 'আমার আমার' জ্ঞান হইতেছে 'মমতা'; এই মমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে নির্মম হওয়া। এই মমতার জন্য ইষ্ট ভুলিয়া বেশ আনন্দে থাকি—ছোট ছেলে যেমন চুষিকাঠি পাইলে মাকে ভুলিয়া বেশ খেলায়।

মায়ার স্বরূপ কি ?

'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায়; বস্তুতঃ কোন রং নাই। তেমনি ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহঙ্কারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সংসার তাঁর মায়া। মায়াতে সৎ বা নিত্য অসৎ বা অনিত্য ব'লে বোধ হয়, আবার অনিত্য নিত্য ব'লে বোধ হয়। মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না।

তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিদ্যামায়া —পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিষ, এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

অনেক সময় অজ্ঞানবশতঃ আসক্তিবশতঃ কাহাকেও ভাল না বাসিয়া বা তাহার শুভাশুভের চিন্তায় নিজেকে জড়িত না করিয়া পারি না; কিন্তু তাহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতেছি, তাহার কল্যাণসাধনের জন্য ব্যস্ত আছি, এইরূপ ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কিন্তু 'দয়া আর মায়া এ'দুটি আলাদা জিনিষ। বাপ মা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, ভাইপো ভাগনে ভাইঝি এসব আত্মীয়ের উপর যে টান তাকে বলে মায়া। আমার জিনিষ, আমার জিনিষ—ব'লে সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। আর সবাইকে ভালবাসা, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এর নাম দয়া। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়।....'

জগতে এই অবিদ্যামায়ার প্রথম প্রকাশ অহংরূপে, পরবর্তী প্রকাশ—কাম ও লোভে—কামিনীকাঞ্চনরূপে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে' রেখেছে। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। মেঘ সূর্যকে ঢেকে রেখেছে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। এই মায়া বা অহং যেন মেঘ। গুরুকৃপায় এই অহংবুদ্ধি গেলেই ঈশ্বরদর্শন হয়।....এই দেখ, আমি এই গামছাখানা মুখের উপর ধরে আড়াল করছি। আমি এত কাছে রয়েছি তবু আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের জন্য তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না।....

যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্তা' এ ভুল থাকবে। 'আমি সৎ কাজ করছি, অসৎ কাজ করছি' এ সব ভেদ বোধ থাকবেই। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া। তাঁকে লাভ করতে হ'লে বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হবে, সৎপথ ধরতে হবে। যে তাঁকে লাভ করে সেই মায়া পার হয়ে যেতে পারে।

তাঁকে কি বুঝা যায় গা? তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন। কামিনীকাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। পানা ঢাকা পুকুরে ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই পানা নাচতে নাচতে এসে জলকে ঢেকে ফেলে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে আর বাঁশকে ঠেলে আসতে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভিতরে আসতে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবলমাত্র প্রকাশ থাকেন।....সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা; যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিন্‌তে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বললে, 'আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে।' তখন সে হাসতে হাসতে চলে গেল। তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার কার্য।

তুমি বলছ সংসার করা তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা আর কোন্‌টা অনিচ্ছা তুমি কি সব জেনেছ?—তাঁর কি ইচ্ছা যে সকলেই কুকুরের ন্যায় কামিনীকাঞ্চনে মুখ জুবড়ে থাকে? যখন স্ত্রী-পুত্র মরে, কি খেতে পাওনা, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাওনা কেন? মায়াতে তাঁর ইচ্ছা জানতে দেয় না। অনিত্যকে নিত্য বলে বোধ হয়, নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। তাঁর মায়াতেই আমি কর্তা বোধ হয়। সংসার অনিত্য, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয় এই ঠিক। আর স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, বাপ-মা, বাড়ী-ঘর এসব আমার বোধ হয়।'

মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা বর্ণনা।—

'গুটিপোকা যেমন আপনারই নালে ঘর করে' আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্মে আপনি বদ্ধ হয়। গুটিপোকার যেমন নিজের ঘর ছেড়ে আসতে মায়া হয়, শেষে মৃত্যু। কিন্তু মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, বদ্ধজীবও সেইরূপ।....বদ্ধজীবকে সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখ, তবে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি তাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ ত মরে যাবে। বদ্ধজীব নিজের ও পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। তারা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা ও তোষামোদ করে ধন উপায় করে।

বদ্ধজীবেরা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে, হাত-পা বাঁধা। ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, আবার মনে করে ঐ কামিনী আর কাঞ্চনেতেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে থাকবে। জানেনা যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীবের, সংসারে নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপদে পড়েও চৈতন্য হয় না। যাতে এত দুঃখভোগ করে তাই আবার করে। যেমন উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না।....

বদ্ধজীবেরা যদি অবসর পায় তাহ'লে হয় আবোল তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে; বলে, 'আমি চুপ করে থাকতে পারি না'। হয়ত সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে। আবার এমনি মায়া যে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও যদি দেখে প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বলছে ত বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' যারা ঈশ্বরচিন্তা করে তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। আবার কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও পারে না, ওগরাতেও পারে না। বদ্ধজীবেরা হয়ত বুঝেছে যে সংসারে সার কিছু নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া, তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না। যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার সময় পায় না, কেবল পরিবারদের পুঁটলি বইতে প্রাণ যায়।....সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মাগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হ'তে কি দেয়? যার তিন কুলে কেউ নাই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, 'মাছ দুধ না হ'লে বিড়ালটা খায় না, কি করি!

হয়ত বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নাই—রইল কেবল গোটা কতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দুগাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে ও সংসার করছে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক্ না—তার তো সময় হয়েছে। তা হবে না।

হয়ত কারুর বা বিয়ের পর স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হলো। মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপনা করছেন। সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াশুদ্ধ লোক ডরায়।—আর বলে বেড়াচ্ছেন—'আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!' মর মাগি, তোর কি হ'লো তা দেখ—তা না।'

আসক্তিত্যাগ ব্যতীত মায়ানদীর পারে যাওয়া যায় না।

'যারা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনভজন করতে চায়, তারা যেন কোন রকমে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে না পড়ে। কামিনীকাঞ্চনের সংস্রবে থাকলে কোনকালেও তাদের ঈশ্বরলাভ হবে না। যেমন খই ভাজবার সময় যে খইটি খোলার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে ঠিক্‌রে বাইরে পড়ে তাতে কোন দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাক্‌লে কোন না কোন জায়গায় কাল দাগ লাগেই।····

কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়। তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। ····যাকিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ, সবই মায়া। এক কথায় বলতে গেলে কামিনীকাঞ্চনই মায়ার আবরণ। গৃহীরা মাঝো মাঝো নির্জনে গিয়ে সাধনভজন করে' ভক্তিলাভ করে' মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, মনের ত্যাগ, দুই-ই করবে।

কামিনীকাঞ্চনের ভিতর বেশি দিন থাকলে আর হুঁস থাকে না। মেথর গুয়ের ভার বইতে বইতে তার আর ঘেন্না হয় না। মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার যো নাই।···· কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটি বিঘ্ন। ঐ দুইটির আসক্তিতে মানুষের যে পতন হয়, তা তারা বুঝতে পারে না।····ভূতে যাকে পায় সে নিজে বুঝতে পারে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।····

বড় বড় দোকানে উঁচু চালের ও ডালের ঠেক থাকে। পাছে ইঁদুরে খায় তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কি রেখে দেয়। খেতে মিষ্টি লাগে আর সোঁধা সোঁধা গন্ধ লাগে, তাই যত ইঁদুর সেই কুলোয় গিয়ে সমস্ত রাত কড়র্‌ মড়র্‌ করে খায়, ঠেকের আর সন্ধান পায় না। সেইরূপ মানুষও কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পায় না। জমি, স্ত্রী, টাকা—এই তিনটি জিনিষের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। কামিনীকাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব, তোমার মনের মত কাজ করতে পার না। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্যার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, উচ্চ পদের অহঙ্কার—এইসব হয়।'

আসক্তি হইতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ কিরূপ দৃঢ় হয় 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে' গল্পটি তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত।—

"একজন সাধু গুরুর উপদেশ নিয়ে নির্জনস্থানে সামান্য একটি কুটীর বেঁধে সাধনভজন করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করে একটি গাছে কাপড় ও কৌপীন শুকোতে দিতেন। সাধু যখন ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে যেতেন তখন ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে দিত। সাধু ভিক্ষায় বেরিয়ে লোককে ইঁদুরের উপদ্রবের কথা বলতেন ও নূতন কৌপীন চাইতেন। তারা একদিন বললে, 'আপনাকে রোজ রোজ কে নূতন কৌপীন দেবে? আপনি এক কাজ করুন। একটা বিড়াল পুষুন, তাহ'লে বিড়ালের ভয়ে আর ইঁদুর আসবে না।' তারা সাধুকে একটা বিড়ালছানা দিল। সাধু দুধ ভিক্ষা করে এনে সেই বিড়ালকে খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিন পরে লোকে তাঁকে বললে, 'সাধুজী, আপনার রোজ দুধের দরকার। বারমাস কে আপনাকে দুধ দেবে? আপনি একটা গাই পুষুন, তাহ'লে আপনি নিজে দুধ খেতে পাবেন আর বিড়ালকেও খাওয়াতে পারবেন।' এই বলে গ্রামবাসীরা তাঁকে একটা গাই দিলেন। তখন সাধু সেই গরুর জন্য খড় বিচালি ভিক্ষা করতে লাগলেন। তখন গ্রামের লোকেরা তাঁকে বললে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আপনার কুটীরের কাছে পতিত জমিতে চাষ আবাদ করুন, তাহ'লে আর খড় ভিক্ষা করতে হবে না।' তখন সাধু পতিত জমিতে চাষ আবাদ আরম্ভ করলেন। ফসল রাখার জন্য গোলাবাড়ী ইত্যাদি তৈয়ার করে গৃহস্থের মত মহা ব্যস্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন পর সাধুটির গুরু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, এসব কি ?' শিষ্য অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'প্রভু, এসব এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।' গুরুর দর্শনে তাহার সকল মোহ কেটে গেল ও তখনই সব ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। দেখ, এক কপ্‌নীর জন্য কত কষ্ট।"

যাহাদিগকে 'আমার' জ্ঞান করিয়া জীব সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করে তাহাদের ভালবাসা যে কত তুচ্ছ সে বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলেই আসক্তির হাত হইতে—মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

"গুরু শিষ্যকে বলিলেন, 'সংসার মিথ্যা, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। ঈশ্বরই তোর আপনার, আর কেউ আপনার নয়।" শিষ্য বললে, 'ঠাকুর, এরা আমায় এত ভালবাসে—আমার মা, আমার বাপ, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন করে যাব।' গুরু বললেন, 'তুই আমার আমার করছিস বটে, আর বলছিস্, ওরা ভালবাসে, ও তোর মনের ভুল। আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোর আপনার নয়। এই ঔষধের বড়ি কয়টা তোর কাছে রেখে দে। তুই বাড়ীতে গিয়ে বড়ি কয়টা খেয়ে শুয়ে থাকবি। লোকে মনে করবে, তোর দেহত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। আমি সেই সময় গিয়ে পড়ব। তারপর তোর ক্রমে ক্রমে পূর্বাবস্থা হবে।' শিষ্যটি তাই করলে। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শুনে বললেন, 'আচ্ছা, এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে।' বাড়ীর সকলে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন সেই কবিরাজ বললেন, 'তবে একটা কথা আছে, ঔষধটি আগে একজনকে খেতে হবে। তারপর ওকে খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। তা, এখানে ওর মা কি পরিবার এরা ত সব আছে, একজন না একজন কেউ খাবে সন্দেহ নাই। তা'হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে।' তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। শিষ্য সমস্ত শুনছে। কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা বললেন, 'তাইত, এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে কে এসব দেখবে শুনবে, তাই ভাবছি।' স্ত্রী এইমাত্র বলছিল, 'দিদিগো, আমার কি হলো গো?' তখন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'ওঁর যা হবার তা হয়ে গেছে, আমার অপোগণ্ডগুলির এখন কি হবে, আমি যদি যাই এদের কে দেখবে। আমি কেমন করে ও ঔষধ খাই?' শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুরুদেব চলুন'। বলে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।"

সাংসারিক ভালবাসার বন্ধন আসলে এইরূপ তুচ্ছ বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৃহীব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—'এতদিন সংসার করে তো দেখলে সব ফক্কাবাজী। ঈশ্বরই সত্য, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব দু'দিনের জন্য। আর এতে কিছুই নাই। আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি? শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল। যাতে তিনিই 'আমার' বলে' ভালবাসা হয় তাই করাই ভাল।'

'বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না। সর্বদাই দরকার। সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার।

যেমন কোন অচেনা জায়গায় যেতে হ'লে যে জানে এমন একজনের কথামত চলতে হয়, অনেককে জিজ্ঞাসা করলে পথ গোল হয়ে যায়, সেই রকম ঈশ্বরের কাছে যেতে হ'লে গুরুর কথামত চলতে হয়। এই জন্যই একজন গুরুর দরকার। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য অবলম্বন।

সদ্‌গুরুর কাছে উপদেশ নিতে হয়। সদ্‌গুরুর লক্ষণ আছে। যার সংসার অনিত্য বলে' বোধ হয় নাই, তার কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়।....

যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। কাঁচা গুরু হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

গুরুর উপদেশ অনুসারে চললে সকলেরই মুক্তি হবে।.... গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।....

গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি,
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি ॥ ৪৭

যঃ (যিনি) বিবিক্তস্থানং সেবতে (নির্জন স্থানে বাস করেন), যঃ (যিনি) লোকবন্ধম্ (লৌকিক সম্পর্কজাত বন্ধন) উন্মূলয়তি (নির্মূল করিয়া ত্যাগ করেন), [যিনি] নিস্ত্রৈগুণ্যো (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত) ভবতি (হন), [যিনি] যোগক্ষেমং (অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের চেষ্টা) ত্যজতি (ত্যাগ করেন) [তিনি মায়ার হাত হইতে ত্রাণ পান] ॥ ৪৭

যিনি নির্জনস্থানে বাস করেন, লৌকিক সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন বা ইহলোকে পরলোকে কোন সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যিনি তিন গুণের অতীত হন, এবং যিনি যোগক্ষেম ত্যাগ করেন তিনি মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৭

জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন, "বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ।" ১৩।১১—নির্জনস্থানে বাস ও জনসঙ্গে অরতি জ্ঞানের লক্ষণ।

'নির্জন না হ'লে ভগবান্ চিন্তা হয় না। সোনা গলাবার সময় যদি কেউ পাঁচবার ডাকাডাকি করে, তাহ'লে কেমন করে' গালান হয় ?

নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনীকাঞ্চন চিন্তা। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর নির্জনে বসে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। তাই নির্জনে সাধনদ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করে' তারপর সেখানে থাক।'....

সংসারী হউন বা গৃহী হউন যিনিই ভক্তিলাভ করিতে চাহিবেন তাঁহাকে অবশ্যই নির্জনে থাকিয়া ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। যে সকল বিষয় মায়ার বন্ধন দৃঢ় করে সে সকলের মধ্যে সর্বদা থাকিয়া মায়ার হাত এড়ান যায় না।

'সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত।.... রোগ শোক দারিদ্র্য—সংসারে নানা গোল।....তবে সংসারীদের উপায়, দিন কতক নির্জনে সাধন করতে হয়।....যখন নির্জনে সাধন করবে, সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, সেখানে যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই—ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব।'

'রোগটি হচ্ছে বিকার। আর যে ঘরে বিকারের রোগী সেই ঘরেই তেঁতুলের আচার ও জলের জালা। মেয়ে মানুষ, পুরুষের পক্ষে আচার তেঁতুল, তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার মনে করলেই মুখে জল আসে। ভোগবাসনা, বিষয়তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে, ঐটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। তাতে কি বিকার সারে? তাই নির্জনে চিকিৎসার দরকার। দিন কতক ঠাঁই নাড়া হ'য়ে নির্জনে গিয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেতুল, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে থাকলে ভয় নাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমময়ের প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়িলে লৌকিক বন্ধন আর ভক্তকে জোর করিয়া ত্যাগ করিতে হয় না, আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়। ভাব জমাট বাঁধিবার আগেও লৌকিক বন্ধন খসিয়া যায়—যদি জগতের অনিত্যতা বোধটা অন্তরে পাকা হইয়া যায়।

'ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জীবজগৎ বাড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলে-পিলে, এসব বাজীকরের ভেল্‌কি। বাজীকরই সত্য; তার খেলা সব অনিত্য-স্বপ্নের মত। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে লাগ ভেল্‌কি লাগ। কিন্তু ঢাকা খুলে দেখ—কেবল কতকগুলা পাখী আকাশে উড়ে গেল। জন্ম-মৃত্যু এসব ভেল্‌কির মত, এই আছে এই নাই। তোমরা তো নিজে নিজে দেখছ, সংসার অনিত্য। এই দেখ না কেন? কত লোক এল গেল। কত জন্মাল, কত ম'ল। সংসার এই আছে এই নাই। অনিত্য। জলই সত্য; জলের ভুড়্‌ভুড়ি এই আছে এই নাই; ভুড়্‌ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়; যে জলে উৎপত্তি সেই জলেই লয়। ছেলেমেয়ে,—যেমন একটা বড় ভুড়্‌ভুড়ির সঙ্গে পাঁচ-ছটা ছোট ভুড়্‌ভুড়ি। ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়্‌ভুড়ি, তাঁতেই জন্ম তাতেই লয়।'

'কয়দিনের জন্যই বা সংসারের এ সকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ। মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়,—বিয়ে করলে, ছেলে হ'ল, সেই ছেলে আবার বড় হ'ল, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটা ম'ল, এটা বয়ে গেল—ভাবনা চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত, যত র়স মরে তত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দশডাক' ছাড়তে থাকে। দেখনি? ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরীর চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তখন ভিতরে যে জল আছে টের পাওয়া যায় না। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পিছন দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মতো হয়ে ফুটতে থাকে, আর চুঁ চাঁ, ফুস্ ফাস্ নানারকম আওয়াজ হ'তে থাকে—সেই রকম।'

আসক্তি থাকিলে লোকবন্ধ থাকে, আর লোকবন্ধ থাকিতে প্রেমও হয় না। মায়াবদ্ধ জীবের লৌকিক বিবিধ বন্ধনের পরিচয় সর্বদা সর্বত্র আমরা এইরূপ ভাবেই পাইয়া থাকি।—

'অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নাই বলে মুখ বুজে যত রকম ইসারা করতে থাকে। আবার কেউ কেউ মালা জপ করবার সময় তার ভেতরেই মাছের দর করতে থাকে। আবার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় 'ঐ মাছটা'। নারায়ণ পূজা হবে, পূজার আয়োজন সব হচ্ছে—ঈশ্বরের কথা একটি নাই—কেবল সংসারের কথা। গঙ্গাস্নান করতে এসেছে—কোথায় ভগবানের চিন্তা করবে, না যত রাজ্যের গল্প জুড়ে দিলে। 'তোর ছেলের বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে?' 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটা।' বিধবা পিসি বলছে—'মা! দুর্গাপূজা আমি না হ'লে হয় না।—শ্রী-টি গড়া পর্য্যন্ত!' দেখ দেখি কোথা গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, যত সংসারের কথা। বিশ্বাস নাই, অথচ পূজা জপ আহ্নিক করছে, তাতে কিছু হয় না।'

সকল লৌকিক বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিলে তবে ইষ্টলাভ হয়। প্রতিবন্ধক মনে হইলে পিতামাতার আদেশ লঙ্ঘন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের সংস্রবও ত্যাগ করিতে হয়—তবে হয় মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ।

'কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলে। যে মা ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন দেয়, সে মা নয়,—সে অবিদ্যা-রূপিণী। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য না শুনলে কোন দোষ হয় না। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। প্রহ্লাদ বাপ নিষেধ করলেও কৃষ্ণনাম নিতে ছাড়েনি। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্যের কথা শুনে নাই। ধ্রুব মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিল। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই।'

ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ় হওয়ার ফলে 'সংসার তাঁহার' এই বোধ যদি পাকা হইয়া যায় তাহা হইলে সংসারের মধ্যে থাকিলেও লৌকিক সম্পর্ক আর ভক্তকে মায়ায় জড়াইতে পারে না।

'তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার আর অসার ব'লে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে সে দেখে যে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে—যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্পর্ক থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দু'জনে করে।'

সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিনগুণ হইতে জগতের সৃষ্টি, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনগুণ হইতে জীবের সংসারবন্ধন। এই তিনগুণের পারে যাইতে পারিলে তবে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

"গুণানেতানতীত্যত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ গীতা ১৪।২০

'মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু কারু সত্ত্বগুণ, কারু রজঃগুণ, কারু তমঃগুণ বেশি।....

সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ আছে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত, দয়ালু, অমায়িক। রোজগার পেট চলা পর্যন্ত, খাবার ঘটা নাই।....মানসম্ভ্রমের জন্য ভাবে না।....ঈশ্বর-চিন্তা দান ধ্যান অতি গোপনে। কখনও লোকের খোসামোদ করে' ধন উপায় করে না। কারু কোন অনিষ্ট করে না।.... সত্ত্বগুণের অবস্থায় হৈচৈ সহ্য হয় না। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর-লাভের আর দেরি হয় না। আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে। শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়, তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয়কর্ম থেকে মন সরে আসে।

রজোগুণী লোক বেশি কাজ জড়ায়।....দান করে লোককে দেখিয়ে।....রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেকচার দিতে ইচ্ছা হয়।

তমোগুণীদের লক্ষণ,—কাম, ক্রোধ, বেশি খায়, বেশি নিদ্রা, বেশি অহংকার, এইসব।'

'সংসার-অরণ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ ডাকাতের মতো জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে। একটি লোককে বন দিয়ে যেতে যেতে তিনটা ডাকাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে ধরে' তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন বললে, 'একে মেরে ফেলা যাক।' আর একজন বললে, 'ওকে মেরে কাজ নাই, ওর হাত-পা বেঁধে রেখে যাই চল।' তখন তারা তাই কর্‌লে। খানিকক্ষণ পরে একজন ফিরে এসে বল্‌লে, 'এস, তোমার বন্ধন খুলে দিই। তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, নয় ?' তারপর তার বন্ধন খুলে দিয়ে সঙ্গে করে' অনেকখানি পথ নিয়ে গিয়ে সদর রাস্তায় এসে বললে, 'ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে, এবার তুমি বরাবর চলে যাও।' তখন সেই লোকটি ডাকাতকে বললে, 'মশাই, আপনি আমার এত উপকার করলেন যখন, আমার বাড়ী পর্যন্ত চলুন।' ডাকাত বললে, 'না আমি আর যাব না, পুলিশে জানতে পারবে।' সত্ত্বগুণ জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। সত্ত্বগুণও চোর, তবে সেই পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে, নানা কাজ জড়ায়, ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজঃ তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণ কাম ক্রোধ এইসব তমোগুণ থেকে রক্ষা করে। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।'

গুণাতীত ভক্তের লক্ষণ কিরূপ হয় ?

'ঈশ্বরলাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব।

মায়ামুক্ত হওয়ার, তিনগুণের পারে যাওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভগবান গীতায় বলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬

কোন সাধক যে গুণাতীত হইয়াছেন তাহা চিনিব কি প্রকারে ?

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাংক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

গীতা ১৪।২২-২৫

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য। এই সকলের আবির্ভাবে যিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, এসব চলিয়া যাউক বলিয়া যিনি ব্যস্ত হইয়া উঠেন না, তিনি তিনগুণকে বশ করিয়াছেন। যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে পরিণত গুণসমূহের ক্রিয়াদ্বারা চঞ্চল হন না, নিজেকে সে সকল হইতে পৃথক জানিয়া স্থির থাকেন, তিনি গুণাতীত হইয়াছেন। যিনি সুখে ও দুঃখে সমান, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত, মাটি, পাথর ও সোনার মধ্যে যিনি ভেদ দেখেন না, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু যাঁহার নিকট সমান, যিনি ধীর, নিন্দা বা প্রশংসায়, মানে ও অপমানে যিনি বিচলিত হন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি শত্রু ও মিত্রকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, ফললাভের উদ্দেশ্যে যিনি কর্ম আরম্ভ করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

ভোগের বাসনা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কেবল যাহা নাই তাহা পাইবার এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা। বাসনা চলিয়া গেলে কোন গুণ আর মনের উপর ক্রিয়া করে না। তাই সংগ্রহের ও সংরক্ষণের প্রবৃত্তি আর ভক্তহৃদয়কে ব্যাকুল করে না। 'আমার' বলিয়া তো তাঁহার আর কোন কাজ থাকে না। কাজেই, 'যাহা আছে তাহা কেমনে রক্ষা করি, যাহা নাই তাহা কেমনে পাই' এই ভাবনা আর তাঁহার ইষ্টবিস্মৃতি ঘটাইতে পারে না। অভাব বোধই তাঁহার নাই, তাঁহার সকল অভাব যে ভগবানই পূরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি যে শ্রীমুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গীতা ৯।২২

'সাধুরা সঞ্চয় করবে না, ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। এক ছোকরা সন্ন্যাসী কোন বাড়ীতে ভিক্ষায় গিয়াছিল। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছুই জানে না। একটি যুবতী মেয়ে এসে তাকে ভিক্ষা দিলে। সাধুটি তার বুকে স্তন দেখে ভাবলে, ফোড়া হয়েছে; তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ীর গিন্নি তাকে বুঝিয়ে দিলে—ওর পেটে ছেলে হবে বলে' ঈশ্বর আগে থাক্‌তে স্তনে দুধ দেবেন, তাই তার যোগাড় করেছেন। সাধুটি এই কথা শুনে অবাক হয়ে বললে, 'তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমিই বা ভিক্ষা করি কেন ? আমারও খাবার ব্যবস্থা তিনি করবেন।' আলো জ্বাললে বাতুলে পোকার অভাব হয় না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোকও অনেক এসে জোটে। যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার কিন্তু চেষ্টা করতেই হবে।

সংসারে টাকার দরকার আছে বটে, তা বলে' ওর জন্য বেশি ভেবো না। সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। তারা ও নিয়ে বেশি ভাবে না। একদিক থেকে টাকা আসে, আবার একদিক থেকে খরচ হয়ে যায়। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এর নাম যদৃচ্ছা লাভ—এই ভাল।....যে টাকাকড়ি চায়না, তার টাকা আপনি আসে।'

যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি,
ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥৪৮

যঃ (যিনি) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যজতি (ত্যাগ করেন), কর্মাণি (কর্মসমূহ) সংন্যস্যতি (ত্যাগ করেন), ততঃ (তাহার পর —কর্ম ও কর্মফল ত্যাগের দ্বারা) নির্দ্বন্দ্বো (দ্বন্দ্বশূন্য) ভবতি (হ'ন) [তিনিই মায়া অতিক্রম করেন] ॥ ৪৮

যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, কর্মসমূহ ত্যাগ করেন এবং দ্বন্দ্বাতীত হ'ন তিনিই মায়া অতিক্রম করেন ॥ ৪৮

কোন কর্মেরই ফল চিরস্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক দীর্ঘস্থায়ীও নয়। আবার ফলের কামনা করিলে বিষয় কামনাই করা হয়—আর তাহার ফলে ইষ্টবিস্মৃতি ঘটে। ফল কামনা থাকিতে মায়ার হাত হইতে মুক্তি নাই। তাই ভক্ত নিজের জন্য কোন ফলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনা করেন না ; সামনে যে কাজ আসিয়া পড়ে তাহার ফল ইষ্টে অর্পণ করিয়া নিজেকে তাঁহার হাতের যন্ত্রস্বরূপ ভাবিয়া করিয়া যান।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীতা ৯।২৭

যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যাহা আহুতি দাও, যাহা দান কর, যে কিছু তপস্যা কর, সে সকল আমাতে অর্পণ কর।

ভগবানের এই আদেশ তিনি সর্বক্ষণ পালন করেন এবং তাহার ফলে কর্মের শুভাশুভ ফলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকেই পান।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ গীতা ৯।২৮

'বড়লোকের বাড়ীর ঝি চাকর কাজ করবার সময় ভাবে সবই মনিবের কাজ, নিজের কাজ কিছুই নয়। তেমনি সংসারে থেকে কাজ করতে করতে মনে করবে, সবই তাঁর কাজ, নিজের বল্‌তে কিছু নাই। আবার পূজা জপ তপ করছো, কিন্তু লোক-মান্য হবার জন্য নয়, কিংবা পুণ্য করবার জন্য নয়।

সংসারী লোক শুদ্ধ ভক্ত হ'লে লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ এই সব কর্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। সংন্যাসীরও সব কর্ম নিষ্কাম ভাবে করতে হয়। সংন্যাসী বিষয়কর্ম সংসারীদের মত করে না। কর্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে যা রুইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়। সর্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরির সেবা হ'লে নিজেরই উপকার হলো। শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের ভিতর নয়, জীবজন্তুর ভিতরও হরি আছেন মনে করে' যদি কেউ সেবা করে, আর যদি সে মান যশঃ, মরবার পর স্বর্গ, কিছুই চায় না, যাদের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উল্‌টে কোন উপকার চায় না, এরূপভাবে যদি কেউ সেবা করে, তা' হ'লে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়।

সামনে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেই কাজই কামনাশূন্য হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে কতকগুলো কাজ জড়ান ভাল নয়; তাতে ভগবান্‌কে ভুলে যেতে হয়। যেমন কালীঘাটে দানই করতে লাগল; কালীদর্শন আর হ'ল না। আগে যো সো ক'রে ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তার পর দান যত কর আর না কর। ইচ্ছা হয় খুব কর। নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরলাভের জন্যই কর্ম।

যে অনাসক্ত হয়ে দয়া ও দান করে, সে নিজের মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল, সে ঈশ্বর করেন। বাপমার ভিতর যে স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ, দয়ালুর ভিতর যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। জীবের জন্য তিনি চন্দ্র সূর্য, বাপ মা, ফল ফুল শস্য করেছেন। তুমি দয়া কর আর নাই কর; তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। জগতের দুঃখনাশ তুমি করবে? জগৎ কি এতটুকু? গঙ্গায় বর্ষাকালে কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিচ্ছেন। এই জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে আগে জানা। তার পর যা হয় করো।'

নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে আবার এমন এক অবস্থা আসে যখন কোন কর্ম করিতে আর প্রবৃত্তি যায় না। ইষ্ট যখন ভক্তের হৃদয়-আসন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসেন তখন ভক্তের সকল কর্ম আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়। অহংবোধ থাকিলে তবে তো কর্ম, ভক্তির আতিশয্যে ভক্তের আমি ইষ্টে লয় পায়। জোর করিয়া কর্মত্যাগের দ্বারা নয়, কিন্তু এইভাবে সর্ব কর্ম ত্যাগ হইয়া গেলে ভক্ত মায়ামুক্ত হ'ন।

'সচ্চিদানন্দে যতদিন মন না লয় হয়, ততদিন তাঁকে ডাকা ও সংসারের কাজ করা দুই-ই থাকে। তারপর তাঁতে মন লয় হ'লে আর কোন কাজ করবার দরকার থাকে না।

সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হয়ে যায়—চেষ্টা করলেও সে আর কর্ম করতে পারে না।....যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্মের আড়ম্বর কেটে যাবে। এমন কি তাঁর নামগুণগান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়।'

'আমি কর্তা' এই অভিমান চলিয়া গেলে ভক্তের আর কোন কিছুর উপর আসক্তি বা বিদ্বেষ থাকে না—তখন তিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যান। দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারিলেই হয় মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ। অহংবোধ চলিয়া গেলে জগতের যত সব দ্বন্দ্ব—ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, হেয়-উপাদেয় প্রভৃতিও আর ভক্তের অন্তরে কোন বিকার জন্মাইতে—সুখ বা দুঃখ দিতে সমর্থ হয় না।

এই সূত্রে গুণাতীত হইবার সাধনার ক্রম বলা হইল। প্রথমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ—নিজে ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্থে কর্মের অনুষ্ঠান। কামনা বাসনা ক্ষয় হইয়া আসিলে কর্মত্যাগ। কর্মত্যাগের পর শান্ত ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া অবস্থান—কেবল ইষ্টকে লইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ।

যো বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে॥ ৪৯

যঃ (যিনি) বেদান্ অপি (বেদবিহিত বিধিনিষেধ এবং কর্মসমূহও) সংন্যস্যতি (পরিত্যাগ করেন), কেবলং (একমাত্র) অবিচ্ছিন্নানুরাগং (ইষ্টের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ) লভতে (লাভ করেন) [তিনিই মায়ামুক্ত হ'ন]॥ ৪৯

যিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধমূলক কর্মসমূহও ত্যাগ করেন এবং ইষ্টের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেন (তিনিই মায়ামুক্ত হ'ন)॥ ৪৯

শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধসমূহ প্রবর্তকের জন্য—সিদ্ধিলাভ হইলে বিধিনিষেধ মানিয়া চলার কথাও ভুল হইয়া যায়। বেদত্যাগ বলিতে ভক্ত বেদবিহিত কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন। ভাবভক্তি যখন প্রবল হয় চিত্ত যখন তদ্গত হয় তখন আর হিসাব থাকে না; তখন সকল নিয়ম মানিয়া কর্মানুষ্ঠান ভক্তের পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ ন নিবর্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥

ভাগবত ১১।৭।১১

বালকের মনে যেমন ভালমন্দ হিসাব থাকে না, গুণাতীত ভক্তও সেইরূপ হিসাবের পারে চলিয়া যান। তিনি 'এই কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দ সুতরাং ইহা করিব না', এইরূপ ভাবিয়া কোন নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেন না বা 'এই কাজ উত্তম' এইরূপ ভাবিয়া কোন কর্মে প্রবৃত্ত হন না।

ইষ্টের প্রতি অনুরাগ যখন অবিচ্ছিন্ন হয় তখন আর বিধি-নিষেধের হিসাব থাকে কিরূপে? সাধক যখন অনুরাগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন তখন তাঁহার মায়ার বন্ধন খসিয়া যায়।

'কর্ম যে বরাবরই করতে হয় তা নয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হ'লে আপনিই কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে জপ আহ্নিক কর্ম আর করবার আবশ্যক নাই। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে। তখন কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্চে। যখন ফল হয় তখন ফুল ঝরে যায়। যখন ভক্তি হয়, ঈশ্বরলাভ হয় তখন সন্ধ্যাদি কর্ম চলে যায়। আর কর্ম করতে হয় না। মনও লাগে না। ভক্তি ফল, কর্ম ফুল।'

'যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহ'লে হোম যাগ যজ্ঞ পূজা, এসব কর্মের বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার, যদি আপনি হাওয়া আসে, তাহ'লে আর পাখার কোন আবশ্যক নাই।

পরমহংস অবস্থায় পূজা জপ তর্পণ সন্ধ্যা—এসব কর্ম উঠে যায়। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। লোকশিক্ষার জন্য সাধ করে' কখন কখন বাহিরের কর্ম করে, কিন্তু স্মরণ মনন সর্বদা থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানোন্মাদ বা প্রেমোন্মাদ হ'লে কে বা মা, কে বা বাপ, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হ'য়ে গেছে। তার কোন কর্তব্য থাকে না। সব ঋণ থেকে মুক্ত। তখন কালকার ভাবনা ভগবান্ ভাবেন। প্রেমোন্মাদ হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা, কিছুই থাকে না। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায়।'

অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের এক দৃষ্টান্ত।

'রাম লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে গিয়াছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, একটা কাক পিপাসায় ব্যাকুল হ'য়ে বারবার জল খেতে যাচ্চে, কিন্তু খাচ্চে না। লক্ষ্মণ রামকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, 'ভাই, এ কাক পরম ভক্ত। দিবারাত্র রামনাম জপ করছে। ভাবছে, জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক পড়ে যায়।'

সঃ তরতি সঃ তরতি সঃ লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০

সঃ (তিনি) তরতি (মায়াকে অতিক্রম করেন), সঃ (তিনি) তরতি (মায়াকে অতিক্রম করেন), সঃ (তিনি) লোকান্ (লোক সকলকে) তারয়তি (সংসার সমুদ্রের পারে লইয়া যান) ॥ ৫০

এই প্রকার ভক্ত নিশ্চয়ই নিজে মায়ামুক্ত হন এবং অপরকেও উদ্ধার করেন ॥ ৫০

পূর্বের তিনটি সূত্রে সাধনার যে উপদেশ দিলেন সেইরূপ সাধনসম্পন্ন ভক্ত শুধু নিজেই উদ্ধার হইয়া যান না, অপরকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্ বলিতেছেন, 'মদ্‌ভক্তঃ ভুবনং পুনাতি'—আমার ভক্ত জগৎকে পবিত্র করেন।

সপ্তম অনুবাক

অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৫১

প্রেমস্বরূপং (প্রেমের স্বরূপ) অনির্বচনীয়ম্ (অনির্বচনীয়) ॥ ৫১

বাক্যের দ্বারা প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না ॥ ৫১

সকল সাধনার পরিসমাপ্তি হয় প্রেমলাভে। প্রেমের স্বরূপ মুখে বলা যায় না—তাহা বোধে বোধ হয় মাত্র। ইষ্টকে আস্বাদনের যে আনন্দ তাহা তো ইষ্ট হইতে ভিন্ন নয়। সেই প্রেমকে যথাযথভাবে ভাষায় ব্যক্ত করার সামর্থ্য কাহারও নাই। এ যেন, ঘি কেমন খেতে লাগে ?—এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, ঘি যেমন খেতে লাগে তেমন।

প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার, প্রেমের কোন যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়ার বা ভাষায় যথাযথভাবে বর্ণনা করার মত শক্তিশালী মন কাহারও দেখা যায় না। আর বাক্যের ক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ। বাহ্য বস্তু বা ব্যাপারের বা মানসিক অনুভব সমূহের যথাযথ বর্ণনা করাই অসাধারণ মননশীল ব্যক্তির পক্ষেও অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে—প্রেমানুভূতির বর্ণনা তো দূরের কথা। মন যখনই বিচারমুখী হয়, অনুভব তখন দূরে সরিয়া যায়। সুতরাং মনের দ্বারা প্রেমানুভূতির স্মৃতিমাত্রেরই বিচার—বাক্যের দ্বারা সেই স্মৃতিরই বর্ণনা সম্ভব হয়। কিন্তু স্মৃতি তো আর বস্তুর স্বরূপ নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২

[প্রেম] মূকাস্বাদনবৎ (বোবার রসাস্বাদনের ন্যায়) [অনুভব-বেদ্য হইলেও বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না] ॥ ৫২

বোবা ব্যক্তির রসাস্বাদনের ন্যায় প্রেম কেবল অনুভববেদ্য ॥৫২

আগে বলিয়াছেন, প্রেমের স্বরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবুও এই সূত্রে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রেমের স্বরূপ যতটা সম্ভব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

একজন বোবা আরও কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে কোন উপাদেয় বস্তু আহার করিল। রসাস্বাদনের সামর্থ্য সকলের সমান থাকায় সেই বস্তুর আস্বাদ সকলে সমানভাবে উপভোগ করিলেন। কিন্তু যাঁহাদের বাক্‌শক্তি আছে তাঁহারাই কেবল নানারূপ বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা সেই বস্তুর মাধুর্য পরস্পরকে বুঝাইতে পারেন ;— আবার যাঁহাদের সেই বস্তুর উপর সমান প্রীতি আছে এবং আস্বাদনের ফলে সমান তৃপ্তিলাভ ঘটিয়াছে তাঁহারাই কেবল বস্তুটির উপাদেয়তা সম্বন্ধে একমত হ'ন। কিন্তু বোবা কি করিবে ? আকারে ইঙ্গিতে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়। এইরূপ প্রেমের আস্বাদ আমরা অন্তরেই অনুভব করিতে পারি— বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশের সামর্থ্য আমাদের হয় না। একই ভাবের ভাবুক প্রেমিকগণ কেবল পরস্পরের মধ্যে সেই প্রেমস্বরূপের বিষয়ে আলাপ করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করেন।

প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩

[সেই প্রেম] ক্ব অপি (কোন কোনও) পাত্রে (পাত্রে— উপযুক্ত অধিকারীতে) প্রকাশতে (প্রকাশিত হয়) ॥ ৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন উপযুক্ত অধিকারীতে প্রেমের প্রকাশ দেখা যায় ॥ ৫৩

সেই প্রেমের স্বরূপ যদি বাক্যে প্রকাশ করা না গেল তাহা হইলে অমৃতস্বরূপ প্রেম বস্তু যে সত্যই আছে, তাহা লাভ করিয়া যে কাহারও জীবন ধন্য হয় তাহার প্রমাণ কি? হাঁ, প্রমাণ আছে। কোন কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে সেই দিব্য প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। প্রেম লাভ করিয়া তাঁহারা যে দিব্য অতুল আনন্দের অধিকারী হ'ন, তাঁহাদের দেহে মনে আচরণে সেই দিব্যানন্দের কথঞ্চিৎ প্রকাশ আমাদিগকে প্রেমের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় করিয়া দেয়। এইরূপ ভাগ্যবান্ প্রেমিকের দর্শন না মিলিলে প্রেমস্বরূপ ভগবানের অস্তিত্ব যে জগতে অপ্রমাণ হইয়া যাইত। তাহা হইলে কেবা সেই প্রেমের একবিন্দু পাওয়ার আশায় পাগল হইয়া যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছুটাছুটি করিত? সাধনার সোপানের শেষ ধাপে পৌঁছিলে আসে প্রেমানুভূতি। চিত্ত যখন বাসনাশূন্য ও শুদ্ধ হয় তখন অন্তরে এই দিব্যপ্রেমের প্রকাশ হয়।

'কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়, স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে, যেমন প্রহ্লাদ।'

গুণরহিতং কামনা রহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানম্
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরম্ অনুভবরূপম্ ॥ ৫৪

[প্রেম হইতেছে] গুণরহিতং (গুণরহিত—সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ হইতে ভিন্ন) কামনা রহিতং (স্বার্থগন্ধশূন্য) প্রতিক্ষণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ধমানম্ (প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিশীল) অবিচ্ছিন্নং (বিচ্ছেদশূন্য) সূক্ষ্মতরম্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) অনুভবরূপম্ (কেবলমাত্র অনুভব-স্বরূপ)॥ ৫৪

(প্রেম) নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অনুক্ষণ বৃদ্ধিশীল, কামনা ও গুণাদি পরিশূন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি অনুভূতিস্বরূপ ॥ ৫৪

প্রেমের স্বরূপ কেন মুখে বলা যায় না, তাহা এই সূত্রে বলিতেছেন। ইহার দ্বারা কাম এবং প্রেমের পার্থক্যও বলা হইল।

আগেই বলা হইয়াছে প্রেম অন্তরের অনুভবের সামগ্রী। কেমন সে অনুভব? প্রতিনিয়ত আমরা তো অনেক বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকি—আবার কোথায় চলিয়া যায় সে সকল অনুভব! স্থায়ী তো কোনটা নয়। প্রেমের অনুভব সেরূপ ক্ষণিক নয়। আমার অস্তিত্বের অনুভবকে যেমন কোন সময়ে ছাড়িয়া থাকিতে পারিনা, ভাগ্যগুণে প্রেমোদয় হইলে সে অনুভব আর কখনও প্রেমিককে ছাড়িয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব কবি বলিতেছেন,—প্রীতি (পিরিতি)—এই তিন অক্ষরের তুলনা নাই—'সকল সুখের আখর এ তিন, তুলনা দিব যে কি ?

রসের সাগর এ তিন আখর, তুলনা দিব যে কি ?'

গুণের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। গুণের জন্য যদি কাহাকেও ভালবাসি, তাহা হইলে গুণের ক্ষয়ে সেই ভালবাসাও চলিয়া যায়। গুণদোষ আশ্রয় করিয়াই মন বা ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তু বিশেষের উপর আসক্ত বা বিরক্ত হয়। যে সকল পদার্থের কোন গুণ আছে, যাহাকে কোন বিশেষণ দিয়া বিশেষিত করিতে পারি, বাক্যের দ্বারা কেবল সেই পদার্থের বর্ণনা সম্ভব হয়। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের তো কোন বিশেষণ দিতে পারা যায় না। লৌকিক প্রেমের গভীরতাতেও দেখি, প্রীতি প্রেমাস্পদের গুণদোষের অপেক্ষা করিয়া উদ্ভূত হয় না, তাহা প্রেমিকের হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয়। আবার, প্রেমে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণের কোনটার লেশমাত্র সংস্রব থাকে না। এই তিনগুণ হইতেই আমরা কখনও সুখ কখনও দুঃখভোগ করি। যতক্ষণ কাঁচা আমি থাকে ততক্ষণ এই সুখদুঃখভোগ হয়। কিন্তু কাঁচা আমি না গেলে প্রেমের আস্বাদ মেলে না। আর কাঁচা আমি গেল তো তিনগুণের বন্ধনও ঘুচিয়া গেল। কথাটা অন্যভাবে বলা চলে। তিনগুণের অতীত হইতে পারিলে সাধকের কাঁচা আমির নাশ ও প্রেমের উদয় হয়। তাই প্রেম হইতেছে গুণরহিত।

প্রেমে কোন কামনার স্থান নাই। কামনার পূরণ হইলে কাম্যবস্তুর উপর আসক্তি চলিয়া যায়। কামনা পূরণের অসম্ভাবনা ঘটিলে কাম্যবস্তুর উপর বিরক্তি আসিতে পারে। কিন্তু প্রেমে কামনার নামগন্ধ থাকে না—কাজেই ইহার ক্ষয়ও নাই। প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকট হইতে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির আকাংক্ষা করেন না—প্রেমাস্পদের সুখে তিনি সুখী।

কামজ প্রীতিতে ভোগের পর অবসাদ আছে। ভোগের আনন্দ যতই মধুর, যতই গভীর হউক না কেন, বেশি দিন তাহাতে ডুবিয়া থাকা চলে না—একদিন না একদিন তাহাতে অরুচি আসে। কিন্তু প্রেমে অবসাদ নাই—যতই আস্বাদন করা যায়, আনন্দের মাত্রা তত বাড়িতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার প্রেমানুভবে বিচ্ছেদ বা অবকাশ নাই। প্রেমিকের যে বিরহ তাহা রসাস্বাদনের প্রকারভেদ মাত্র। প্রেমের গভীরতায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে ব্যবধানও ঘুচিয়া যায়।

প্রেমকে বলা হইতেছে সূক্ষ্মতর। বুদ্ধি যতই সূক্ষ্ম ও মার্জিত হউক না কেন, সেই বুদ্ধির দ্বারা প্রেমের পরিমাপ করিতে গেলেই প্রেম দূরে সরিয়া যায়। আবার প্রেমিকের অন্তরের অনুভব অন্য কাহারও বুদ্ধি-বিচারের মধ্যে ধরা পড়ে না।

তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি,
তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি॥ ৫৫

[প্রেমিক] তৎ (প্রেম) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) তৎ এব (কেবল সেই প্রেম) অবলোকয়তি (দর্শন করেন) তৎ এব (তাহাই) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) তৎ এব (তাহাই) ভাষয়তি (বলেন) তদেব (তাহাই) চিন্তয়তি (চিন্তা করেন)॥ ৫৫

এই প্রেমলাভ করিয়া প্রেমিক কেবল এই প্রেমই দর্শন করেন, এই প্রেম শ্রবণ করেন, এই প্রেম বর্ণনা করেন, এই প্রেম চিন্তা করেন॥ ৫৫

প্রেমিকের কাছে প্রেম ও প্রেমময় অভেদ। ইষ্টপ্রেমে যখন তিনি বিভোর হ'ন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সমক্ষে আর অন্য কোন বিষয়ের প্রকাশ হয় না; সে অবস্থায় তাঁহার সকল চিন্তা, সকল চেষ্টার পর্যবসান হয় প্রেমাস্বাদনে। ইষ্টকেই অন্তরে বাহিরে দেখা, তাঁহারই কথা শোনা, তাঁহারই কথা বলা, তাঁহাকেই চিন্তা করা ছাড়া প্রেমিকের আর কোন কাজ থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন।—সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, আর তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ; সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।'—এই পর্যন্ত শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দজী (তখন শ্রীনরেন্দ্রনাথ) হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্যের অবিশ্বাসে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বলিয়া চলিলেন 'এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।'

এ যে অনুভবের বিষয়; মন বুদ্ধি অশুদ্ধ থাকিতে ইহা বুঝিব কিরূপে?

'ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায় না। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের বেশি নেশা হ'লে বলে, 'আমিই কালী'। তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে কিছুক্ষণ পরে চারিদিকেই শিখা দেখা যায়।

ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়। প্রেমোন্মাদ হ'লে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। বলেছিল, আমি কৃষ্ণ। গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে' পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে। তখন উন্মাদ অবস্থা।

'ঠিক ঠিক ভক্তি হ'লে সামান্য জিনিষ হ'তেও ঈশ্বরের উদ্দীপনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'য়ে ভক্তিভাবে বিভোর হয়। চৈতন্যদেব একসময়ে মেড়গাঁ দিয়ে যেতে যেতে শুনলেন, এই গ্রামের মাটিতে খোল তৈয়ারী হয়। অমনি ভাবে বিভোর হলেন, কেননা, কীর্তনের সময় খোল বাজে। মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়। তখন আনন্দে পেখম ধরে' নৃত্য করে। যখন গড়ের মাঠে আমায় বেলুন দেখতে নিয়ে গিয়েছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলাম। শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠদেশ দেখলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহ্যশূন্য হয়ে যেতেন।'

'ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। পাকা ভক্তি যখন হয়, তখন এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমে যখন ন্যাবা লাগে তখন সবই হল্‌দে দেখে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে, 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি।'

ঈশ্বরের উপর যখন ভালবাসা আসে তখন কেবল তাঁরই কথা কইতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়।

ত্যাগীরা কামিনীকাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ভগবানকে দিতে পারে। তাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না। যারা ঠিক ঠিক ত্যাগী তারা ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মুখে আনে না। বিষয়কথা যেখানে হয় সেখান থেকে চলে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৌমাছির মধু ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ভাল লাগে না। তারা ফুলে বসে কেবল মধু খাবার জন্য।

একবার তাঁর আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করে' বেড়ায়। তখন সংসার থাকে আর যায়। ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। তখন কামিনী কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। শাল পেলে বনাত ভাল লাগে না। ভগবানের আনন্দের কাছে—বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! তাঁর রূপ চিন্তা করলে অপ্সরাদের রূপ চিতার ভস্ম বলে' বোধ হয়।

মেয়েরা রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে, কারু কাছে বলে না, বল্‌তে ইচ্ছাও হয় না। কোন রকমে প্রকাশ হ'লে লজ্জা পায়। কিন্তু আপনার একবয়সীদের কাছে সব কথাই বলে, বলবার জন্য ব্যাকুল হয় ও বলে' আনন্দ পায়। ঈশ্বরভক্তও তাঁর সঙ্গে যেভাবে আলাপ করে ও তাতে প্রাণে যে ভাব হয়, যার তার কাছে বল্‌তে ইচ্ছা করে না। বলে'ও সুখ পায় না, আর বল্‌তে গেলে প্রাণে সে ভাব থাকে না। কিন্তু সে আর একজন ভক্তের কাছে প্রাণখুলে সব কথা বলে, বলে'ও সুখ পায়, আর বলবার জন্য ব্যাকুলও হয়।

হনুমান বলেছিল, 'আমি তিথি নক্ষত্র জানিনা, আমি এক রাম চিন্তা করি।' ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম বললেন, 'হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছ, তাঁকে কেমন দেখলে, বলো।' হনুমান বললে, 'রাম, দেখলাম, সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। তার ভিতর মন প্রাণ নাই। সীতার মন প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদি ভেদাদ্ বা ॥ ৫৬

গুণভেদাৎ (গুণভেদ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদ হেতু) বা (অথবা) আর্ত্তাদিভেদাৎ (আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী—এই তিন প্রকার ভক্তভেদে) গৌণী (গৌণীভক্তি) ত্রিধা (তিন প্রকার) ॥ ৫৬

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণভেদ হেতু অথবা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী—এই তিন প্রকার ভক্তভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার ॥ ৫৬

এ পর্যন্ত যে প্রেমাভক্তির বিষয় বর্ণিত হইল, অতি অল্প ভাগ্যবান্ ব্যক্তির জীবনে উহার প্রকাশ দেখা যায়। প্রহ্লাদের ন্যায় গুণাতীত উত্তম ভক্ত, যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসার জন্যই ভালবাসিয়া থাকেন, সংসারে অতি বিরল। অধিকাংশ ভক্তই গৌণী বা বৈধী ভক্তি অবলম্বনে ভগবানের প্রতি অগ্রসর হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভক্তের লক্ষণ ভগবান্ কপিল কর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েৎ যো মাং পৃথগ্ ভাবঃ স রাজসঃ॥
কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

৩।২৯।৮-১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন ক্রোধী পুরুষ অন্তরে হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য লইয়া আমাকে ভজনা করে সে আমার তামস ভক্ত। বিষয়, যশঃ বা ঐশ্বর্য কামনা করিয়া যে ভেদদর্শী ব্যক্তি প্রতিমা প্রভৃতিতে আমার অর্চনা করে সে রাজস ভক্ত। আর যে ব্যক্তির ভেদভাব যায় নাই, কিন্তু যে পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে এবং ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় কর্তব্যবোধে উপাসনা করেন তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত।

সুতরাং দেখা গেল, তামসিক, রাজসিক্ ও সাত্ত্বিক—এই তিন শ্রেণীর ভক্তেরই ভেদজ্ঞান থাকে। কেবল গুণাতীত ভক্তের অভেদ বোধ জন্মে।

বৃহৎ নারদীয় পুরাণে এই সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভক্তির প্রত্যেককে উত্তম মধ্যম অধমভেদে তিন তিন ভাগ করা হইয়াছে। যথা :—

যে ব্যক্তি অপরের বিনাশসাধনের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে হরিকে ভজনা করে তাহার সে তামসী ভক্তি অধম শ্রেণীর। কপটতা সহকারে ভগবানকে যে ভক্তি করা হয়, তাহা মধ্যম শ্রেণীর তামসী ভক্তি। অপরকে ঈশ্বরের আরাধনায় রত দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ভগবানের উপাসনায় যদি কেহ রত হয় তো তাহার সে তামসী ভক্তি উত্তম শ্রেণীর। ধন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয় তাহা অধম রাজসী ভক্তি। যশের কামনা করিয়া পরমভক্তি সহকারে যে ভক্ত উপাসনা করে তাহার রাজসী ভক্তি মধ্যম শ্রেণীর। সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তি প্রার্থনা উত্তমা রাজসী ভক্তি হইতে আসে। পাপক্ষয়ের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনার প্রবৃত্তি অধম সাত্ত্বিকী ভক্তিহ ইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। 'এই সকল কর্ম শ্রীভগবানের প্রিয়' এইরূপ বিচার করিয়া যে ভক্ত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে তাহার সাত্ত্বিকী ভক্তি মধ্যম শ্রেণীর। আর উত্তম সাত্ত্বিক ভক্ত দাসভাবে সর্বদা শ্রীহরির সেবা করেন। শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণমাত্র তাহার মন তন্ময় হইয়া যায়।

আর সর্বোত্তম গুণাতীত ভক্ত হইতেছেন—

অহমেব পরো বিষ্ণুর্ময়ি সর্বমিদং জগৎ।
ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুত্তমোত্তমম্॥

১৪ অধ্যায়, ২০৬ শ্লোক।

আমিই সেই পরম বিষ্ণু, সমস্ত জগৎ আমার মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে। এইভাবে যিনি সর্বদা নিজেকে ঈশ্বর ও জগতের সঙ্গে অভেদভাবে দর্শন করেন তিনি উত্তম হইতেও উত্তম ভক্ত।

"ভক্ত তিন শ্রেণীর—উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম ভক্ত বলে, 'যা-কিছু দেখছি, সবই তাঁর এক-একটি রূপ। তিনিই সব হয়েছেন।' মধ্যম ভক্ত বলে, 'তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে রয়েছেন।' অধম ভক্ত বলে, 'ঐ ঈশ্বর' অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়।

যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত দেখে, মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজা লোকে টের পায় না। তার পূজার আড়ম্বর নাই। ফুল নাই তো বিল্বপত্র গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দু'টি মুড়কি কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখন বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়। আর আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণাতীত ভক্ত, তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা।

তমঃ ও রজোগুণী—আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত সকাম। সকাম ভক্তি করতে করতে নিষ্কাম হয়। ধ্রুব তপস্যা করেছিলেন রাজ্য-লাভের জন্য, কিন্তু ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কাচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায় তো ছাড়বে কেন ?' ”

সকাম ভক্তের জন্য বৈধীভক্তির বিধান।

'এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত যাগযজ্ঞ হোম করবে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, পূজার সময় এইসব মন্ত্র পাঠ করতে হবে, এত উপবাস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এসব বৈধী ভক্তি। এসব অনেক করতে করতে তবে রাগভক্তি আসে। বৈধীভক্তি হতেও যেমন যেতেও তেমন।

শাস্ত্রে অনেক কর্ম করতে বলেছে তাই করছি, এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। প্রথমে একবার পাপ পাপ করতে হয়, কিসে পাপ থেকে মুক্তি হয় তার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু তাঁর কৃপায় যদি একবার ভালবাসা কি রাগভক্তি আসে তো পাপপুণ্য সব ভুল হয়ে যায়।'

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥৫৭

উত্তরস্মাৎ উত্তরস্মাৎ (উত্তরোত্তর হইতে) পূর্বপূর্বা (পূর্ব পূর্ব প্রকারের ভক্তি) শ্রেয়ায় (অধিকতর মঙ্গলদায়ক) ভবতি (হয়) ॥ ৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরোত্তর প্রকারের ভক্তি অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব প্রকারের ভক্তি অধিকতর কল্যাণের কারণ হয় ॥ ৫৭

সাধনাদ্বারা তমোগুণী মনকে রজোগুণপ্রবণ করিতে হয়; ক্রমশঃ রজোগুণ পরিহার করিয়া সত্ত্বগুণ আশ্রয়ের জন্য যত্নবান্ হইতে হয়। তাই বলিতেছেন, তামসিক ভক্ত হইতে রাজসিক ভক্ত, আবার রাজসিক ভক্ত হইতে সাত্ত্বিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিক ভক্তি হইতে গুণাতীত ভক্তি—পরাভক্তি লাভের সম্ভাবনা ঘটে। এইরূপে আর্ত অপেক্ষা অর্থার্থী এবং অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাসু ভক্ত শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী—বলিয়া যে অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাসুর এবং জিজ্ঞাসু অপেক্ষা আর্তের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তাহা হইলে জ্ঞানী ভক্তের স্থান সর্বনিম্নে যাইয়া পড়ে। তবে আর্তভক্তি অর্থে যদি ভগবানের জন্য চরম ব্যাকুলতাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রথম স্থান দেওয়া চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অনুবাক

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮

অন্যস্মাৎ (অন্য সকল প্রকার সাধন হইতে) ভক্তৌ (ভক্তি-সাধনার) সৌলভ্যম্ (সুলভতা আছে) ॥ ৫৮

অন্য সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তিপথ সহজ ॥ ৫৮

পূর্বে বলিয়াছেন, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ; এখন বলিতেছেন, ভক্তি আর সকল পথ অপেক্ষা কেবল শ্রেষ্ঠ নহে ; সকল পথ অপেক্ষা সহজও বটে। এ পথে সকলের অধিকার। ইহাতে জাতি কুল বিদ্যা বয়স দেশ কাল ইত্যাদির অপেক্ষা নাই।

ভালবাসা যে জীবের স্বভাবে রহিয়াছে। অন্তরের প্রীতি যে অহর্নিশ উৎসারিত হইতেছে—তাহা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অর্পণ না করিয়া সে স্থির থাকিতে পারে না। বুদ্ধির মলিনতার জন্য যতক্ষণ প্রকৃত প্রেমাস্পদের সন্ধান না পাই ততক্ষণ সেই প্রেম অপাত্রে অর্পণ করিয়া তাহার ফলে কেবল দুঃখের বোঝা বহিয়া মরি। কিন্তু তাঁহার কৃপায় যখন মনের ভ্রম ঘোচে তখন প্রেমের প্রবাহ সহজে তাঁহার পানে ছোটে। প্রেমের ডোরে তিনি হৃদয়মন্দিরে বাঁধা পড়েন। তাই তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকার মত সহজ সাধনা আর কিছু নাই।

'জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিপথ দিয়ে তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা'হলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তার এ মানে নয় যে, ভক্ত একজায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ঈশ্বর যদি খুসী হন তা'হলে ভক্তিও দেন জ্ঞানও দেন।

ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়। ভাবসমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আর নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়—তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

শাস্ত্রে যেসব কর্মের কথা বলেছে, তার সময় কৈ? একে জীবের অল্প পরমায়ুঃ, তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—কঠোর তপস্যা কেমন করে' করবে? কর্ম করতে যদি বল, তো ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়ে বলবে।

কলিযুগে জ্ঞানযোগও ভারি কঠিন। দেহবুদ্ধি কোনমতে যায় না। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই সকল বিষয়। বিষয়বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধি থাক্‌তে—'সোঽহং' হয় না।'

প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯

[এই ভক্তি] স্বয়ং (নিজেই) প্রমাণত্বাৎ (প্রমাণস্বরূপ বলিয়া) প্রমাণান্তরস্য (অন্যপ্রমাণের) অনপেক্ষত্বাৎ (অপেক্ষা নাই) [ভক্তিতে] ॥ ৫৯

ভক্তিপথে তিনি কেন সুলভ তাহা বলিতেছেন।

ভক্তির অন্য প্রমাণের আর প্রয়োজন নাই; ভক্তি নিজেই প্রমাণস্বরূপা ॥ ৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজানা বিষয়কে জানিবার জন্য নানা প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আবার প্রমাণের যোগ্যতা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উঠিতে পারে। কিন্তু ভক্তির কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি অনুভবের বস্তু; আর অনুভব সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভক্তির আবির্ভাব ভক্ত নিজের অন্তরেই অনুভব করেন। কর্ম, জ্ঞান বা যোগের পথে সাধ্যকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মনের সঙ্গে লড়াই করিতে হয় প্রতিমুহূর্তে। কিন্তু ভক্তের সাধনা সুরু হয় সাধ্য বস্তুকে লইয়া। তাই ভক্তিপথে ঈশ্বর সুলভ হন।

প্রহ্লাদ অসুর বালকদিগকে বলিতেছেন,—

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ ॥

ভাগবত ৭-৬-১৯

শ্রীহরিকে প্রীত করার জন্য বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন হয় না। তিনি যে সকল প্রাণীর আত্মা আর সর্বত্র বিরাজমান।

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আরও কারণ :—

শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০

শান্তিরূপাৎ (শান্তিস্বরূপ বলিয়া) চ (এবং) পরমানন্দরূপা (পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া) [ভক্তির সাধন সুলভ] ॥ ৬০

ভক্তি শান্তিস্বরূপ ও পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার সাধন সুলভ ॥ ৬০

শান্তি ও আনন্দ আমরা নিজেদের অন্তরে অনুভব করি; উহা অনুভবের জন্য বাহিরের কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি ও আনন্দলাভের জন্য আমরা যত কিছু কাজ করি। কিন্তু বিষয়ভোগে ক্ষণিক শান্তি, তুচ্ছ আনন্দ পাই; উহাতে স্থায়ী শান্তি বা পরমানন্দ লাভ হয় না। পরাভক্তিতে কেবল প্রেমাস্পদকে লইয়া আনন্দ অনুভব হয়। তাই পরাভক্তিলাভে জীবন সার্থক হয়।

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোক-
বেদশীলত্বাৎ ॥ ৬১

নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ (নিজেকে, জগতের সব কিছু বস্তুকে এবং শাস্ত্রীয় আচারাদি সব কিছু ভগবানে নিবেদন করার ফলে) [ভক্তের পক্ষে] লোকহানৌ (নিজের ধনজনাদি নাশে) চিন্তা ন কার্যা (চিন্তা করা কর্তব্য হইবে না) ॥ ৬১

নিজেকে ও আপনার বলিতে সব কিছু বস্তু এবং শাস্ত্রীয় আচারাদি ভক্ত ভগবানে নিবেদন করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি আর ধনজনাদি নাশে চিন্তিত হইবেন না ॥ ৬১

ভক্তের নিজের বলিয়া কিছু থাকে না। ধনজন সব কিছু ইষ্টপদে সমর্পণ করিয়া তিনি একান্তভাবে তাঁহার হইয়া যান। ইষ্টই তাঁহার একমাত্র আপনার ধন। তাই অর্থনাশ, আত্মীয় বিয়োগ বা স্বজনবিচ্ছেদ হইলে তিনি কাতর হন না। বিশ্বের মধ্যে ইষ্টের প্রকাশ দেখেন বলিয়া ভক্ত জগতের সেবা করেন।

'একজন লোক কোন পাহাড়ের উপর অনেক কষ্টে একখানা কুঁড়েঘর করেছিল; একদিন ভারি ঝড় উঠল। তাতে ঘরখানা টলমল করতে লাগল। সে ভারি ভাবনায় পড়ে গেল। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছে, 'হে পবনদেব, দেখো ঘরখানা যেন ভেঙ্গো না বাবা।' পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন সে এক ফন্দি ঠাওরাল ;—পবনের ছেলে তো হনুমান্। তখন তাড়াতাড়ি বলছে 'বাবা, এ হনুমানের ঘর, দেখো যেন ভেঙ্গো না।' কিন্তু তখনও ঘর মড়মড় করছে। যখন দেখলে যে কিছুই হলো না, তখন বলছে, 'বাবা, লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর'। তাতেও যখন ঝড় থামলো না, তখন বলছে, 'বাবা, এ রামের ঘর, রামের ঘর।' কিন্তু ঝড় কারও দোহাই মান্‌ল না, মড়মড় করে ঘর ভাঙ্গতে সুরু হলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় লোকটি বলতে লাগল, 'যাঃ শালার ঘর'। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা কিছু হয়েছে জানবে। তাঁর ইচ্ছায় হলো, তাঁর ইচ্ছায় যাচ্চে। তুমি কি করবে।'

ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু
ফলত্যাগস্তৎ সাধনঞ্চ কার্যমেব॥ ৬২

তৎ অসিদ্ধৌ (ভগবানে সর্বস্ব অর্পণ করিতে না পারা পর্যন্ত) লোকব্যবহারঃ (লৌকিক আচার ব্যবহার) ন হেয়ঃ (নিন্দিত বলিয়া ত্যাগ করিবে না); কিন্তু ফলত্যাগ (কর্ম ফলত্যাগ) চ (এবং) তৎসাধনং (কর্মফলত্যাগের সাধনা অর্থাৎ অভ্যাস) কার্যম্ এব (করা কর্তব্য)॥ ৬২

ঈশ্বরে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিতে না পারা পর্যন্ত লৌকিক আচার ব্যবহার জোর করিয়া ত্যাগ করিবে না। কিন্তু কর্মফল ত্যাগ করিয়া এবং ফলকামনাত্যাগের অভ্যাসের সঙ্গে সকল কর্ম করিয়া যাইবে॥ ৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সূত্রের পাঠান্তর 'ন তৎ সিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ' ইত্যাদি আছে। এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হইবে, "ভক্তিলাভ হইলে ভক্তকে লৌকিক কর্মত্যাগ করিতে হইবে, এমন নয়।"

প্রেমের উদয়ে ইষ্টপদে আত্মনিবেদন যতদিন সহজ না হয় ততদিন কর্ম করিয়া যাইতে হয়। কর্মত্যাগ হইবার হইলে আপনিই হইবে। প্রেমের উদয়ে যে কর্মত্যাগ সে ত্যাগে অহং বোধ নাই। জোর করিয়া কর্ম্মত্যাগ মোহবশে হয়। সে ত্যাগে নিজের কল্যাণ হয় না; তাহাতে সমাজেরও অকল্যাণ। সর্বস্ব ইষ্টে অর্পণ করিবার সাধনা জীবনে সহজ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্মের ফল ত্যাগ করিয়া ফল ইষ্টে অর্পণ করিয়া লৌকিক ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। যতদিন কাঁচা আমি প্রবল থাকে ততদিন নিষ্কাম কর্ম সম্ভব হয় না। যখন 'আমি' পাকা হয় ইষ্টের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়—তখন হইতে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সে কর্ম আর 'আমার' কর্ম নয়—সে কর্ম আমার আরাধ্য দেবতার। আমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তাঁহার কর্ম তিনি করিতেছেন। আমার এ দেহ মন প্রাণ তাঁহার বিচিত্র বিশ্বলীলার সহায় মাত্র। তাঁহার অভিপ্রায় তিনিই বুঝেন। আমার কর্তব্য, সম্মুখে যাহা আসিয়া পড়ে তাহা তাঁহার নামে তাঁহার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাওয়া। তাঁহার কাজ, এ বোধ হইলে উহা সর্বাঙ্গসুন্দর না করিয়া যে পারি না।

স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-বৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্॥ ৬৩

স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-বৈরিচরিত্রং (স্ত্রীলোক, ধন, নাস্তিক বা নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রু সম্পর্কে কোন কথা) ন শ্রবণীয়ম্ (শ্রবণ করা উচিত নয়) ॥ ৬৩

স্ত্রীলোক, ধন, নাস্তিক বা নিজের শত্রু সম্বন্ধে কোন কথা শ্রবণ করা উচিত নয় ॥ ৬৩

সাধন পথের পরিপন্থী বিষয়সমূহের প্রসঙ্গ আবার আলোচিত হইতেছে। অসৎসঙ্গ ত্যাগের কথা আগে বলা হইয়াছে। এখন আবার বিশেষভাবে সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন করা হইতেছে।

সাধন পথের সর্বপ্রধান পরিপন্থী, চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ— কামিনীকাঞ্চন। তাই সাধককে এই দুই সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। সঙ্গ তো দূরের কথা, ঐ প্রসঙ্গ শুনিতেও নিষেধ করা হইতেছে। ভোগ্যবস্তুর বিষয় শুনিলে চিত্ত ভোগের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

নাস্তিকের চরিত্র বা তাহার মতবাদের বিষয় শোনা নিষিদ্ধ। সত্যবস্তুর সন্ধান যে পায় নাই, বিভ্রান্তিজনক তর্কজালে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সে সুখী। তাহার বিষয় শুনিলে বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিতে পারে।

আবার অনিষ্টকারী শত্রুর কথাও শুনিবে না। ভক্ত চেষ্টা করিতেছেন, সবাইকে আপনার করিয়া লইতে। কিন্তু যতদিন না সমদর্শনভাব সিদ্ধ হয়, ততদিন শত্রুর বিষয় শুনিলে অন্তরে দ্বেষ-হিংসার বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া চিত্তকে সাধনবিমুখ ও বিষয়মুখী করিয়া তুলিতে পারে।

'ভগবান্ লাভ করতে হলে মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। যুবতীর কাছে অতি সাবধানে থাকলেও কিছু না কিছু কাম জাগবেই জাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৈথুন আটপ্রকার—মেয়েদের কথা শুনতে শুনতে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের বিষয়ে কথাবার্তা কয়ে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে বসে কথা কয়ে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের বিষয়ে গোপনীয় কথা আলোচনা করে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। কামভাবে মেয়েদের দিকে তাকানকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের দেহস্পর্শ করে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই। শুক্রস্খলনকেও মৈথুন বলে।

যারা ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনভজন করতে চায়, তারা যেন কোনরকমে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে না পড়ে। কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব থাকলে কোনকালেও তাদের ঈশ্বরলাভ হবে না। কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী, ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

মানুষ কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পায় না। জমি, টাকা, স্ত্রী—এই তিনটি জিনিষের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্যার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, উচ্চপদের অহঙ্কার,—এইসব হয়।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষকে ভালবাসে, আর পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোককে ভালবাসে। তাই দুইজনেই শীগ্‌গির পড়ে যায়।'

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

ভাগবত, ১১।১৪।২৯-৩০

ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে সংযত করিয়া, স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জন পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া সাবধানতার সহিত আমার চিন্তা করিবে। স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীজিত-পুরুষদের সঙ্গ হইতে মানুষের যেরূপ দুঃখ ও বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হয় এমন আর কিছুতে হয় না।

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্॥ ৬৪

অভিমান দম্ভাদিকং (অভিমান দম্ভ প্রভৃতি) ত্যাজ্যম্ (ত্যাগ করা কর্তব্য)॥ ৬৪

অভিমান দম্ভ প্রভৃতি ত্যাগ করা কর্তব্য॥ ৬৪

আদি শব্দের দ্বারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি হীন মানসিক বৃত্তি-গুলি বুঝাইতেছে। ঐগুলিও ত্যাগ করিতে হইবে।

বাহিরের বাধা অপেক্ষা অন্তরের বাধা অধিকতর প্রবল। আমাদের সব দুঃখের মূলে আছে এই 'কাঁচা আমি'। এই 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' 'আমি তাঁর ভক্ত' এ অভিমান ভাল—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমান আমাদিগকে অন্যায় কার্য হইতে বিরত করে। কিন্তু—'যেহেতু আমি সেবা পূজা করি, আমি ভক্ত, সুতরাং আমি অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্যের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র'—এরূপ অহঙ্কার কাঁচা আমি হইতে আসে ও সাধককে অবনতির পথে লইয়া যায়।

'জীবের 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। অহঙ্কার করা বৃথা, ধন মান যৌবন কিছুই চিরদিন থাকবে না।

'আমি আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয় তা গরুর অবস্থা দেখলেই বুঝতে পার। গরু হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই—সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙ্গল টানতে হয়। কসাইএ কেটে ফেলে। মাংসটা লোকে খেয়ে ফেলে। চামড়াটা নিয়ে হলো জুতো বা ঢাকের চামড়া। জুতোর উপর কত হাঁটাহাঁটি হলো, ঢাকের চামড়ার উপর কাঠি দিয়ে কত পিটলে। তাতেও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত হলো। তখন ধুনুরির হাতে পড়ে তুঁহু তুঁহু করে নিস্তার পেলে। তুঁহু, তুঁহু (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা।'

'অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার কচ্চ, অভিমান কিছু নয়, আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অভিমানের জড় মরেও মরে না। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলে, তবু বুক দুড়দুড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না। 'আমি' ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।—কাঁচা আমি ত্যাগ করতে হয়। পাকা আমিতে দোষ নাই। কাঁচা আমি,—বামুন আমি, কায়েত আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, এসব অবিদ্যার আমি—যাতে বোধ হয় আমি কর্তা, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান্—এইসব। তাতে বন্ধন নিয়ে আসে। আর 'পাকা আমি' —বালকের আমি, বিদ্যার আমি, ঈশ্বরের দাস আমি, ভক্তের আমি—এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা।

উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তাতে জল জমে তবে চাষ হয়। তেমনি তাঁর কৃপাবারি, যেখানে অহঙ্কার সেখানে জমে না। দীনহীন ভাবই ভাল। আচ্ছা, অভিমান অহঙ্কার জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে বলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। সামান্য আধার হলে গেরুয়া পরলে অহঙ্কার হয়; একটু ত্রুটি হলে ক্রোধ, অভিমান হয়।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দম্ভ (ধর্মধ্বজিতা) দর্প (ধনজনাদির জন্য দর্প) অহঙ্কার, ক্রোধ কর্কশ স্বভাব প্রভৃতি দোষ দেখা যায়। গীতা ১৬।৪

আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোবৃত্তি কিরূপ হীন হয় ও ঐরূপ স্বভাবের ফলে তাহাদের কিরূপ অধঃপতন ঘটে তাহা ভগবান্ পরে বলিতেছেন।

অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ কি উপায়ে ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে হয় তাহা জানে না, তাহারা শৌচ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাচার পালন করে না, সত্যেরও অনুসরণ করে না। তাহারা বলে, 'এই জগৎ মিথ্যা ব্যবহারে চলে, এখানে ধর্মাধর্মের কোন স্থান নাই, ইহার নিয়ন্তা কোন ঈশ্বরও নাই। এ সংসার কাম-বশীভূত স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে উৎপন্ন ; ইহার আর কোন কারণ থাকিতে পারে না।' জগতের বিনাশের জন্য এইরূপ হিতাহিত বিচারশূন্য, হীনবুদ্ধি নিষ্ঠুর ব্যক্তিসকল জন্মগ্রহণ করে। অফুরন্ত কামনাবাসনায় পরিপূর্ণ তাহাদের অন্তঃকরণ। ধর্মধ্বজিতা, অহঙ্কার ও অভিমানে মত্ত হইয়া এই সকল ব্যক্তি মোহবশতঃ অসৎ উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়া বিবিধ অমঙ্গলকর কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কামের উপভোগেই জীবনের সার্থকতা, এইরূপ স্থির করিয়া শত আশাপাশে বদ্ধ সেই কামী ও ক্রোধী ব্যক্তিরা নিজেদের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আমরণ অন্যায় উপায় অবলম্বনে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে। 'আজ আমার এই লাভ হইয়াছে, আমার এই মনোবাসনা ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে, আমার আজ এই ধন আছে, ভবিষ্যতে আমার আরও এত ঐশ্বর্য বাড়িবে, এই সকল শত্রু আমি নাশ করিয়াছি, ভবিষ্যতে অবশিষ্ট সকল শত্রুকে ধ্বংস করিব, আমি মহা ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান্, আমি ভোগী, সুখী ও সদ্‌বংশজাত, আমার সমান জগতে আর কেহ নাই, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব,' এইরূপ অসংখ্য চিন্তার বশীভূত মোহমুগ্ধ অজ্ঞান ব্যক্তিগণ অশুচি নরকে পতিত হয়।

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং
তস্মিন্নেব করণীয়ম্॥ ৬৫

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ (সমস্ত কর্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামক্রোধাভিমানাদিকং (কাম ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি) তস্মিন্ এব (ইষ্টের উপর) করণীয়ম্ (করণীয়) ॥ ৬৫

সমস্ত কর্ম ইষ্টে সমর্পণ করিয়া কাম ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি তাঁহার উপরই করিবে ॥ ৬৫

অন্য সব সাধনপথে অহর্নিশ প্রবৃত্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে নাশ করিতে হয়। ভক্তিপথে সেরূপ সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না। ভক্ত সর্বক্ষণ ইষ্টের আরাধনায় মত্ত থাকিতে চেষ্টা করেন। মন প্রাণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সব তাঁহার সেবায় লিপ্ত করিবার চেষ্টার ফলে ভোগপ্রবৃত্তিসমূহ আপনি স্তিমিত হইয়া আসে। তখনও যদি কামক্রোধাদি প্রবৃত্তি মাথা তুলিয়া ভক্তকে ইষ্টবিমুখ করিতে চায় তো ভক্ত সে সকলের মোড় ইষ্টের অভিমুখে ফিরাইয়া দেন। ভক্ত ব্যাকুলভাবে তাঁহাকেই পাইবার কামনা করেন। ভক্তির বিরোধী বিষয়সমূহের উপর তাঁহার ক্রোধ আসে।—'আমি তাঁর ভক্ত,' 'আমার ইষ্টের ন্যায় আর কে আমার আপনজন আছে,' বা 'তিনি আমায় দয়া করিলেন না, আর তাঁহাকে ডাকিব না,' এই প্রকারের অভিমান ভক্তকে ইষ্টচিন্তাতেই ব্যাপৃত রাখে।

গোস্বামী নরোত্তম দাস প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইবার এইরূপ বিধান দিতেছেন—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ-মাৎসর্য দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥

'ভগবানের শরণাগত হয়ে লজ্জা ভয় এসব ত্যাগ কর। আমি যদি হরিনামে নাচি, লোকে আমায় কি বলবে, এসব ত্যাগ কর। 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।' লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুলশীল, লোকনিন্দা, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা, অভিমান—এই সব পাপ ত্যাগ না করলে কেহ কখনও ঈশ্বরলাভ করতে পারে না।

কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু তো সহজে যাবে না; এদের ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে রমণ কর। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়, তাদের উপর ক্রোধ। আবার ভক্তির তমঃ আনলে ক্রোধ যাবে। আমি দুর্গানাম করেছি, আমার আবার বন্ধন কি? পাপ কি? তারপর ভগবানকে পাবার জন্য লোভ কর। 'আমার আমার' যদি করতে হয় তবে তাঁকে লয়ে; যেমন, 'আমার কৃষ্ণ,' 'আমার রাম'। তাঁর রূপে মুগ্ধ হও। যদি অহঙ্কার করতে হয় তবে বিভীষণের মত।—'আমি রামকে প্রণাম করেছি, এ মাথা আর কারও কাছে নোয়াব না।' যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা'হলে 'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ছেলে,' এই অহঙ্কার করতে পার। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দাও। কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা। সব মন তাঁকে না দিলে দর্শন হয় না।

কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই। তবে ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা করতে পার। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তির তমঃ আনবে। মার কাছে জোর কর। তোমার যে আপনার মা, এ ত পাতান মা নয়, এ ত ধর্ম-মা নয়, এতে জোর চলবে না, তো কিসে জোর চলবে ?'

ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তাত্মকং বা
প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যম্ ইতি ॥ ৬৬

ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং (তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভক্তির পারে গিয়া—অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং আর্ত ভক্তের ভাবকেও অতিক্রম করিয়া) নিত্যদাস-নিত্যকান্তাত্মকং (সর্বদা দাসভাবে বা কান্তাভাবে ভজনরূপ) প্রেম এব কার্যম্ (প্রেমে মগ্ন হইবে) ॥ ৬৬

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের বন্ধনে জীব বদ্ধ। এই তিন গুণের বন্ধন ছেদন করিতে হইবে—নচেৎ পরাভক্তি আসিবে না।

আর্তাদিভাবে যে ভক্তি তাহা পরাভক্তিলাভের সোপান মাত্র। এইস্থানে শেষ সোপানের কথা হইতেছে। এই সোপানেও 'আমি'র লেশ, একটু ভেদভাব থাকে। নচেৎ রসাস্বাদন হয় না। কিন্তু পরমপ্রেমে সেটুকুও লোপ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনগুণের বন্ধন অতিক্রম করিয়া এবং আর্তাদি ভাবকেও অতিক্রম করিয়া নিত্যদাস বা নিত্যকান্তাভাব আশ্রয়পূর্বক প্রেমের সাধনা করিতে হইবে। দাস্য এবং মধুরভাব গ্রহণ করায় ইহা দ্বারা সখ্য ও বাৎসল্যভাবও গৃহীত হইল।

'ভাব কি জান? তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান, এরই নাম। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে।

দাসভাব থেকে সব ভাব আসে—শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি চাকরকে ভালবাসে, তা'হলে তাকে কাছে বসিয়ে বলে, আমিও যা, তুইও তা।'

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর—এই সকলের মধ্যে একটা ভাব আশ্রয় না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঋষিদের শান্তভাব ছিল। তারা আর কিছু ভোগ করবার ইচ্ছা করত না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা, সে জানে আমার পতি কন্দর্প। হনুমানের দাস্যভাব। যখন রামের কাজ করে তখন সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে, তাই স্বামীর প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু থাকে; যশোদারও ছিল। সখ্য—বন্ধুভাব। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও মুখের এঁটো খাবার খাওয়াচ্চে, কখনও বা কাঁধে উঠছে। বলছে, এস, কাছে এসে বস। বাৎসল্যভাব—যশোদার। স্ত্রীরও কিছু কিছু থাকে; স্বামীকে প্রাণভরে খাওয়ায়। কৃষ্ণের কখন খেতে ইচ্ছা হবে বলে যশোদা ননী হাতে করে বেড়াতেন। ছেলেটি যদি পেটভরে খায় তবেই মার আনন্দ। মধুরভাব—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুরভাব আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য—এসব মধুরভাবের মধ্যে আছে। সব ভাব ভাল লাগা কেবল সিদ্ধ অবস্থায় হয়। সে অবস্থায় কামগন্ধ থাকবে না।'

'প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। গোপীদের প্রেমাভক্তি। অহংতা আর মমতা এ দুটা জিনিষ প্রেমাভক্তিতে থাকে। অহংতা কিনা, আমি যদি কৃষ্ণের সেবা না করি তাঁর অসুখ হবে। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না। আর 'মমতা' কিনা 'আমার আমার' করা। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পাছে কাঁটা ফোটে সেইজন্য গোপীদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণতলে থাকত; গোপীদের এত মমতা।'

নবম অনুবাক

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ ॥৬৭

একান্তিনঃ (ঐকান্তিক) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মুখ্যাঃ (শ্রেষ্ঠ) ॥ ৬৭

সাধনার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের সকল চেষ্টা ইষ্টাভিমুখী করিয়া অহর্নিশ তাঁহার ভজনা করা। সাধক যখন এইরূপে তন্ময়—একান্তী হন, হৃদয় নিংড়াইয়া সমস্ত ভালবাসা ইষ্টপদে অর্পণ করেন, যখন তাঁহার অন্তরে পরাভক্তির প্রকাশ হয়, তখন তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে পরিগণিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্তী ভক্তগণ গুণাতীত। তাঁহাদের অন্তরে ঐহিকতার বা স্বার্থচেষ্টার লেশমাত্র থাকে না। তাঁহারা মুক্তি কামনাও করেন না।

'ভক্তের ভাব কিরূপ জান ? 'হে ভগবান্, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান,' আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা,' 'তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ'।

'তিনি তো সর্বভূতেই আছেন। তবে ভক্ত কাকে বলে ? যে তাঁতে থাকে—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে।'

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ॥ ৬৮

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ ([প্রেমের আতিশয্যে) বাক্‌রোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত সহ) পরস্পরং লপমানাঃ (ভক্তগণের পরস্পরের মধ্যে আলাপে লিপ্ত থাকিয়া) কুলানি (বংশসমূহ) পৃথিবীম্ চ (এবং জন্মভূমিকে) পাবয়ন্তি (পবিত্র করিয়া থাকেন)॥ ৬৮

ভক্তগণ প্রেমের আতিশয্যে বাক্‌রোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাতের সহিত পরস্পরের সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আলাপে মত্ত থাকিয়া নিজেরা যে সকল বংশে জন্মিয়াছেন সেই সকল বংশ এবং জন্মভূমিকে পবিত্র করেন॥ ৬৮

অশ্রু, পুলক, কণ্ঠরোধ, এ সকল ভক্তির আতিশয্যের লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের আতিশয্যে কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। "তাঁতে মন লয় হলে আর কোন কাজ করবার দরকার থাকে না। যেমন ধর কীর্তন গাইছে—'নিতাই আমার মাতা (মত্ত) হাতী।' যখন প্রথম গান ধরেছে তখন গানের কথা,—সুর, তাল, মান, লয়—সকল দিকে মন রেখে ঠিক করে গাইছে। তারপর সেই গানের ভাবে মন একটু লয় হয়েছে, তখন কেবল বলছে,—'মাতা হাতী, মাতা হাতী'। পরে যখন আরও মন ভাবে লয় হল, অমনি খালি বলছে—'হাতী, হাতী'। আর যেই মন আরও ভাবে লয় হল, অমনি 'হাতী' বলতে গিয়ে 'হা' বলে হাঁ করেই রইল।"

তাঁহার নাম স্মরণে ও লীলাকীর্তনে রোমাঞ্চ হয়, দর বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতে থাকে। আর এই প্রেমের সম্ভোগ তাঁহারা একা একা করিতে ভালবাসেন না—পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আলাপ, কীর্তন করিতে করিতে তাঁহারা মাতিয়া যান। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০।৯

যে সকল ভক্তের মন প্রাণ আমাতে অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা পরস্পরের সহিত আমার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়া সর্বদা পরম সন্তোষ ও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

'ভক্তের গাঁজাখোরের স্বভাব। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে মহা আনন্দ। আমীর এলে কথা কয় না, কিন্তু যদি একজন লক্ষ্মীছাড়া গাঁজাখোর আসে তবে হয়ত কোলাকুলি করে। ভক্তের স্বভাব কি জান? আমি বলি, তুমি শোন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি বল, আমি শুনি। সেইরকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়, তখন তারা উভয়ে ধর্মকথা কয়, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গত্যাগ করতে ইচ্ছা করে না।'

ভক্তগণ যে কেবল পরস্পরের মধ্যে আলাপে তুষ্ট থাকেন, তাহা নয়। জগতের দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ বিগলিত হয়—অভক্তদের হৃদয়ে ভক্তিসঞ্চারের জন্য তাঁহারা সর্বত্র তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়া বেড়ান।

কাহাকেও পবিত্র করিবেন, এ অভিমান তাঁহাদের থাকে না। বিশ্বব্যাপী ইষ্টের প্রকাশ অনুভব করিয়া নিত্যদাসভাবে তাঁহারা সেবা করেন। তাঁহাদের সান্নিধ্যে যে কেহ আসে সে পবিত্র হইয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেনুভিঃ॥

ভাগবত ১১।১৪।১৬

যিনি জগতের কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না, যিনি সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছেন, যাঁহার কেহ শত্রু নাই, যিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, এই প্রকার ভক্তের পদধূলিতে পবিত্র হওয়ার জন্য আমি তাঁহার পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়াই।

"মেয়েরা রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে, কারু কাছে বলে না,—বলতেও ইচ্ছা হয় না। কোনরকমে প্রকাশ হলে লজ্জা পায়। কিন্তু আপনার এক বয়সীর কাছে সব কথাই বলে, বলবার জন্য ব্যাকুল হয় ও বলে আনন্দ পায়। ঈশ্বর ভক্তও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর সঙ্গে যেভাবে আলাপ করে ও তাতে প্রাণে যে ভাব হয়, যার তার কাছে বলতে ইচ্ছা করে না। বলেও সুখ পায় না, আর বলতে গেলে প্রাণে সে ভাব থাকে না। কিন্তু সে আর একজন ভক্তের কাছে প্রাণ খুলে সব কথা বলে, বলে'ও সুখ পায়, আর বলবার জন্য ব্যাকুল হয়।"

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি ॥৬৯

[ভক্তগণ] তীর্থানি (তীর্থসমূহকে) তীর্থীকুর্বন্তি (পবিত্র করেন, তীর্থ নামের উপযুক্ত করেন), কর্মাণি (কর্মসমূহ) সুকর্মীকুর্বন্তি (সুকর্মে পরিণত করেন)। শাস্ত্রাণি (শাস্ত্রসমূহ) সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি (সৎশাস্ত্ররূপে পরিণত করেন) ॥ ৬৯

ভক্ত সংস্পর্শে তীর্থের মাহাত্ম্য। তাঁহারা তথায় সাধনা ও বাস করেন বলিয়া তীর্থ পাবনীশক্তি লাভ করে।

সাধুভক্তগণ যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন জগতে তাহাই সুকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

সাধকগণের অনুভবের উপর শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা। অনেক গ্রন্থ রচিত হয় ; কিন্তু, ধর্মবিষয়ক হইলেও সকল গ্রন্থ শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে না। যে সকল গ্রন্থ তাঁহারা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেন বা যে সকল বাণী তাঁহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হয় সে সকলই কেবল শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত হয়।

'যেখানে অনেক লোক অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ জপ ধ্যান ধারণা প্রার্থনা উপাসনা করেছে সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরী ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে ; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়।'

"যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু ভক্ত সিদ্ধপুরুষেরা এইসব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।'

'যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়। যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়।'

ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে ধরাতলে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলে দেবী আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'আমি পৃথিবীতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি ধরাতলে অবতরণ করিলে মানুষে আমার সলিলে তাহাদের পাপ ধৌত করিবে। আমি আবার সে পাপ কোথায় ধুইয়া নির্মল হইব ?' উত্তরে ভগীরথ বলিলেন,—

সাধবঃ ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥

ভাগবত ৯।৯।৬

যাঁহারা ইহলোক পরলোক ধনসম্পদ্ ও স্ত্রী-পুত্রাদির কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিসমূহ শান্ত হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং সংসারের পবিত্রতা সম্পাদনে রত, যাঁহাদের হৃদয়ে সর্বপাপনাশন হরি সর্বদা বিরাজমান আছেন, সেই সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুব্যক্তিগণ আপনার সলিলে অবগাহন করিয়া আপনার পাপ, নষ্ট করিয়া দিবেন।

তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত বিদুরকে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

ভাগবত ১।১৩।১০

অসৎ লোকের সান্নিধ্যে তীর্থসমূহ মলিনতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীহরিকে নিত্য হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া আপনাদের ন্যায় ভগবদ্‌ভক্তগণ তীর্থসমূহে গমন করিয়া সে সকলের পুনরায় তীর্থত্ব সম্পাদন করেন।

এই সামর্থ্য ভক্তদের আসে কোথা হইতে ?

তন্ময়া॥ ৭০

[যে হেতু তাঁহারা] তন্ময়াঃ (তন্ময়), [সেই হেতু তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তীর্থ কর্ম ও শাস্ত্রসমূহ স্ব স্ব মর্যাদা লাভ করে]॥ ৭০

এই উত্তম ভক্তগণ ভগবান্‌ ব্যতীত আর কিছু জানেন না। তাঁহারা ইষ্টময় হইয়া যান—তাঁহারা সর্বদা ইষ্টকে হৃদয়ে বহন করিয়া বেড়ান। তাই তাঁহারা যেখানে যান যেখানে বাস করেন সেই সকল স্থানে ভগবানের সত্তার বিশেষ প্রকাশ হয়, তাঁহাদের আচরণসমূহ সদাচাররূপে পরিগণিত হয়—তাঁহাদের বাক্য ঈশ্বরের বাক্যরূপে জগৎকে পবিত্র করিবার শক্তি ধারণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥৭১

[ভক্তগণের আবির্ভাবে] পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) মোদন্তে (আনন্দিত হন) দেবতাঃ (দেবগণ) নৃত্যন্তি (নৃত্য করেন) চ (এবং) ইয়ং ভূঃ (এই পৃথিবী) সনাথা (সনাথা) ভবতি (হন) ॥৭১

উত্তম ভক্তের আবির্ভাবে স্বর্গ মর্ত্য পিতৃলোকে আনন্দের রোল পড়িয়া যায়। বংশে ভক্তের আবির্ভাব হইলে জীবিত পিতৃগণ তো আনন্দিত হন বটেই, পরলোকগত পিতৃগণও আনন্দিত হন। জাত ব্যক্তিমাত্রের দেবঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি থাকে—ঐ সকল ঋণ মোচনের জন্য প্রতি ব্যক্তিকে যথাবিহিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত সকল ঋণ সকল কর্তব্য হইতে মুক্ত।

কেবল প্রকৃত ভক্তই জগতের যথার্থ মঙ্গল বিধান করিতে পারেন। ভক্তের আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য জগতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব ঘটে। তাই বলা হইতেছে, ভক্তের আবির্ভাবে পৃথিবী সনাথা হন।

ঈশ্বর পরিতৃপ্ত হইলে অন্য দেবগণও তৃপ্ত হন।

নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদি-ভেদঃ ॥ ৭২

তেষু (ভক্তগণের মধ্যে) জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ (জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন বা কর্মের জন্য ভেদ) নাস্তি (নাই) ॥ ৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না— প্রেমাস্পদকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা সকলে পরস্পরের আপনার হইয়া যান। তাঁহাদের সকলের চিন্তা ও চেষ্টা যে সর্বদা এক লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। ভেদভাবনার তাঁহাদের অবসর কোথায়? ভেদভাবনা আসিলে যে তাঁহারা ইষ্টকে বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছ বিষয়ে বদ্ধ হইয়া পড়েন।

'ভক্তের জাতি নাই। ভক্তের থাক আলাদা। তাদের মধ্যে জাতি বিচারের কোন দরকার নাই। ভক্তি হলেই দেহ মন আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। ভক্ত হলে চণ্ডালেরও অন্ন খাওয়া যায়।'

কেন ভেদ থাকে না?

যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩

যতঃ (যেহেতু) [ভক্তগণ] তদীয়াঃ (ঈশ্বরের আপনার জন) ॥ ৭৩

ঐহিক ভেদ ভক্তসমূহের মধ্যে থাকিবে কি প্রকারে? ঐহিক সকল ভাবনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা যে একান্তভাবে ইষ্টকে আশ্রয় করিয়াছেন। সকলেই যে তাঁহার আপনার লোক। জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তির উপর তাঁহাদের সমদৃষ্টি—কেন না, জগতের সব কিছুকে তাঁহারা ইষ্টের বলিয়া জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অনুবাক

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪

বাদঃ (তর্ক বিতর্ক) ন অবলম্ব্যঃ (অবলম্বন করিবে না) ॥ ৭৪

তর্কের দ্বারা বস্তুলাভ হয় না। ইষ্টলাভের জন্য শ্রদ্ধাই প্রধান সম্বল। তর্ক-বিচারের দ্বারা তত্ত্বের নিরূপণ ও প্রতিষ্ঠা হয় না। তর্কের দ্বারা মনের চাঞ্চল্য বাড়ে। তাই ভক্তিপথের পথিক গুরু ও শাস্ত্রমুখে নিজের ভাবের অনুকূল আদর্শ অবগত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে সাধনা করিয়া চলিবেন।

সাধকের পক্ষে এই কথা। যিনি বস্তু লাভ করিয়াছেন তাঁহার কাছেও তর্ক-বিতর্কের কোন মূল্য নাই। ঈশ্বরকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যুক্তি দ্বারা তিনি নূতন করিয়া আর কি বুঝিবেন ? তর্কের দ্বারা কাহাকেও পরাজিত করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনাও তাঁহার অন্তরে জাগে না।

বস্তুলাভের পূর্বে নিজের সাধনার অনুকূল বিচার, মননাদির প্রয়োজন আছে। সেরূপ বিচার নিষেধ করা হইতেছে না।

শ্রুতি বলিতেছেন, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (কঠ উপনিষৎ ১।২।৯) তর্কের দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি লাভ করা যায় না।

'যারা জ্ঞানাভিমানী তারাই শাস্ত্র মীমাংসা তর্ক যুক্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি ঈশ্বরকে কেউ একবার জানতে পারে তা' হলে ওসব হাবজা গোবজা বিষয় জানতেও ইচ্ছা হয় না। বই শাস্ত্র—এ সব কেবল তাঁর কাছে যাবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওসবের দরকার হয় না। বসে বসে কেবল শাস্ত্রের কথা নিয়ে বিচার করলে হবে না। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।'

'বৃথা তর্ক বিচার করলে বস্তু লাভ হয় না। বৃথা তর্ক বিচার করবে না। তবে সদসৎ বিচার করবে—কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য।'

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ চ ॥ ৭৫

[তর্ক বিতর্কে] বাহুল্যাবকাশত্বাৎ (মত বাহুল্যের সম্ভাবনা আছে বলিয়া) চ (এবং) অনিয়তত্বাৎ (যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মত সকল সন্দেহের অতীত হইতে পারে না বলিয়া) [তর্ক করিবে না] ॥ ৭৫

যুক্তির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব নহে। তর্কের কি শেষ আছে? কথায় কথা বাড়ে। শেষে আসল বিচার্য বস্তু ভুলিয়া অবান্তর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলে। বস্তুলাভ অন্তরের অনুভূতি সাপেক্ষ। শ্রুতি বলিতেছেন, যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৪।১)। মন তাঁহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে।

'কথাটা এই—কোন রকমে যাতে তাঁর উপর ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়। নানা খবরে কাজ কি? একটি পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয় তা' হলেই হলো। তারপর যদি দরকার হয়, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। আম খেতে এসেছ; আম খাও। কত ডাল, কত পাতা, এসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাব করে কি হবে? ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা' হলে ঠিক বলা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করে ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

তুমি কলকলানি ছাড়। যতক্ষণ ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকল করে। খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলে ভক্ ভক্ শব্দ হয়। কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁর আনন্দ পাওয়া যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে মৌমাছি আর ভন্‌ভন্ করে না। বই পড়ে কতকগুলা তর্কযুক্তি করতে পারলে কিছু হবে না। 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বললেও হবে না, কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। নেশা করতে হলে সিদ্ধি খেতে হয়। এ সব কথা ধারণা করতে হবে। ধারণা করতে হলে ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে।

এক বাগানে দু'জন লোক বেড়াতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যার বিষয়বুদ্ধি বেশী সে বাগানে ঢুকেই কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম হয়েছে, বাগানটার কত দাম হতে পারে, বিচার করতে লাগল। অপর লোকটি বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে আম পাড়তে আর খেতে লাগল। বল দেখি কে বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরবে। কেবল পাতা গুণে হিসাব কিতাব করে লাভ কি? তাঁতে প্রেমভক্তি হবার জন্যই মানুষজন্ম। যারা জ্ঞানাভিমানী তারাই শাস্ত্র মীমাংসা তর্ক যুক্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি ঈশ্বরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ একবার জানতে পারে, তা' হলে ওসব জানতে তার আর ইচ্ছাও হয় না।'

বিচার যে একেবারে করিবে না, এমন বলা হইতেছে না।

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্ধক-কর্মাণ্যপি করণীয়ানি ॥ ৭৬

ভক্তিশাস্ত্রাণি (ভক্তিশাস্ত্রসমূহ) মননীয়ানি (বিচার করা কর্তব্য), তদ্বর্ধক-কর্মাণি (যে সকল কর্মের দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি পায় সেই সকল কর্ম) করণীয়ানি (অনুষ্ঠেয়) ॥ ৭৬

বৃথা তর্ক নিষিদ্ধ, কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত লইয়া বিচার করা ভক্তিলাভের সহায়ক। স্বাধ্যায় সাধনার এক বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাই, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ নিজের মনে বিচার ও অন্যের সঙ্গে আলোচনার উপদেশ দিতেছেন। ভক্তিবৃদ্ধির জন্য সাধুসঙ্গ শাস্ত্রপাঠ সদালাপ পূজা প্রভৃতি কর্ম অবশ্য করণীয়। ভক্তিবর্ধক কর্ম বলিতে নবধা ভক্তির বিবিধ সাধন এবং তীর্থযাত্রাদি আসিয়া পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'আমি কত শুনেছি গো।' 'যখন একলা থাকবে তখন শ্রীমদ্‌ভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত এইসব পড়বে।'

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কর্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥
শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
জন্মকর্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্‌ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥
এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টি র্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

ভাগবত, ১১।৩।২৬-৩১

ভক্ত ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়নির্দেশক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেন, কিন্তু অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করিবেন না। তিনি প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে, মৌন অবলম্বন করিয়া বাক্যকে এবং বাসনাত্যাগ দ্বারা কর্মচেষ্টা সংযত করিবেন। তিনি সত্যবাদী হইবেন এবং কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে নিজের বশে রাখিবেন। ভগবানের বিচিত্র জন্ম কর্ম লীলা ও গুণসমূহের কথা তিনি শ্রবণ কীর্তন ও ধ্যান করিবেন। ভক্তের সকল শারীরিক কর্ম ইষ্টের জন্যই অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি সকল যজ্ঞ দান তপ জপ সদাচার পালন আর স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রাণ, যাহা কিছু নিজের প্রিয় সে সকল ভগবানের চরণে নিবেদন করিবেন। এই প্রকার সাধুপুরুষগণের সহিত ভক্ত সৌহার্দ্য স্থাপন করিবেন, স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর, বিশেষভাবে মনুষ্যের, ততোধিক স্বধর্মনিষ্ঠ ভক্তের সেবাপরায়ণ হইবেন। তিনি ভক্তসঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের গুণানুকীর্তন করিবেন এবং বিষয় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরত হইয়া পরম শান্তি ও আনন্দলাভ করিবেন। পাপনাশন শ্রীহরির গুণের কথা স্মরণ করিয়া ও পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। এই প্রকারে সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তের অন্তরে প্রেমভক্তির উদয় হইবে, তাঁহার দেহের রোমে রোমে পুলক জাগিবে।

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে
ক্ষণার্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭

সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-লাভ-আদি-ত্যক্তে (সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভ প্রভৃতি ত্যাগ হইয়া যাওয়ার ফলে) কালে প্রতীক্ষমাণে (ভগবদ্ভজনের সময় যখন পাওয়া যায়, তখন) ক্ষণার্ধম্ অপি (অতি অল্প সময়ও) ব্যর্থং ন নেয়ম্ (বৃথা যাইতে দিবে না) ॥ ৭৭

সাধারণ সংসারী জীবের সময় সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না লাভ-লোকসানের হিসাবের মধ্যে কিভাবে কাটিয়া যায় তাহার কোন হিসাব নাই। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়ার ফলে ভক্ত যখন আর সুখে দুঃখে বিচলিত হন না, বিষয়-বাসনা যখন আর তাঁহার হৃদয়ে জাগে না, তখন তো আর তাঁহার সময়ের অভাব নাই। সে সময়ের তিনি কিভাবে সদ্ব্যবহার করিবেন? তিনি নিত্য স্মরণ-মননে লাগিয়া থাকিবেন, ক্ষণার্ধও বৃথা যাইতে দিবেন না। পরাভক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত সাধন ভুলিলেই পতনের আশঙ্কা। আবার পরাভক্তি লাভের পর ভক্ত সর্বক্ষণ ইষ্টকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন।

এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ সুবিধা কখন আসে বলা যায় না। সব বাধাবিঘ্ন চলিয়া গিয়া সব দিক্ দিয়া অনুকূল সময় আসিলে ভজন করিব, এইরূপ ভাবিয়া শুভকালের প্রতীক্ষা করিলে শুভকাল কোনদিন আসিবে না। গঙ্গার সব ঢেউ থামিলে পর গঙ্গাস্নান করিব ভাবিলে কোনদিন গঙ্গাস্নান হয় না।

ভজনে সুখ না পাই, দুঃখও যদি পাই তবু ভজন করিয়া যাইতে হইবে। আজ ভজনে ইচ্ছা নাই, ভজন করিয়াই বা কি লাভ,—এইরূপ মনোভাবের দ্বারা অভিভূত হইলে ভজন কোন-দিনই হইবে না। অধিকন্তু মন তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইবে —নিচে নামিয়া যাইবে। পিতলের ঘটি নিত্য না মাজিলে কলঙ্ক পড়িবে। তাঁহাকে পাইতে হইলে সর্বাবস্থায় মন তাঁহার পাদপদ্মে লাগাইয়া রাখিতে হইবে—অর্ধক্ষণও বৃথা যাইতে দিলে চলিবে না। যেক্ষণে তাঁহাকে ভুলিব সেইক্ষণের জন্য বিষয় আসিয়া মনকে অধিকার করিবে—আর তাঁহাকে বহুক্ষণ বিস্মরণের মতো দাগ মনের উপর রাখিয়া যাইবে।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

ভাগবত ১১।২।৫৩

উত্তম ভক্তের চিত্ত সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে। জগতের সকল ভোগ, সকল সুখ তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে ত্রৈলোক্য-রাজ্যপ্রাপ্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাবনা আসিলেও তিনি অর্ধনিমিষের জন্য শ্রীহরির চরণচিন্তা হইতে বিরত হন না।

'সর্বদাই তাঁর নামগুণগান কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। যারা ভগবান্ বৈ আর কিছু জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদা 'রাম, ওঁরাম' জপ করে। কারও কারও সর্বদা জিহ্বা নড়ে। সর্বদাই স্মরণ-মনন থাকা উচিত।'

অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদি-চারিত্র্যাণি
পরিপালনীয়ানি ॥ ৭৭

অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়া-আস্তিক্যাদি (অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিক্য প্রভৃতি) চারিত্র্যাণি (চরিত্রগতগুণসমূহ) পরিপালনীয়ানি (পরিপালন করিয়া চলিবে) ॥ ৭৮

দেহের শুদ্ধি মনের শুদ্ধি না হইলে অন্তরে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। চরিত্র ছাড়া ভক্তি থাকে না, ভক্তি হওয়াও সম্ভব নয়। অহিংসা সত্য প্রভৃতি আচরণ শুধু ভক্তের জন্য বিহিত নয়। এই সকল মহাব্রত সব দেশে সব কালে সকল মানুষের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। 'আদি' বলিতে আরও সব গুণ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় এই সকল গুণকে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে; আবার ইহাদিগকে দৈবীসম্পদ্ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। গীতা ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অহিংসা মনে প্রাণে আচরণ করিতে হইবে। অন্য প্রাণীকে কোনরূপ দৈহিক ক্লেশপ্রদানে বিরত থাকিলেই অহিংসা পালন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল না। ইহা কেবল এক নিষেধমূলক বৃত্তি নয়। দয়া ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব যখন অন্তরে সদা জাগ্রত থাকিবে কেবল তখনই তথায় অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইবে। দয়া ও অহিংসা মনের একই প্রীতিবৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

শাস্ত্রে দয়ার লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 'নিজের হিতের, নিজের শুভের জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়, সেই প্রকার চেষ্টা সর্বদা সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য আনন্দের সহিত প্রযুক্ত হইলে তাহাকে দয়া বলা যায়।' 'শত্রু মিত্র উদাসীন সকলের সহিত সর্বদা আত্মবৎ ব্যবহারকে দয়া বলা হয়।'

ভক্ত সর্বত্র ইষ্টকে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত দেখেন, তাই তাঁহার দয়ার কার্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান প্রকাশ পায় না।

'সত্য' বলিতে শুধু সত্যকথা বলিলেই যথেষ্ট হইল না, সত্য চিন্তাও করিতে হইবে। ভাগবতে সত্যের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, 'সত্যঞ্চ সমদর্শনম্।' ব্রহ্মের এক নাম সম। ব্রহ্মদর্শন – ব্রহ্ম-বিষয়ে আলোচনাই যথার্থ সত্যানুশীলন।

জল দিয়া ময়লা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলাকেই সাধারণতঃ আমরা শৌচ আখ্যা দিয়া থাকি। কিন্তু বাহিরের মলিনতা দূর করিতে পারিলেই শুচি হওয়া যায় না। মনের মলিনতা দূর করাই যথার্থ শৌচ। অহঙ্কারে মন মলিন হইয়া থাকে। অনাসক্তি হইতে মনের মলিনতা দূর হয়—মন শুচি হয়। শাস্ত্রকারগণ শৌচের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। কেহ বলেন, 'নিষিদ্ধবস্তু ভোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ, সৎসঙ্গে বাস এবং স্বধর্মপালন—শৌচের তিনটি এই লক্ষণ।' অপরে বলেন, 'সত্যভাষণ, মনের শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, সর্বভূতে দয়া—এই চারিপ্রকার মানসিক শৌচের লক্ষণ; জলে ধুইয়া শুদ্ধ করাকে বলা হয় বাহ্য শৌচ।' ভাগবত বলেন, 'কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচম্—কর্মে অনাসক্তি যথার্থ শৌচ।'

ভক্তের দৃষ্টিতে সর্বদা ভগবানের চিন্তা ভগবানের সেবা পবিত্রতা সাধনের, দেহমনকে শুচি করার একমাত্র উপায়।

আস্তিক্য বলিতে বুঝায়, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা।

'সত্যকথা কথা কলির তপস্যা। যার সত্যনিষ্ঠা আছে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে তবে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়।....আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা, এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা। যখন এইসব বলেছিলাম, তখন একথা বলতে পারি নাই—মা! এই নাও তোমার সত্য এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।

কায়মনোবাক্যে বার বৎসর সত্যপালন করলে মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যসঙ্কল্প হয়। যারা বিষয়কর্ম করে, কি আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত।

লোককে খাওয়ান একরকম তাঁরই সেবা করা। সব জীবের ভিতর তিনিই অগ্নিরূপে রয়েছেন। লোককে খাওয়ান কিনা তাঁকে আহুতি দেওয়া।

যাদের টাকা আছে তারা তো মায়ের দেওয়ান, তাদের দান করা উচিত। সাধু ভক্ত দরিদ্র সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়।

দয়া আর মায়া এ-দু'টি আলাদা জিনিষ। বাপ মা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র ভাইপো ভাগনে ভাইঝি এইসব আত্মীয়ের উপর যে টান তাকে বলে মায়া। 'আমার জিনিষ, আমার জিনিষ বলে' সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। আর সবাইকে ভালবাসা, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে ভালবাসার নাম দয়া। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতে সেবা হয়। দয়া ধর্ম ভক্তি সত্ত্বগুণ থেকে হয়। দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধনমুক্তি হয়।'

সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯

সর্বদা (সকল সময়) সর্বভাবেন (সকল প্রকারে) নিশ্চিন্তিতৈঃ (চিন্তারহিত হইয়া) ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ (একমাত্র ভগবানেরই ভজনা করা কর্তব্য) ॥ ৭৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে বলিয়াছেন একক্ষণও বৃথা যাইতে দিবে না। এখন বলিতেছেন সর্বকালে সর্বপ্রকারে তাঁহারই ভজনা করিবে। ভজনে কালাকালের বিচার নাই। ৩৭শ সূত্রে বলিয়াছেন সংসারে থাকিয়া বা অন্য লোকের সঙ্গে থাকিয়াও ভজন হয়। একটু আগে ৭৬তম সূত্রে বলিয়াছেন, ভক্তিশাস্ত্রের বিচার করিবে ও ভক্তিবর্ধক কর্ম করিবে। আলোচ্য সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত উপদেশসমূহের উপসংহার করিতেছেন।

মুখ্যা ভক্তি লাভ হইলে বাহ্য অনুষ্ঠান সমূহের প্রয়োজনীয়তা চলিয়া যায়। উত্তম ভক্ত বাহ্য পূজাদির অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পূজায় এবং প্রবর্তক ভক্তের পূজায় অনেক পার্থক্য। উত্তম ভক্তের নিকট ইষ্ট সর্বত্র সর্বদা প্রকাশিত থাকেন।

সর্বদা সর্বভাবে ভজন তখনই হইবে যখন আর অন্তরে ও বাহিরে, ঐহিকে ও পারত্রিকে কোন ভেদ থাকিবে না। যখন কোন বাহ্য চিন্তা মনকে চঞ্চল করিবে না তখন নিশ্চিন্তিতভাবে ইষ্টচিন্তা করা সম্ভব হইবে।

সর্বদা সর্বভাবে ভজনের কি ফল ?

স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি অনুভাবয়তি চ ভক্তান্॥ ৮০

সঃ (ঈশ্বর) কীর্ত্যমানঃ (যখন তাঁহার নাম কীর্তন হয়, তখন) শীঘ্রম্ এব (অবশ্যই অতি শীঘ্র) আবির্ভবতি (আবির্ভূত হন) চ (এবং) ভক্তান্ (ভক্তগণকে) অনুভাবয়তি (নিজের প্রকাশ অনুভব করান)॥ ৮০

নিশ্চিন্তভাবে ভজনের এই ফল—শুধু অন্তরে তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভব করা নয়, সর্বত্র তাঁহার প্রকাশ দর্শন। অন্তরে বাহিরে ইষ্টকে অনুভবেই জীবনের সার্থকতা। প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি অচিরে ভক্তসমীপে আবির্ভূত হন এবং নিজের প্রেমের আস্বাদন দিয়া ভক্তকে ধন্য করেন। ভক্তগণ মিলিত হইয়া তাঁহার নাম সংকীর্তন, তাঁহার গুণগান করিলে তিনি সেইস্থলে নিজেকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করেন; আর তাঁহার আবির্ভাব অনুভব ও দর্শন করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হন।

'মাছ যতদূর থাক না কেন, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদয় হন।'

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

ভাগবত, ১১।২।৪২

ভোজনের ফলে যেইরূপ প্রতিগ্রাসের সহিত ভোজনকারীর তুষ্টি পুষ্টি এবং ক্ষুধানিবৃত্তি একই সময়ে হইতে থাকে সেইরূপ ভজনশীল ব্যক্তির ভজনের প্রতিক্ষণে ভগবানের প্রতি প্রেমাভক্তি, প্রেমাস্পদ প্রভুর স্বরূপানুভূতি এবং সকল বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী॥ ৮১

ত্রিসত্যস্য (তিনকালে যাহা সত্য তাহার মধ্যে) ভক্তিঃ এব (ভক্তি অবশ্যই) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠ), ভক্তিঃ এব (ভক্তি অবশ্যই) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠ)॥ ৮১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্‌ই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনকালেই নিত্য সত্যরূপে বিরাজমান, আর পরাভক্তিতে তাঁহার প্রকাশ। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিন সাধনপথের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ। জীবের প্রাণশক্তির প্রকাশ পায় তাহার কর্মে, জ্ঞানের বিকাশে মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখা যায়, আর হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনে তাহার প্রেমের প্রকাশ হয়। এই তিনবৃত্তির মধ্যে প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশে জীবন সার্থক হয়।

গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি-দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্তি-আত্মনিবেদনাসক্তি-তন্ময়াসক্তি-পরমবিরহাসক্তিরূপা একধা অপি একাদশধা ভবতি ॥ ৮২

[ভক্তি] একধা অপি (এক প্রকারের হইলেও) গুণ-মাহাত্ম্যাসক্তি……..[প্রভৃতি] একাদশধা ভবতি (একাদশভাবে প্রকাশ পায়) ॥ ৮২

ভক্তি স্বরূপতঃ একই হইলেও ভক্তগণের জীবনে তাহা একাদশপ্রকার আসক্তিরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভক্তির নয় প্রকার প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর—ভক্তির এই প্রধান পাঁচ প্রকার ভেদগ্রহণ করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া একাদশ প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন।

এই একাদশ প্রকার ভেদের মধ্যে ভক্তির সকল ভাবের ইতি করা যায় না। মানুষে মানুষে যত প্রকার প্রীতির সম্পর্ক দেখা যায় ভগবানের সহিত ভক্তের ততপ্রকার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। নিজের রুচি ও সংস্কার অনুসারে ভক্ত ভাববিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করিয়া ইষ্টের আরাধনায় রত থাকেন। কোন একটা ভাবকে প্রধানরূপে আশ্রয় করিলেও ভক্তের অন্তরে অপর একাধিক ভাবের প্রকাশ হইতে পারে, হয়ও। আর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি যে সকল যুগাচার্য 'আপনি আচরি ধর্ম' অপরকে শিক্ষা দিতে প্রাদুর্ভূত হন, তাঁহাদের জীবনে এই সকল ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগের এবং পরবর্তীকালের ভারতের ও বিদেশের ভক্তগণের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা এই সকল বিভিন্ন আসক্তির উদাহরণ পাইব। এখানে বিভিন্ন ভাবে আসক্ত পৌরাণিক যুগের কয়েকজন ভক্তের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

গুণমাহাত্ম্যাসক্ত—নারদ, বেদব্যাস। রূপাসক্ত—ব্রজের নরনারী।

পূজাসক্ত—অম্বরীষ, পৃথু। স্মরণাসক্ত—প্রহ্লাদ।

দাস্যাসক্ত—হনুমান্। সখ্যাসক্ত—উদ্ধব, অর্জুন, শ্রীদাম।

কান্তাসক্ত—রুক্মিণী, সত্যভামা। বাৎসল্যাসক্ত—কৌশল্যা, দশরথ, যশোদা, নন্দ।

আত্মনিবেদনাসক্ত—বলি, বিভীষণ। তন্ময়াসক্ত—সনৎকুমার, শুকদেব।

পরমবিরহাসক্ত—ব্রজগোপীগণ।

"রামকে জানতে হলে সীতার মত হতে হবে। পুরুষকে জানতে হলে সখীভাব দাসীভাব মাতৃভাব এইসব প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। মীরাবাঈ স্ত্রীলোক বলে রূপ গোস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

চান নি। মীরাবাঈ বলে পাঠালেন, 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, বৃন্দাবনে সকলে সেই পুরুষের দাসী। গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে?' ”

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধব-বারুণি-বলি-হনুমদ্‌বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৮৩

কুমার····বিভীষণাদয়ঃ ভক্ত্যাচার্যাঃ (সনৎকুমার ব্যাসদেব শুকদেব শাণ্ডিল্য গর্গ বিষ্ণু কৌণ্ডিন্য শেষ উদ্ধব বারুণি বলি হনুমান্ বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তিসাধনার আচার্যগণ) জনজল্পনির্ভয়াঃ (লোকনিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া) একমতাঃ (ভক্তির স্বরূপ, সাধন ও ফল বিষয়ে একমত হইয়া) ইতি এবং বদন্তি (এই প্রকার বলিয়া থাকেন) ॥ ৮৩

এই সূত্রে দেবর্ষি নারদ, নিজে যে নূতন কোন মত প্রচার করিতেছেন না পরন্তু তাঁহার পূর্বগ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের শিক্ষা ও আচরণ দ্বারা তাঁহার মত সমর্থিত হয়, তাহা বলিতেছেন। একান্তী ভক্তগণ লোকমতের অপেক্ষা রাখেন না। অন্তর দিয়া তাঁহারা যাহা অনুভব করেন তাহা নির্ভয়ে জনসমাজে প্রচার করিয়া যান। তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের তীব্রতা দেখিয়া অপরে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হন।

যে সকল আচার্যের নাম এই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা নিজেদের আচরণ ও শিক্ষা দ্বারা জগতে ভক্তির আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও পুণ্য চরিতকথা অন্য ভক্তলেখক কর্তৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আবার কাহারও পরিচয় এখন মেলা দুষ্কর।

কুমার বলিতে সনৎকুমার ; ব্রহ্মার মানসপুত্র, দেবর্ষি নারদেরও গুরু। ব্যাসদেব তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের ও ভক্তিসাধনার বিশদ্ বর্ণনা করিয়াছেন। শুকদেবের মুখে শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিত পরমগতি লাভ করেন। মহর্ষি শাণ্ডিল্যপ্রণীত ভক্তিমীমাংসা নামক সূত্রগ্রন্থ ভক্তসমাজের বিশেষ উপজীব্য। মহর্ষি গর্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করেন ; তিনি গর্গসংহিতার রচয়িতা। 'বিষ্ণু' বলিতে স্বয়ং নারায়ণ, সংহিতাকার বিষ্ণু ঋষি বা অন্য কোন আচার্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। কৌণ্ডিন্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, শেষ বা অনন্ত নাগ সহস্রমুখে অহর্নিশ হরিগুণগান করিতেছেন। ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ লক্ষ্মণ শেষের অবতার। ভ্রাতৃভাবে ও দাসভাবে তিনি আজীবন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছেন। মহাভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সখা। বারুণির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। দৈত্যরাজ বলির ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্ তাঁহার দ্বারী হইতে স্বীকার করেন। হনুমান্ একজন সাধারণ বানর নন ; তিনি বেদাদি শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বাল্মিকী রামায়ণে উক্ত হইয়াছে। হনুমান্ ও বিভীষণের দাস্যভক্তির মহিমা রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিতেছেন, 'ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা ভয় এসব ত্যাগ কর। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনামে যদি নাচি লোকে আমায় কি বলবে—এসব ভাব ত্যাগ কর।'

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিলেন, 'লজ্জা ত্যাগ করে সর্বদা ঈশ্বরের নাম করবে। তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। আমি এত বড়লোক, আমি হরি হরি বলে নাচব? বড় বড় লোক একথা শুনলে আমায় কি বলবে?....এসব ভাব ত্যাগ কর।'

....'যারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি?'

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স ভক্তিমান্ ভবতি সঃ প্রেষ্ঠং লভতে সঃ প্রেষ্ঠং লভত ইতি॥ ৮৪

যঃ (যিনি) নারদপ্রোক্তং (নারদ কথিত) ইদং শিবানুশাসন (এই মঙ্গলদায়ক শিক্ষা) বিশ্বসিতি (বিশ্বাস করেন) [এবং] শ্রদ্ধত্তে (শ্রদ্ধাসহকারে অনুশীলন করেন) সঃ (তিনি) ভক্তিমান্ ভবতি (ভক্তি লাভ করেন) সঃ (তিনি) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমকে) লভতে (লাভ করেন) সঃ (তিনি) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমকে) লভতে (লাভ করেন) ইতি॥ ৮৪

এই সূত্রে দেবর্ষি তাঁহার মূল বক্তব্য মাত্র অল্প কয়টি কথার দ্বারা নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। তাঁহার এই শিবানুশাসনের মঙ্গলময় উপদেশের অধিকারী তিনি, তিনিই এই উপদেশ অনুসারে চলিলে লাভবান্ হইবেন, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাসী আর শ্রদ্ধাবান্। পূর্বে বলিয়াছেন, ভক্তগণের মধ্যে জাতি কুল বিদ্যা বা বয়সের ভেদ নাই। উপসংহারে 'যিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন তিনিই লাভ করেন' বলিয়া ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন। আমাদের জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছিবার পাথেয় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে যদি বিশ্বাস স্থাপন না করি, প্রতিপদে যদি সংশয় উপস্থিত হয় তো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব হয় না। আবার শুধু বিশ্বাস থাকিলেই হইল না; সিদ্ধান্তসমূহ কেবল মানিয়া লইলেই কাজ চলে না। শুধু বিশ্বাসের মূল্য অনেক সময় টিয়া পাখীর রামনাম বলার সমান হইতে দেখা যায়। পড়ান বুলি পাখী সহজ অবস্থায় বেশ বলিয়া যায়; কিন্তু বিড়ালে ধরিলে সে কঁ্যা কঁ্যা করে, তখন আর তাহার মুখে রামনাম আসে না। তাই বিশ্বাসের সহিত চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থাকিলে তবে মানুষ সকল আপদ্ বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া দৃঢ়পদে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। শ্রদ্ধার বলে বলী হইয়া নচিকেতা যমের ভবনে যাইতে সাহসী হইয়াছিলেন; শ্রদ্ধাই নচিকেতাকে যমের নিকট হইতে সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার অধিকারী করিয়াছিল। যে ভক্ত বিশ্বাসী, আর বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করার উপযোগী শ্রদ্ধা যাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হয়, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি প্রিয়তমকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ঈশ্বর আমাদের প্রিয়তম, ঈশ্বরলাভই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। শ্রুতি বলিতেছেন, 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঃ বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১।৪।৮)—আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, ধন হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত প্রিয় হইতে প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। প্রিয়তমকে পাওয়ার জন্য ভক্তের অন্তর হইতে যখন ব্যাকুল প্রার্থনা উত্থিত হয় তখন তিনি আর ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ (কঠ উপনিষৎ—১।২।২৩)।

"বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই। তাঁর কাছে 'আমাকে ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও' বলে প্রার্থনা করতে হয়। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। সরল বিশ্বাস, বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।

'ইনিই আমার ইষ্ট' এই ষোল আনা বিশ্বাস যদি থাকে, তাঁকে লাভ হয় দর্শন হয়। 'তাঁর কৃপায় এই জন্মেই তাঁকে পাব, এখনই পাব' মনে এই রকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়। তা না হলে কি হয় ?

কর্ম করতে গেলে আগে বিশ্বাস চাই। সেই সঙ্গে জিনিষটি মনে করে আনন্দ হয়। তবে সে কাজে প্রবৃত্তি হয়। আমি দেখেছি—সাধু গাঁজা তৈয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ। মাটির নিচে কলসী করে সোনা আছে এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস আগে চাই। সোনা মনে করে আনন্দ হয়, তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে একটু টুং শব্দ হলেই আনন্দ আরও বাড়ে। তারপর সোনা যখন একটু দেখতে পায় তখন আনন্দে নাচতে থাকে। শেষে কলসী বার করে মোহর ঢেলে হাতে করে গণে,—আর খুব আনন্দ। দর্শন-স্পর্শন—সম্ভোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরসেবা ছিল। একদিন ব্রাহ্মণকে অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ যাবার সময় বাড়ীর ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, 'তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস; ঠাকুরকে খাওয়াবি।' ছেলেটি ঠাকুরের ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ করে বসে আছেন; কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলে যে ঠাকুর উঠছেন না। তখন সে বারবার বলতে লাগল, 'ঠাকুর খাও, অনেক দেরি হল; আমি আর বসতে পারি নে।' ঠাকুর কথা কন না। তখন ছেলেটি কান্না আরম্ভ করলে। বলতে লাগল, 'ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন। তুমি কেন আমার কাছে খাবে না?' ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, অমনি ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে খেতে লাগলেন। ঠাকুরকে খাইয়ে ঠাকুর ঘর থেকে যখন গেল, বাড়ীর লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে, সে সব নামিয়ে আন।' ছেলেটি বললে, 'হাঁ, হয়ে গেছে; ঠাকুর খেয়ে গেছেন।' তারা বল্লে, 'সে কিরে?' ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বললে, 'কেন, ঠাকুর তো খেয়ে গেছেন।' তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্।"

'ঈশ্বর লাভই মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কইছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।'

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi